পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 328 Sunday, 2 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩২৮ সংখ্যা ✱ ১৫ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার, ২ নভেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

অন্ধ্রে পদপিষ্টে মৃত্যু বেড়ে ১২, শোকপ্রকাশ করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মোদির

নয়াদিল্লি। ১ নভেম্বর ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদির। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়ে মৃতের পরিবারের উদ্দেশে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করলেন তিনি। এদিকে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২। আহত অন্তত ৩০। মন্দিরে দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘ শ্রীকাকুলামের ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় আমি মর্মাহত। যারা এই দুর্ঘটনায় পরিজনদের হারিয়েছেন তাঁদের সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’ একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, যারা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিজনদের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্য করা হবে। পাশাপাশি আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্য করা হবে।’ উল্লেখ্য, শনিবার একাদশীতে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু ভক্ত। মাত্রাছাড়া ভিড়ের কারণে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ধাক্কাধাক্কিতে মাটিতে পড়ে যান বেশ কয়েকজন। এরপরই ভক্তদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। একসঙ্গে তাঁরা সেখান থেকে বেরোনোর চেষ্টা করলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যার জেরেই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অন্তত ৯ জনের। পরে জানা যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ জন। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ৩০ জন। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘ জেলার কাশিবুগ্গার ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে মর্মান্তিক একটি ঘটনা ঘটেছে। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে একাধিক ভক্তের। ভক্তদের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আমি শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।’ তিনি আরও লেখেন, ‘ আহতদের যাতে যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করা হয়, তার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি।’

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রিয়াঙ্কার নিশানায় কমিশন-বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ রাহুলের পর প্রিয়াঙ্কা। তিনদিনের ঝটিকা সফরে বিহারে প্রচার চালিয়ে ফিরে যান রাহুল গান্ধী। তাঁর পর শনিবার প্রচারে নেমে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেন প্রিয়াঙ্কা। বিহারের বেগুসারাইতে এক জনসভায় তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের ইশারায় কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সাত সকালে ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে রাজ্যবাসীর সমর্থন চাইলেন নীতীশ কুমার। জনতা দল ইউনাইটেড সূত্রের খবর, এই প্রথম নীতীশ কুমার ভিডিও বার্তাকে ভোট প্রচারের অঙ্গ করলেন। সেই সঙ্গে স্পষ্ট করেন, অন্য কেউ নন বৃদ্ধ লালু যাদবই তাঁর আসল প্রতিদ্বন্দ্বী। বিহারে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রথম থেকেই সরব ছিলেন লোকসভার বিরোধী দল নেতারা রাহুল গান্ধী। তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া বেশ কিছু ভোটারকে হাজির করে কমিশনকে নিশানা করেন তিনি। বিজেপি ও কমিশন জোট বেঁধেছে বলেও অভিযোগ করেন। রাহুলের বেঁধে দেওয়া সুরেই বিজেপি ও কমিশনকে নিশানা করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। প্রিয়াঙ্কা বলেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে বহু বৈধ ভোটার বাদ গিয়েছেন। তারা এবার ভোট দিতে পারবেন না। বিজেপি হেরে যাওয়ার ভয়েই কমিশনকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে বলে অভিযোগ প্রিয়াঙ্কার।অন্যদিকে, শনিবার সকালে প্রচারিত ভিডিওতে নীতীশ তাঁর সরকারের সময়ে বদলে যাওয়া বিহারের ছবি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ২০০৫ এ পাকাপাকিভাবে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সংকল্প করেছিলাম গোটা বিশ্বে বিহার ও বিহারবাসীর মান-মর্যাদা রক্ষা করব। আর সেজন্য দরকার ছিল রাজ্যের উন্নয়ন। নীতীশ বলেছেন, এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে আমার সরকার উন্নয়ন করেনি। প্রসঙ্গত বিহারের নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ জোট সঙ্গী বিজেপি নেতারাও নীতীশকে বিহারের উন্নয়নের কাণ্ডারী হিসেবে তুলে ধরছেন। মোদী বিহারে তাঁর আগের সভায় বলেছেন, নীতীশবাবুর তুলনা হয় না। তিনি বিহারকে বদলে দিয়েছেন। আমরা জানি বিহার কী ছিল। শনিবার সকালে ভিডিও বার্তায় নীতীশ দুই বিহারে ছবি তুলে ধরেছেন।

মঙ্গলে পথে মমতা-অভিষেক, এসআইআর-র প্রতিবাদে কলকাতার বুকে মিছিল তৃণমূলনেত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ এসআইআর নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে ফের পথে রাজ্যের শাসকদল। মঙ্গলেই মিছিলে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, ৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার অর্থাৎ যেদিন থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলও-রা এসআইআরের কাজ শুরু করবেন, ওইদিনই পথে নামছেন মমতা-অভিষেক। ওইদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ ধর্মতলার গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হবে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রায় মমতা-অভিষেকের সঙ্গে মিছিলে হাঁটবেন দলীয় সাংসদ, কাউন্সিলররাও। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে নাম বাদ যেতে পারে, স্রেফ এই আশঙ্কায় রাজ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি তুলেছে পরিবারগুলি। এনিয়ে গোড়া থেকে সোশাল মিডিয়ায় বিজেপিকে তোপ দেগেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এবার পথে নেমে আরও বড় প্রতিবাদ সংগঠিত করতে চলেছেন তাঁরা।আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগেই বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। এই পদক্ষেপ নিয়ে বরাবর বিরোধিতা করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের আশঙ্কা, এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যেতে পারে। এটাই বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতাদের। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত মিছিল হবে তাঁদের নেতৃত্বে। পা মেলাবেন দলীয় সাংসদ, কাউন্সিলররার। মিছিল শেষে ফের জনতার উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ

এবিষয়ে জনতাকে সতর্ক করার পাশাপাশি আগামী ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে হেল্পডেস্ক চালু করছে তৃণমূল। শুক্রবার বিএলএ-দের নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠক করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছেন। একমাস ধরে ৬২০০টি হেল্পডেস্ক চলবে। এসআইআরের ফর্ম পূরণ বা অন্য কোনও সমস্যা হলে হেল্পডেস্ক থেকে সাহায্য করা হবে।আর তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ওই দিনই পথে নেমে বিজেপির ‘ বিরোধিতায় সরব হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর দেড়টায় ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে কোনও বার্তা দিতে পারেন মমতা-অভিষেক। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে যে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তার প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কেন্দ্রীয় নির্দেশে রাজ্যে কার্যকর করা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে ভয় সঞ্চার করা হচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী নিজে মাঠে নেমে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেবেন বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে। এই মিছিলে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ছাড়াও রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ ও কর্মী-সমর্থকেরা যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

এসআইআরের প্রতিবাদে আমরণ অনশনে মমতাবালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁ, ১ নভেম্বর ঃ এসআইআর বাতিলের দাবিতে আমরণ অনশনের ডাক

দিলেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। এসআইআর হলে মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম বাদ যাবে। এই আশঙ্কা করছেন তৃণমূল সাংসদ। মতুয়া সম্প্রদায়ের কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। এই জোরালো দাবি তোলা হয়েছে। আগামী ৫ নভেম্বর থেকে ওই আমরণ অনশন শুরু হবে

১২টি রাজ্যের সঙ্গে বাংলাতেও এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। আগামী ৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলও-রা এসআইআরের কাজ শুরু করবেন। ওই দিনই এসআইআরের প্রতিবাদের পথে নামছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এসআইআরের প্রতিবাদে জোরালো প্রতিবাদে নামছে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘও। এসআইআর বাতিলের দাবি তুলে আমরণ অনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ৫ নভেম্বর থেকেই ওই অনশন শুরু হচ্ছে বলে খবর। এদিন বনগাঁয় মতুয়া মহাসংঘের তরফে বৈঠক হয়। সেখানেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।আজ, শনিবার সেই বৈঠকের পরে সাংবাদিক বৈঠক করেন মমতাবালা ঠাকুর। এসআইআর নিয়ে চরম ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তিনি। কোনও মতুয়াদের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। জোরালো সেই দাবি তোলা হয়েছে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জানিয়েছেন, উত্তর ২৪ পরগনায় সব থেকে বেশি মতুয়া ভোট আছে। এসআইআর হলে প্রচুর মতুয়া ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁদের উপর নাগরিকত্ব ইস্যুতেও অনেক প্রশ্ন উঠবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ও পদ্ম নেতাদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি। বিজেপি এসআইআর নিয়ে মিথ্যা কথা প্রচার করছেন বলেও তিনি অভিযোগ তুলেছেন। মমতাবালার কথায়, ওঁদের উচিত ছিল প্রতিবাদ করা। আগামী ৫ তারিখ থেকে ঠাকুরনগরে মতুয়া ঠাকুরবাড়ির বড়মা বীণাপানি দেবীর ঘরের সামনে ওই আমরণ অনশন শুরু হবে।

বিএলওদের হুমকি! নির্বাচন কমিশনে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নালিশ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ এসআইআর আবহে বিহারের জেলবন্দি বিএলওদের উদাহরণ দিয়ে হুমকির অভিযোগ। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অরূপ বিশ্বাস। চিঠি লিখে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে

পদক্ষেপের অনুরোধ করেন তিনি। গত ২৯ অক্টোবর আমতলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে যান শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়ে তিনি বলেন, ৫২ জন বিএলও বিহারের জেলে রয়েছেন। এটা মাথায় রাখবেন। তৃণমূলের কথা, বিজেপির কথা শুনবেন না। কেবল নির্বাচন কমিশনের কথা শুনবেন। বিহারের ৫২ জন বিএলও কিন্তু এখনও জামিন পাননি। আপনাদেরও জেলে কাটাতে হবে। জেলে যাওয়ার জন্য তথ্য, নথি আমরা জোগাড় করে দেব। শুভেন্দুর স্পষ্ট বার্তা, বিএলওরা কোনও দল, কোনও দাদা, দিদির কথা শুনবেন না। না হলে আপনাদের পরিণতিও বিহারের বিএলওদের মতো হবে। পুলিশ বাধ্য হবে, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে। আর পুলিশ যদি বাধ্য না হয়, যেখানে গেলে পুলিশ বাধ্য হবে, সর্বভারতীয় দল হিসাবে আমরা সেখানে যাব। এই মন্তব্যের জেরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বলেই দাবি তৃণমূলের। সেকথা উল্লেখ করে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআরের আর্জি জানানো হয়েছে। এছাড়া বিএলওদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত এবং এমন মন্তব্য থেকে যেকোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এসআইআরের পাশাপাশি এনআরসি নিয়ে মতুয়া-রাজবংশী থেকে শুরু করে পিছিয়ে পড়া ও গরিব মানুষের মধ্যে ‘ বিষ ছড়িয়ে’ চলেছে বিজেপি। এসআইআর-এর জেরে নয়া ভোটার তালিকায় যদি নাম না থাকে তবে সবাইকে বাংলাদেশে ‘ করে পাঠানো হবে বলেও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বিজেপি। অসীম সরকারের মতো একাধিক গেরুয়া বিধায়ক বারবার নানা হুমকিও দিচ্ছেন। যার ফলে আখেরে গেরুয়া শিবিরের ক্ষতি হবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

৮০০ টাকায় নাগরিকত্ব! শান্তনু ঠাকুরকে নিশানা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ টাকার বিনিময়ে হিন্দু জাতির সংশাপত্র, নাগরিকত্ব বিক্রি করা হচ্ছে বনগাঁর ঠাকুরনগরে! বিজেপি এই ব্যবসা শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠছে। কাঠগড়ায় বিজেপি সাংসদ, কেন্দ্রের জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর! ২০ টাকার বিনিময়ে ফর্মফিলাপ, ৮০০ টাকায় মিলছে নাগরিকত্ব! এমনই অভিযোগ তুলছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে মুনাফা লোটার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির, সেই দাবিও তুলেছে রাজ্যের শাসক দল। নাগরিকত্ব আইন ইস্যুতে মতুয়াদের একটা অংশ সমস্যায় পড়তে পারেন! সেই কথা প্রচার চলছে বিভিন্ন মহলে। বনগাঁয় সিএএ ক্যাম্প খুলে মোটা টাকার বিনিময়ে হিন্দু জাতির সংশাপত্র দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বহু মানুষ দুশ্চিন্তায় পড়ে সেই ক্যাম্পে হাজির হচ্ছেন বলেও খবর। এবার বাংলায় এসআইআরের কাজ শুরু হয়েছে। এসআইআর হলে বহু মতুয়া ভোটারের নাম বাদ যাবে। সেই আশঙ্কার কথাও ছড়িয়েছে। বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর টাকার বিনিময়ে নাগরিকত্ব দিচ্ছেন, সেই অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, মতুয়াদের বিশ্বাস, আশা, মর্যাদাকে ব্যবহার করছে বিজেপি। ৮০০ টাকায় নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, সেই ফর্মফিলাপ করার জন্য মাথাপিছু ২০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে! রেটকার্ড ঝুলিয়ে ধর্মের নামে প্রতারণা, নাগরিক পরিচয়ের নামে ‘ ফাঁদা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও তাঁর ভাই বিজেপি নেতা সুব্রত ঠাকুর এর পিছনে আছেন বলে অভিযোগ। যে আইন নিয়ে বছরভর বিভাজনের রাজনীতি চলছে, সেটিকেই ‘ উপকরণ বানানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। ভোট রাজনীতিতে মুনাফা লুটে নেওয়াই বিজেপির আসল উদ্দেশ্য, সেই অভিযোগও তৃণমূলের তরফে করা হয়েছে। এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে সামাজিক মাধ্যমে এদিন বার্তাও দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ, ‘ এখন বিক্রির জিনিস! ঠাকুরনগরে নতুন ব্যবসা চলছে বিজেপির। ২০ টাকায় ফর্মপূরণ, ৮০০ টাকায় নাগরিকত্ব! একেবারে রেটকার্ড ঝুলিয়ে চলছে ধর্মের নামে প্রতারণা, নাগরিক পরিচয়ের নামে ব্যবসা- এটাই কি ডবল ইঞ্জিন উন্নয়ন?’ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর ঠাকুরনগরে সিএএ শিবির চলছে, সেখান থেকে সংশাপত্র টাকার মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছেন বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। শান্তনু ঠাকুরের মতুয়া মহা সংঘের পক্ষ থেকেও এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ, মাওবাদ এখন নিয়ন্ত্রণে’ঃ অজিত দোভাল!

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর ঃ ‘সন্ত্রাসবাদকে বেঁধে ফেলা হয়েছে শক্তহাতে। দেশ থেকে মুছে যাচ্ছে লাল সন্ত্রাস। ২০১৪ সালের পর দেশের শাসনব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছে।’ এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নাম না করে বিজেপি সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। শুক্রবার সর্দার প্যাটেলের জন্মদিন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দোভাল বলেন, এটা কোনওভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতে যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদের উপর লাগাম পরানো হয়েছে। দেশে সর্বশেষ বড় সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল ২০১৩ সালে। তার আগে শেষ বড় হামলা ছিল ২০০৫ সালের ১ জুলাই। একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া গোটা দেশের আর কোনও জায়গায় কোনও জঙ্গি হামলা হয়নি। তিনি আরও বলেন, একটা সময় ছিল যখন দেশের শত্রুরা অবাধে ঘুরে বেড়াত। এখন নিরাপত্তা বিভাগ তাদের সবরকম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। অনেক অপরাধীকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মাওবাদের বিরুদ্ধেও বর্তমান সরকারের ঢালাও প্রশংসা করেন দোভাল। বলেন, ২০১৪ সালের পর দেশে লালসন্ত্রাসও নেমে এসেছে মাত্র ১১ শতাংশে। আগে যেসব জেলাগুলিকে মাও-অধ্যুষিত হিসেবে দেখা হত তার বেশিরভাগ জেলাই এখন মাওবাদী মুক্ত। ভারত এমন এক প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করেছে সেখানে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোনওরকম হুমকি তৈরি হলে যথাযত জবাব দিতে সক্ষম। এখানেই না থেমে দোভালের মুখে শোনা যায় চেনা সুশাসনের কথা।

ঋণ প্রদানের কাজে গতি আনতে চায় রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে রাজ্য সরকার তাঁদের ঋণ প্রদানের কাজে গতি আনতে চায়। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ও স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স সাব-কমিটির যৌথ উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিষয়ক একটি পর্যালোচনা বৈঠকে এবিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের কিছু জেলায় ঋণ সংযোগের গতি সন্তোষজনক হলেও কয়েকটি জেলায় এখনও সেই গতি আনা প্রয়োজন বলে প্রশাসনিক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে তুলে প্রত্যন্ত এলাকায় থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দ্রুত ঋণপ্রদান নিশ্চিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ঋণপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও ডিজিটাল করতে নতুন পরিকাঠামো গঠনের কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে বলে প্রসাসনিক সূত্রে জানা গেছে।জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী দপ্তরের কর্তারা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ।

জাকির নায়েককে বাঁচাতে ইউনুসের ঢাল হাসিনা! কী পদক্ষেপ বাংলাদেশের?

ঢাকা, ১ নভেম্বর ঃ জাকির নায়েকের বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক সংঘাত শুরু হয়েছে দিল্লি ও ঢাকার। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাল করলেন মহম্মদ ইউনুস। ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা জাকির ঢাকায় এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। এই অবস্থায় জাকিরকে বাঁচাতে পালটা পদক্ষেপ নিল বাংলাদেশ। দেশছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘পলাতক’ ঘোষণা করে একাধিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিল ইউনুস প্রশাসন। গত শুক্রবার রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ ২৬১ জনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউনুস সরকার। যে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘ বাংলা ব্রিগেড’ নামের একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে দেশ ও বিদেশে বসে সরকার উখাতের ষড়যন্ত্র করছে অভিযুক্তরা। সেই মামলার তদন্তে হাসিনা-সহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসিট পেশ করে তদন্তকারীরা। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই আদালতের তরফে ২৬১ জনকে পলাতক ঘোষণা করা হয়। এরপরই এই ইস্যুতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ইউনুস প্রশাসনের তরফে। তবে এই পদক্ষেপের নেপথ্যে কূটনৈতিক অঙ্ক দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। বাড়তে থাকা মৌলবাদের আগুনে পাখার বাতাস দিতে আগামী ২৮ নভেম্বর বাংলাদেশে আসছে কট্টরপন্থী ধর্মীয় নেতা জাকির নায়েক। তাঁকে বিশেষ অভ্যর্থনা জানাতে চলেছে মহম্মদ ইউনুসের বাংলাদেশ। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর সোমবার বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ঢাকায় পৌঁছানো মাত্র জাকির নায়েককে আটক করে ভারতের তুলে দেবে বাংলাদেশ, ঢাকার কাছে এমনটাই আশা করে নয়াদিল্লি। জাকিরের বিরুদ্ধে ভারতের রয়েছে ভুরি ভুরি অভিযোগ। ইউএপিএ ধারায় মামলা চলছে তার বিরুদ্ধে। উসকানিমূলক বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রতি নষ্ট করায় সিদ্ধহস্ত এই কট্টর ধর্মগুরু। ২০১৬ সালে ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে মালয়েশিয়ায় ঘাঁটি গেড়েছে এই অপরাধী। এমন গুরুতর অপরাধীকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার পরই হাসিনাকে পলাতক ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি পেশ করল বাংলাদেশ। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে না দিলে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। উল্লেখ্য, হাসিনা বিদায়ের পর পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। আইএসআই-এর মদতে বাংলাদেশে ইসলামি সেনা গঠনের পাশাপাশি শীর্ষ পাক সেনা আধিকারিকদের আনাগোনা ব্যাপক বেড়েছে বাংলাদেশে। যা মোটেই ভালো চোখে দেখছে না ভারত। এরই মাঝে জাকিরের সফর বাংলাদেশে মৌলবাদকে আরও বেশি করে উসকে দেওয়ার পরিকল্পনা বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। তার সফরের নেপথ্যে পাকিস্তানের ইন্ধনও থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যাতে মৌলবাদকে অস্ত্র করে ভারতের উত্তর-পূর্বে অস্থিরতা ছড়ানো যায়। পাকিস্তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এহেন বাংলাদেশ এবার জাকিরকে রক্ষা করতে হাসিনাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে বলেই অনুমান কূটনৈতিক মহলের।

ভারতকে দুষে এইচ ১ ভি ভিসায় আরও কঠোর ট্রাম্প প্রশাসন

১ নভেম্বর ঃ ভিসা নিয়ে একগুচ্ছ কঠোর পদক্ষেপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এবার বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা জানিয়ে দিল, এইচ-১বি ভিসার যথেচ্ছ অপব্যবহার করে দেশীয় কর্মীদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বিদেশি কর্মীরা। মার্কিন শ্রম দফতরের নতুন প্রচার ভিডিওয় সরাসরি ভারতের নাম তুলে বলা হয়েছে, বিদেশিদের, বিশেষত ভারতীয়দের নিয়ে আমেরিকার তরুণদের স্বপ্ন চুরমার করা হচ্ছে। সেই কারণেই কঠোরতর করা হচ্ছে ভিসা নীতি। বৃহস্পতিবারই আমেরিকার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, স্বয়ংক্রিয় ভিসা পুনর্নবীকরণ ব্যবস্থার নিয়মে বদল আনা হচ্ছে। এখন থেকে নিয়োগকারী সংস্থার তরফে দেওয়া ‘ পারমিট’ বা কাজের অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ১৮০ দিন আগে পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকায় কর্মরত বিদেশিদের উপর নজরদারি চালাতেই কঠোরভাবে তাঁদের নথি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। এরই মাঝে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিদেশিদের তরফে ‘ কেড়ে নেওয়ার’ বার্তা। বিজ্ঞাপন দিয়ে মার্কিন শ্রম দপ্তর লিখেছে, ‘ অপব্যবহারের

ফলে বহু মার্কিন তরুণ তাঁদের স্বপ্ন হারিয়েছেন। বিদেশিদের জন্য তাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে।’ সঙ্গে দাবি করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শ্রমমন্ত্রী লরি চাভেজ-ডি রেমারের নেতৃত্বে এখন এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং আমেরিকার তরুণদের স্বপ্ন সত্যি করার প্রয়াস করা হচ্ছে।

৫১ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনে ১৯৫০-এর দশকের মার্কিন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ছবি পাশাপাশি রাখা হয়েছে বর্তমান চাকরির বাস্তবতার সঙ্গে। দাবি করা হয়েছে, এইচ-১বি ভিসাধারীদের ৭২ শতাংশই ভারতীয়। ভিডিওতে শোনা যায়, অনেক আমেরিকানের স্বপ্ন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের চাকরি বিদেশিদের দেওয়া হয়েছে। শেষে বার্তা দেওয়া হয়েছে - প্রজেক্ট ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে সংস্থাগুলিকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে এবং প্রথমে আমেরিকানদের চাকরি নিশ্চিত করা হবে। গত সেপ্টেম্বরে আমেরিকার তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল ‘ ফায়ারওয়াল’। শ্রম দফতরের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, এইচ-১বি ভিসার নামে সংস্থাগুলি কম পারিশ্রমিকে বিদেশি কর্মী নিয়ে এসে স্থানীয় কর্মীদের সরিয়ে দিচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা এবং বেআইনি কাজ ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

প্রশান্ত কিশোর প্রতারক, এত টাকা পায় কোথায়?, ভোটের মুখে প্রশ্ন পাপ্পু যাদবের

পাটনা, ১ নভেম্বর ঃ বিহারে ভোটের মুখে এবার ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া প্রশান্ত কিশোরকে তোপ দাগলেন প্রভাবশালী নির্দল সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব। ‘ সাংসদের দাবি, ভোটে লড়ার ধুয়ো তুলে বাজার থেকে কয়েক শো কোটি টাকা তুলেছে জন সুরজ পার্টি। ‘ কে দিল এত টাকা?’ প্রশ্ন তুলেছেন নির্দল সাংসদ। তাঁর আরও দাবি, মুখেই বিজেপি বিরোধিতা করছেন প্রশান্ত। আদতে অমিত শাহর ‘ রুস্তম’ প্রাক্তন ভোটকুশলী। শীর্ষ বিজেপি নেতার অঙ্গুলি হেলনেই কাজ করেন তিনি। নিজের প্রয়োজনে সব ঘাটের জল খেয়েছেন প্রশান্ত কিশোর, একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাকারে কটাক্ষের স্বরে বলেন পাপ্পু যাদব। ‘ এসে নীতিশ কুমারকে পালিত পিতা বলেছেন, জগনমহোন রেড্ডির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’ বিহার রাজনীতির পোড় খাওয়া নেতা আরও বলেন, প্রশান্তজি বলেছেন, অমিত শাহ তাঁর প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছেন। এটা আদৌ ভয় দেখানো নয়, এটা একটা বোঝাপড়া। বন্ধুত্ব। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় পাপ্পু যাদব বলেন, কোন সংস্থা প্রশান্ত কিশোরকে টাকা দিচ্ছে, তার উল্লেখ নেই প্রমাণপত্রে। ‘ কে টাকা দিচ্ছে?’ যাদব আরও দাবি করেন, প্রশান্ত এই নির্বাচনে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন। জন সুরজের নেতার বিরুদ্ধে বিহার লুটের অভিযোগ এনেছেন তিনি।

এসআইআর নিয়ে বাংলায় শুরু বিএলও-দের প্রশিক্ষণ, ১৬ দফার নির্দেশিকা কমিশনের

কলকাতা, ১ নভেম্বর,ঃ এসআইআর ঠিক কীভাবে হবে, ভোটারদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে কোন কোন কাজ করতে হবে, তা জানতে বিএলওদের প্রশিক্ষণ শুরু বাংলায়। কলকাতার একাধিক জায়গায় প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে। আগামী ৩ নভেম্বর, সোমবার পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ। পরদিন থেকে এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাবেন বিএলওরা।কলেজ স্ট্রিটের ডিরোজিও হল এবং জেসপ বিল্ডিংয়ের তিনতলার কনফারেন্স হলে চলছে প্রশিক্ষণ শিবির। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা এবং দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত দু'দফায় ডিরোজিও হলে চলবে প্রশিক্ষণ।প্রথম দফায় ডিরোজিও হলে চৌরঙ্গী, বেলেঘাটা এবং জোড়াসাঁকো বিএলওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এন্টালি, শ্যামপুকুর, কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিএলওদের।মানিকতলার বিএলওদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে জেএসপ বিল্ডিংয়ে। গত সোমবার রাজ্যে এসআইআরের কথা ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তারপর থেকে দফায় দফায় চলছে বৈঠক, প্রশিক্ষণের কাজ।প্রথমে রাজ্যের সিইও দফতরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের। তাঁরা আবার ইআরও এবং এইআরওদের প্রশিক্ষণ দেন। ইআরও এবং এইআরও-রা আবার বিএলও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দেন। এবার পালা বিএলওদের।

আসিয়ান ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির একটি অপরিহার্য অংশঃরাজনাথ সিং

কুয়ালালামপুর, ১ নভেম্বর ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে রাজনাথ সিং ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। রাজনাথ সিং বলেন, আসিয়ান ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশ।আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক প্লাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ভারত আসিয়ান এবং প্লাস দেশগুলির সঙ্গে নিজস্ব প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান হিসেবে দেখে। আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক প্লাসের মধ্যে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি একটি উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিয়ম-ভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিকের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইনের শাসনের উপর ভারতের জোর, বিশেষ করে সমুদ্র আইন সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশন এবং নৌচলাচল এবং আকাশপথে বিমান চলাচলের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন, কোনও দেশের বিরুদ্ধে নয় বরং সমস্ত আঞ্চলিক অংশীদারদের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষার জন্য।

৪-৫ নভেম্বর তুষারপাতের পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ১ নভেম্বর ঃ আপাতত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ৪-৫ নভেম্বরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩ নভেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তারপর ৪-৫ নভেম্বর বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত।৪ নভেম্বর সন্ধ্যা অথবা রাতের পর থেকে বদলাবে আবহাওয়া। ৫ নভেম্বর মূলত মেঘলা থাকবে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশের ঐক্যে গর্বের দিন, ৭ রাজ্য ও ২ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃভারতের মানচিত্র জুড়ে আজ যেন উৎসবের আবহ। সাতটি রাজ্য এবং দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আজ পালন করছে তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস। জাতির এই গৌরবময় মুহূর্তে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানালেন আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং পুদুচেরি-এই নয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আজ ইতিহাসের এক বিশেষ দিনকে স্মরণ করছে। রাষ্ট্রপতি মুর্মুর মতে, এই রাজ্যগুলির প্রত্যেকটি ভারতবর্ষের উন্নয়নের যাত্রাপথে এক অমূল্য অবদান রেখে চলেছে।শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এর মাধ্যমে তাঁর বার্তায় লিখেছেন, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং পুদুচেরির জনগণকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রতিটি অঞ্চল ভারতের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। আমি প্রত্যাশা করি, এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি উন্নয়নের যাত্রায় নতুন মাইলফলক স্পর্শ করবে। তাদের অব্যাহত সমৃদ্ধি, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করছি।রাষ্ট্রপতির এই শুভেচ্ছা বার্তা কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একতার বার্তা বহন করছে। ভারতের এই বৈচিত্র্যের মাঝেও ঐক্যের যে অদ্ভুত সুর বেজে ওঠে, সেটাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে মুর্মুর শুভেচ্ছা বার্তায়। ১ নভেম্বরের এই দিনটি ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে গঠিত হয়েছিল একাধিক রাজ্য। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর কার্যকর হয়েছিল ' Reorganisation Act'। সেই দিন থেকেই দক্ষিণ থেকে উত্তর, পশ্চিম থেকে পূর্ব - ভারতের নানা প্রান্তে শুরু হয়েছিল নতুন রাজ্যের পথচলা।কেরল, কর্ণাটক, পঞ্জাব, হরিয়ানা কিংবা অন্ধ্রপ্রদেশ-প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে এই দিনটিকে ঘিরে। যেমন, কেরল রাজ্যের জন্ম হয়েছিল ১৯৫৬ সালের এই দিনেই। মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য মিলিয়ে নতুন কেরল রাজ্যের সূচনা ঘটে। ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্য গড়ে তোলে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ এই রাজ্যটি। কর্ণাটকও সেই একই দিনে আত্মপ্রকাশ করে ' স্টেট' হিসেবে, যা পরবর্তীকালে কর্ণাটক নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণ ভারতের এই দুই রাজ্যই আজ শিক্ষা, শিল্প ও প্রযুক্তিতে ভারতের গর্ব।অন্যদিকে, মধ্য ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের জন্ম হয় ২০০০ সালে, ১ নভেম্বর দিনেই। মধ্যপ্রদেশ থেকে পৃথক হয়ে গঠিত হয় এই রাজ্য। আজ ছত্তিশগড় দেশের অন্যতম খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্য, যেখানে আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও আধুনিক উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটেছে। একইভাবে পুদুচেরি-একসময় ফরাসি উপনিবেশ ছিল, পরে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানকার জনজীবনে আজও ইউরোপীয় স্থাপত্য ও দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ দেখা যায়।পঞ্জাবের প্রতিষ্ঠা দিবসও আজই। ১৯৬৬ সালের ১ নভেম্বর হরিয়ানা রাজ্য গঠিত হওয়ার পর পঞ্জাবের বর্তমান ভূখণ্ড নির্ধারিত হয়। কৃষি, শিল্প এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পঞ্জাব ভারতের মেরুদণ্ডের একটি অংশ। একই সঙ্গে হরিয়ানাও আজই পালন করছে রাজ্যের জন্মদিন। ভারতের অন্যতম শিল্পসমৃদ্ধ ও ক্রীড়াক্ষেত্রে অগ্রগণ্য রাজ্য হরিয়ানা আজ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।লাক্ষাদ্বীপ, ভারতের একমাত্র প্রবাল দ্বীপমালা-যেখানে প্রকৃতি ও সমুদ্রের সৌন্দর্য মিলে এক অসাধারণ স্বর্গরাজ্য তৈরি করেছে। প্রশাসনিক দিক থেকে এটি ছোট হলেও, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটনে এর ভূমিকা বিশাল।অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রেও ১ নভেম্বর দিনটি এক বিশেষ স্মৃতি বহন করে। ১৯৫৩ সালে তেলুগুভাষী জনগণের দাবি অনুসারে গঠিত হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ, যা পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যের তেলুগুভাষী অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়। এখন যদিও তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্য, তবুও ১ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশবাসীর কাছে ঐতিহ্যের প্রতীক।এই নয়টি অঞ্চলের প্রতিটি আজ দেশের সার্বিক বিকাশে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কেউ কৃষিতে অগ্রগণ্য, কেউ তথ্যপ্রযুক্তিতে, কেউ শিল্পে, আবার কেউ পর্যটনে। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই একটাই মিল-ভারতের বহুত্বে ঐক্যের বার্তা। রাষ্ট্রপতি মুর্মুর শুভেচ্ছা তাই এক অর্থে জাতির ঐক্যের প্রতীক হিসেবেই ধ্বনিত হয়েছে।আজ এই রাজ্যগুলির মানুষ তাঁদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করছে। সরকারি ভবনগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সবেতেই ফুটে উঠছে গর্ব ও আনন্দ। বহু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এই দিনে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হবে। কেরল সরকার উদযাপন করছে ' পিরাভি দিনম', যেখানে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উন্নয়নের যাত্রা তুলে ধরা হচ্ছে নানা প্রদর্শনীর মাধ্যমে।পঞ্জাবে আয়োজিত হচ্ছে ' প্রতিষ্টা দিবস' শোভাযাত্রা, আর হরিয়ানায় চলছে কৃষি মেলা। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের রাজধানী উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এমনই বহুমাত্রিক উসব আজ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শুভেচ্ছা বার্তায় তাই প্রতিটি রাজ্যের নাগরিকই যেন নতুন উদ্দীপনায় উদ্বেল। দেশের প্রথম নাগরিকের বার্তা আজ দেশের ঐক্য ও অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রইল। তিনি যেমন প্রত্যেক রাজ্যের জনগণকে উন্নয়নের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তেমনই তাঁদের অবদানেরও প্রশংসা করেছেন। ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে, ভারত একটি ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্র, যেখানে প্রতিটি রাজ্য ও অঞ্চল সমান মর্যাদা পায়। সেই ভাবনারই প্রতিফলন আজকের এই শুভ দিনে। ৭ রাজ্য ও ২ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা দিবস কেবল ইতিহাসের এক দিন নয়, এটি ভারতের একতার উসব, সংস্কৃতির মিলনমেলা। রাষ্ট্রপতির বার্তা তাই আজ শুধু শুভেচ্ছা নয়, এটি এক স্মারক-যা ভবিষ্যতের পথ দেখায়। উন্নয়নের পথে, গণতন্ত্রের মর্মে, সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে ভারত যেন আরও অগ্রসর হয়-এই কামনাই আজ প্রতিটি ভারতবাসীর। আজকের দিনটি তাই মনে করিয়ে দেয়, ভারতের শক্তি তার বৈচিত্র্যে। এক রাজ্যের ভাষা আলাদা, অন্য রাজ্যের পোশাক, রীতি, ধর্ম, খাদ্য, কিন্তু তাদের সবাইকে একসূত্রে বাঁধে দেশপ্রেমের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা সেই বন্ধনকেই আরও দৃঢ় করে তুলল, আরও উজ্জ্বল করে তুলল ভারতের ঐক্যের পরিচয়।

একমাত্র এনডিএ-ই বিহারের উন্নয়ন আনতে পারে ঃনীতীশ কুমার

পাটনা, ১ নভেম্বর ঃ একমাত্র এনডিএ-ই বিহারের প্রকৃত উন্নয়ন আনতে পারে। জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শনিবার সকালে এক ভিডিও বার্তায় বিহারের জনগণের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, আপনারা ২০০৫ সাল থেকে আমাকে বিহারের জনগণের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন বিহারী বলাকে অপমান হিসেবে বিবেচনা করা হত। তারপর থেকে, আমরা সম্পূর্ণ সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে আপনাদের সেবা করেছি।মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আরও বলেন, হিন্দু, মুসলিম, উচ্চবর্ণ, অনগ্রসর জাতি, অত্যন্ত অনগ্রসর জাতি, দলিত এবং মহাদলিত যাই হোক না কেন, সকলের জন্য কাজ করা হয়েছে। আমি আমার পরিবারের জন্য কিছুই করিনি। এখন, বিহারী বলা অপমান নয়, বরং সম্মানের। বিহারের উন্নয়ন কেবল এনডিএই আনতে পারে। কেন্দ্র এবং রাজ্য

নতুন যুগের সূচনা, কেরলকে চরম দারিদ্র্যমুক্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের

তিরুবনন্তপুরম, ১ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ ভারতের গর্ব কেরল আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন শনিবার ঘোষণা করন, কেরল এখন দেশের প্রথম রাজ্য, যেখানে চরম দারিদ্র্যের অবসান ঘটেছে। তাঁর ভাষায়, কেরল পিরাভির এই দিনটি ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে, কারণ আজ আমরা এমন এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি যেখানে রাজ্যের কেউ আর চরম দারিদ্র্যের শিকার নন। এটি শুধু সরকারের সাফল্য নয়, এটি সমগ্র কেরলবাসীর ঐক্য ও সহযোগিতার ফসল। কেরল পিরাভির দিন অর্থা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে তিরুবনন্তপুরমের বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, এখনকার কেরল পিরাভি ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করেছে। এই বিধানসভা বহু ঐতিহাসিক আইন ও নীতির সাক্ষী হয়েছে, কিন্তু আজকের এই ঘোষণা তার মধ্যেও অন্যতম।কেরলের দারিদ্র্যমুক্তির এই সাফল্য অর্জন করতে সরকারের পথচলা সহজ ছিল না। ২০২১ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই ঘোষণা করেছিলেন-রাজ্য থেকে ' দারিদ্র্য' সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি রূপ পেল আজকের এই সাফল্যে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কেরল হবে দারিদ্র্যমুক্ত। এটি ছিল আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম অঙ্গ। আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমরা সেই লক্ষ্য পূরণ করেছি।কেরল সরকারের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় ৬৪,০০০ পরিবারকে ' দারিদ্র্যপীড়িত' তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এই পরিবারগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ' কেরালা মিশন'-এর অধীনে গৃহীত প্রকল্পগুলির মধ্যে ছিল-আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আর্থিক সহায়তা। প্রতিটি পরিবারকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য পৃথক ' প্ল্যান' তৈরি করা হয়। প্রশাসনিকভাবে প্রতিটি জেলার কালেক্টর এবং স্থানীয় স্বশাসন সংস্থা একযোগে কাজ করে এই উদ্যোগ সফল করেছে।খ্যমন্ত্রী বিজয়ন বলেন, আমাদের লক্ষ্য কেবল অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দূর করা নয়, বরং সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। দারিদ্র্য কখনও কেবল আয়ের অভাবে হয না এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুযোগের অভাবেও জন্ম নেয়। সেই কারণেই আমরা এই লড়াইকে সামগ্রিকভাবে লড়েছি।কেরল দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অন্যতম উন্নত রাজ্য হিসেবে পরিচিত। উচ্চ সাক্ষরতার হার, শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থা, এবং মানব উন্নয়নের সূচকে কেরলের অবস্থান সবসময় শীর্ষে। তবে এই সাফল্যের মাঝেও কিছু পরিবার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। সেই পরিস্থিতি পাল্টাতে সরকার গত চার বছরে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে। ' মিশন'-এর আওতায় লক্ষাধিক পরিবার পেয়েছে নতুন বাড়ি, ' প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের হাতে পৌঁছেছে আত্মনির্ভরতার সুযোগ, আর ' ভারত-কেরল হেলথ মডেল'-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের কাছেও।ভ্রবিজয়ন বলেন, কেরল মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট আজ সারা বিশ্বের সামনে উদাহরণ। আমাদের এই সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে, যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক ন্যায়বোধ একসঙ্গে কাজ করে, তবে কোনও লক্ষ্যই অসম্ভব নয়।এই ঐতিহাসিক ঘোষণা ঘিরে বিধানসভায় তৈরি হয় উৎসবের আবহ। বিধায়করা করতালিতে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। রাজ্যের নানা প্রান্তে স্থানীয় প্রশাসন এবং নাগরিকরা এই সাফল্য উদযাপন করেন। কেরল পিরাভির দিনটিকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে ঐতিহ্যের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে রাজ্যের উন্নয়নের কাহিনি।অর্থনীতিবিদদের মতে, কেরলের এই সাফল্য শুধুমাত্র রাজ্যের নয়, এটি সমগ্র ভারতের জন্য এক মাইলফলক। কারণ, একটি রাজ্য প্রশাসন যেভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে, সমন্বিতভাবে কাজ করে এবং শেষ পর্যন্ত ফলাফল আনতে সক্ষম হয়েছে, তা উন্নয়ন নীতির ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, কেরলের মানবিক উন্নয়ন মডেল অন্য রাজ্যগুলির কাছে অনুপ্রেরণা হতে পারে।ভ্রকেরল পিরাভি দিবস কেবল একটি সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, এটি রাজ্যের গর্বের প্রতীক। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছিল কেরল। সেই থেকে প্রতি বছর এই দিনটি রাজ্যের মানুষ উদযাপন করে নিজেদের ঐতিহ্য, ভাষা এবং সংস্কৃতিকে স্মরণ করে। এবারের দিনটি তবে বিশেষ হয়ে রইল-কারণ এটি শুধু ইতিহাস নয়, সাফল্যেরও দিন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেরলের উন্নয়ন কাহিনি এখনই শেষ নয়। আমরা চাই, আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ যেন মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারে, যেন কেউ পিছিয়ে না থাকে। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হবে অসমতা কমানো, এবং টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া।কেরলের এই ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এক্স-এ কেরল সরকার ও জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, কেরলের এই সাফল্য ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত।বিপক্ষের নেতারাও এই সাফল্যকে স্বীকার করেছেন। কংগ্রেস নেতা ভি.ডি. সতীশন বলেন, কেরলের মানুষ আজ সত্যিই গর্বিত। যদিও আরও কাজ বাকি আছে, তবুও এই সাফল্য আমাদের সবার।অন্যদিকে, সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদরা মনে করছেন, কেরলের এই উদ্যোগ অন্য রাজ্যগুলিকেও অনুপ্রাণিত করবে। বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য ভারতের দারিদ্র্যপ্রবণ রাজ্যগুলি যদি কেরলের মডেল অনুসরণ করে, তবে দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্য হ্রাসে তা বড় ভূমিকা রাখবে।ভ্রতিরুবনন্তপুরমের রাস্তায় আজ ছিল আনন্দ-উল্লাসের চিত্র। সরকারি ভবনগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শিশুদের হাতে ছোট পতাকা, বিদ্যালয়ে গান, নাচ ও নাটকের মাধ্যমে কেরল পিরাভি উদযাপন-সব মিলিয়ে আজ যেন উৎসবের দিন।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির শুভেচ্ছা বার্তার পাশাপাশি, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও কেরলের মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেরলবাসীর কাছে এটি কেবল এক দিনের উদযাপন নয়, বরং এক দীর্ঘ সংগ্রামের সফল পরিণতি।াজকের কেরল তাই এক নতুন ইতিহাস লিখল-একটি রাজ্য, যা উন্নয়ন ও মানবিকতার সমন্বয়ে গড়ে তুলেছে নিজস্ব পথচলা। পিনারাই বিজয়নের কথায়, এটি কেবল সরকারের নয়, প্রতিটি কেরলবাসীর বিজয়।নতুন যুগের সূচনা ঘটল আজ-এক এমন যুগের, যেখানে দারিদ্র্য নয়, সম্মান, শিক্ষা, স্বাবলম্বন ও সমতা হবে কেরলের পরিচয়।

অগ্রগতির নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে ছত্তিশগড়ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে ছত্তিশগড়। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, সংস্কৃতির ঐতিহ্য আর পরিশ্রমী মানুষের একাত্ম প্রচেষ্টায় গড়ে উঠছে নতুন এক স্বপ্নরাজ্য। আর সেই অগ্রগতির যাত্রাকে কুর্নিশ জানালেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত এই রাজ্য আজ অগ্রগতির নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে।এক্স (X) প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, ছত্তিশগড়ের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমার সকল ভাই ও বোনদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই রাজ্য এখন অগ্রগতির নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, নকশালবাদ দ্বারা প্রভাবিত অনেক এলাকা এখন উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছে। আমি নিশ্চিত, ছত্তিশগড়ের পরিশ্রমী ও দক্ষ জনগণের নিষ্ঠা এবং উদ্যোগের মাধ্যমে, আমাদের এই রাজ্য বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা ছত্তিশগড়ের মানুষের মনে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে। ২০০০ সালে মধ্যপ্রদেশ থেকে পৃথক হয়ে ছত্তিশগড় যখন স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন থেকেই রাজ্যের উন্নয়নের যাত্রা শুরু। প্রথমদিকে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা এই রাজ্য ধীরে ধীরে নিজের গতি খুঁজে পেয়েছে। আজ দুই দশক পেরিয়ে ছত্তিশগড় নিজেকে প্রমাণ করেছে এক সম্ভাবনাময় রাজ্য হিসেবে।বছরের পর বছর ধরে ছত্তিশগড়ের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে তার কৃষি ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি। ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এই রাজ্য আজ ' ধানের ভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্যটি লোহা, কয়লা, বক্সাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের মাধ্যমে ভারতের শিল্পশক্তিতে বড় অবদান রাখছে। তবুও এই উন্নয়নের গল্পের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সময় নকশালবাদ।ভ্রছত্তিশগড়ের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে নকশাল প্রভাব বহু বছর ধরে রাজ্যের উন্নয়নের পথে কাঁটা হয়ে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগ, এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় আজ সেই নকশালপ্রভাবিত এলাকাগুলিও পরিবর্তনের পথে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে সেই পরিবর্তনের প্রতিফলন স্পষ্ট- নকশালপ্রভাবিত অঞ্চলগুলো এখন উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আসছে।রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক সংস্কার, এবং ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আজ ছত্তিশগড় এক নতুন দিশা পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বারবার উল্লেখ করেছেন ' ভারত'-এর স্বপ্ন- একটি আধুনিক, আত্মনির্ভর ও প্রযুক্তিনির্ভর ভারত, যেখানে প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব অবদান থাকবে। তাঁর মতে, ছত্তিশগড়ের জনগণের পরিশ্রম, উদ্যোগ এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সেই বিকশিত ভারতের ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।ছত্তিশগড়ের মানুষও এদিন নিজেদের রাজ্য দিবস উদযাপনে মেতে ওঠেন নানা অনুষ্ঠানে। রাজ্যের রাজধানী রায়পুর, বিলাসপুর, দান্তেওয়াড়া, জগদলপুরসহ নানা জেলায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং নাগরিক সম্মাননা। মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীসভা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতাদর্শ- উন্নয়নই হল প্রকৃত উসব, আর মানুষের অংশগ্রহণই তার প্রাণশক্তি।প্রধানমন্ত্রী মোদীর শুভেচ্ছাবার্তার পর রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে আলোচনা। অনেকেই বলছেন, ছত্তিশগড়ের মতো তুলনামূলকভাবে নবীন রাজ্য যে আজ সারা দেশের উন্নয়নের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে, সেটি নিঃসন্দেহে এক গর্বের বিষয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ, পর্যটন সম্ভাবনা এবং দক্ষ মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে আগামী দশকে ছত্তিশগড় আরও এগিয়ে যেতে পারে।ভ্রএকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ছত্তিশগড়ের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন, তা আসলে রাজ্যের সাফল্যের সরকারি স্বীকৃতি। পাশাপাশি এটি এক ধরণের উসাহও- যাতে আগামী দিনে উন্নয়নের গতি আরও বাড়ে।ভ্ররাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। কৃষক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, উদ্যোক্তা- সবাই বলছেন, এই শুভেচ্ছা তাঁদের জন্য এক অনুপ্রেরণা। রাযপুরের এক তরুণ উদ্যোক্তা জানান, প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন আমরা বিকশিত ভারতের স্বপ্নে ভূমিকা রাখব, তখন তা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। কারণ, সত্যিই আজ রাজ্যে সুযোগের অভাব নেই, শুধু সঠিক পরিকল্পনা আর শ্রম দরকার।আজ থেকে ২৫ বছর আগে যে রাজ্য এক নবজাত শিশুর মতো ছিল, আজ সে রাজ্য নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ভারতের উন্নয়নযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি- সব ক্ষেত্রেই ছত্তিশগড় এগিয়ে চলেছে। পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ, বনসম্পদের সুরক্ষা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে রাজ্য সরকারের বিশেষ পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তায় তাই শুধু শুভেচ্ছা নয়, রয়েছে এক দিশা, এক বার্তা- উন্নয়নই ছত্তিশগড়ের নতুন পরিচয়। ২৫ বছরের এই যাত্রায় রাজ্যের জনগণ যেভাবে প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন, তা সত্যিই অনুকরণীয়। আর সেই কারণেই আজ তিনি গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন- অগ্রগতির নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে ছত্তিশগড়।এই বার্তা শুধু ছত্তিশগড়ের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জন্যও এক প্রেরণা। কারণ, ভারতের প্রতিটি রাজ্যই যদি নিজের স্বতন্ত্র শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে আসে, তবে সেই বিকশিত ভারত গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন আর দূরের নয়। ছত্তিশগড়ের এই সাফল্য তাই এক রাজ্যের নয়, গোটা ভারতের উন্নয়নের প্রতীক।প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথার প্রতিধ্বনি আজ প্রতিটি ছত্তিশগড়বাসীর হৃদয়ে- উন্নয়নের উৎসব চলবেই, কারণ এটাই নতুন ভারতের স্বপ্নযাত্রা।

কার্তিক মেলা চলাকালীন ৩টি এক্সপ্রেস ট্রেনের অতিরিক্ত বিরতি

কলকাতা, ১ নভেম্বর, ঃ রেল কর্তৃপক্ষ কার্তিক মেলা চলাকালীন উত্তর রেলওয়ের গড়মুক্তেশ্বর এবং বালাওয়ালি স্টেশনে ০২ মিনিটের জন্য নিম্নলিখিত ৩টি এক্সপ্রেস ট্রেনের অস্থায়ী বিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ১৪০০৩ মালদা টাউন - নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস ০৩.১১.২০২৫ থেকে ০৬.১১.২০২৫ সময়কালে গড়মুক্তেশ্বর স্টেশনে দুপুর ১২ঃ২০ মিনিটে থামবে। ১৩১৫১ কলকাতা - জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস ০৪.১১.২০২৫ থেকে ০৫.১১.২০২৫ সময়কালে রাত ১১ঃ ৫১ মিনিটে বালাওয়ালি স্টেশনে থামবে। ১৩১৫২ জম্মু তাওয়াই - কলকাতা এক্সপ্রেস ০৭ঃ০০ মিনিটে বালাওয়ালি স্টেশনে থামবে। ০৪.১১.২০২৫ থেকে ০৫.১১.২০২৫ সময়কালে।

রাশিফল

মেষঃরাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে চলেছে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। জীবনে কিছু অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা থাকতে পারে, যা মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এই সময়ে ইতিবাচক
বৃষঃ আপনার বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে- কোনো ফয়সালা করার আগে একটি সাম্যঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখুন।
মিথুনঃ মিথুন রাশির বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো খুবই আনঃদদাযক হবে। যোগাযোগের এই ধারাবাহিকতায় একে অপরের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি বুঝতে সক্ষম হবেন, যা পারস্পরিক সম্পর্কে আরও মধুরতা আনবে।
কর্কট রাশি ঃকর্কট রাশির জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে চলেছে। চারপাশের পরিবেশে অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন, যা মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন
সিংহঃ কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব আপনার দিনের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করবে- আপনি দেখবেন আপনি অন্যদের জন্য বেশি কাজ করছেন, নিজের জন্য কম। ।
কন্যা ঃকন্যা রাশির জন্য দিন মিশ্র প্রভাব বয়ে আনবে। মনে হতে পারে যে, চারপাশে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। এই সময় অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ বাহ্যিক পরিস্থিতি কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সম্পর্কে অস্বাভাবিক অশান্তি হতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।
তুলাঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্য আর্থিক ঝঞ্ঝাটকে সহজ করে দেবে।
বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচকতা বয়ে আনবে। চারপাশের পরিবেশ আনন্দময় হবে। সমাজ এবং পরিবারে সম্মান এবং প্রতিপত্তি অনুভব করবেন। ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি অন্যদের প্রতি ইতিবাচক সংযুক্তিও প্রতিফলিত করবে, যা বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
ধনুঃ আনঃদদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ হবে।
মকরঃ মকর রাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি কঠিন দিন হবে। এই সময়টি ইঙ্গিত দেয় যে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে। বিবাহের যোগ
কুম্ভঃ আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে।
মীনঃ আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্বুদের মতো সবই ভিত্তিহীন যা সাহসের প্রথম স্পর্শেই ধসে গেছে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। আপনার ঘরে ঐক্য আনতে

আবহাওয়া

ঝড় না হলেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার মৃদু প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। বৃষ্টি হয়েছে আরও একাধিক জেলায়। এ দিন, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই মুখ ভার আকাশের, ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে ঝড় না হলেও, ঘূর্ণিঝড়ের সামান্য প্রভাব দেখা গিয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় বজ্রপাত এবং ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৫মিনিটে।

কলকাতার 'রান ফর ইউনিটি'তে একসঙ্গে হাঁটলেন না শুভেন্দু-শমীক-সুকান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সারা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 'রান ফর ইউনিটি'। ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই দৌড়ে সামিল হয়েছে দেশের সব প্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে আজ কলকাতাতেও অনুষ্ঠিত হলো ঐক্যের দৌড়। কিন্তু এই 'ঐক্যের প্রতীক' কর্মসূচিতেই দেখা গেল গেরুয়া শিবিরের অন্দরকলহের ছাপ। কলকাতায় একসঙ্গে দৌড়ালেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, কিন্তু অনুপস্থিত রইলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির এই বৃহৎ কর্মসূচি দলীয় ঐক্যের বার্তা দেওয়ার এক সুযোগ ছিল। কিন্তু শুভেন্দুর অনুপস্থিতি সেই বার্তায় যেন ফাটল ধরাল। কলকাতার রাস্তায় যেখানে রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাশাপাশি পা মেলালেন, সেখানে শুভেন্দু একই কর্মসূচি পালন করলেন নিজের জেলা কাঁথিতে। সকাল থেকেই সেখানকার বিজেপি কর্মীদের নিয়ে তিনি 'রান ফর ইউনিটি'-তে অংশ নেন। অর্থাৎ, একই দিনে, একই উদ্দেশ্যে হলেও, তিন শীর্ষ নেতার অবস্থান হলো তিন ভিন্ন মঞ্চে। এই অনুপস্থিতিকে ঘিরেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। দলের

একাংশের দাবি, তিন নেতাকে একসঙ্গে দৌড়তে দেখা গেলে রাজ্যজুড়ে বিজেপির কর্মীদের মধ্যে ঐক্যের বার্তা যেত। কিন্তু শুভেন্দুর কাঁথিতে থাকা সেই প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এ কি কৌশলগত বিভাজন, না কি প্রকৃতই অন্দরমহলের অসন্তোষের প্রতিফলন? এদিকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য ঘিরেও তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। বৃহস্পতিবার তিনি প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, বাম ও অতিবাম ভোটারদের; তৃণমূল বিরোধী শক্তি হিসেবে; বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য। তাঁর সেই মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় হয় রাজনৈতিক মহলে। শমীকের বক্তব্যের পক্ষে এবার সুর মিলিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। তাঁর সাফ কথা, 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে সব শক্তিকে একজোট হতে হবে। রাজ্য সভাপতি বামেদের আহ্বান জানিয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপির এই বার্তাই স্পষ্ট করছে; তৃণমূল বিরোধিতায় এখন গেরুয়া শিবির বামদেরও পাশে টানতে মরিয়া। একদা পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শ আজ একে অপরের প্রয়োজনে হাত মেলাতে চাইছে। বাংলার রাজনীতিতে এই 'রাম-বাম' আঁতাতের ইঙ্গিত নতুন কিছু নয়, তবে এবার তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি পাওয়া গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে। শুক্রবার সকালে মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির পুরনো রাজ্য দপ্তর থেকে এই দৌড়ের সূচনা হয়। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সিনহা, রাজকমল পাঠক, সজল ঘোষ ও তমোঘ্ন ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে একঝাঁক যুব মোর্চা কর্মী দৌড় শুরু করেন শহরের রাস্তায়। গেরুয়া পতাকা হাতে, ঐক্যের স্লোগানে মুখরিত হয় সকালবেলা। তবে অন্যদিকে কাঁথিতেও শুভেন্দুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় সমান উৎসাহী কর্মসূচি। নিজের জেলাতেই তিনি 'রান ফর ইউনিটি'-তে অংশ নেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা ও ব্লক স্তরের বহু বিজেপি কর্মী। এই দুটি কর্মসূচির দৃশ্যই যেন প্রতিফলিত করল, বাংলায় বিজেপির নেতৃত্ব এখন ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে চলছে। আসানসোলে এই দৌড়ে অংশ নিয়েছেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালও। তিনি বলেন, 'ঐক্যের বার্তাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সর্দার প্যাটেল ছিলেন ভারতকে এক সূত্রে বাঁধার প্রতীক। আমরা তাঁর আদর্শেই অনুপ্রাণিত।' যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একসঙ্গে অনুপস্থিতি বার্তাকে কিছুটা ধোঁয়াশায় ঢেকে দিয়েছে। তারা মনে করছেন, রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজেপির অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য যদি এইভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ পায়, তাহলে কর্মীস্তরে বিভ্রান্তি ছড়াবে। তবু রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, কোনও বিভাজন নেই। দলের প্রত্যেক নেতা নিজ নিজ এলাকায় কর্মসূচি পালন করেছেন; এটাই ছিল পরিকল্পনা। তাঁদের কথায়, 'ঐক্যের দৌড় মানে শুধু একসঙ্গে দৌড়ানো নয়, একই আদর্শে এগিয়ে চলা।' কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব তাতে সন্তুষ্ট নয়। তাদের কটাক্ষ, 'যে দলে নেতা-নেত্রীরাই একসঙ্গে হাঁটতে পারেন না, তারা রাজ্যকে ঐক্যের পাঠ পড়াবে?'

মিড ডে মিলের রাধুনি পরিবর্তন নিয়ে সমস্যায় স্কুলে দীর্ঘ ক্ষন তালাবন্দী টিচার্জ ইনচার্জ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর মিড ডে মিলের রাধুনি পরিবর্তন নিয়ে সমস্যায় জয়নগরে।কয়েক ঘন্টা স্কুলে তালা বন্দি করে রাখা হলো টিচার্জ ইনচার্জ সহ তিন জন শিক্ষককে।আর এই ঘটনা কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো।জানা যায় জয়নগর চক্রের অধীন জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার অধীন মনিরতট মনিপুকুর এফ পি স্কুলে দীর্ঘ দিন ধরে চারজন স্থানীয় মহিলা স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য মিড ডে মিলের রান্না করে আসছে।শুক্রবার আচমকা তাদের পরিবর্তন করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্য মহিলাদের দিয়ে মিড ডে মিলের রান্না করায় স্কুলের ভি সি সি কমিটির সদস্যরা।এদিন স্কুলের টিচার ইনচার্জের নিষেধ সত্বেও ভিসিসি কমিটির সভাপতি নিজে দাঁড়িয়ে এই কাজ করায় বলে অভিযোগ।আর তাই নিয়ে একটা বাগ বিতন্ডার সৃষ্টি হয়।এ ব্যাপারে স্কুলের টিচার ইনচার্জ চন্দন জানা বলেন,ভিসিসি কমিটির পক্ষ থেকে রাধুনি পরিবর্তন করতে চায়,আমি বলেছিলাম সরকারি নিয়মে আমি চেঞ্জ করতে পারি না।পুরোটাই বিডিও ও জেলার হাতে থাকে।কিন্তু কমিটির সভাপতি এসব মানতে নারাজ।তারা নিয়মের বাইরে গিয়ে এসব কাজ করতে বলে আমাকে। আমি বাধা দিলে আমাকে ও আমার দুজন সহ শিক্ষককে স্কুল ঘরে তালা দিয়ে ওরা আটকে রাখে।আমি এ ব্যাপারে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে সমস্ত বিষয়টি জানিয়েছি।পরে বকুলতলা থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে।এই স্কুলে বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা ২৩৫ জন।এ ব্যাপারে ভিসিসি কমিটির সভাপতি গোপাল ভান্ডারী তাদের বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।এব্যাপারে জয়নগর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, সরকারি নিয়মের বাইরে গিয়ে টিচার্জ ইনচার্জ কিছু করতে পারে না।আর ঐ কমিটির তরফে মিড ডে মিলের রাধুনি পরিবর্তন করা হয় জোর করে বলে আমার কাছে অভিযোগ আসে।আমি পুরো ব্যাপারটি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং ব্লকের মিড ডে মিলের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক অনিন্দ্য ঘোষ বলেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই ভাবে কোনো রাধুনি পরিবর্তন করা যায় না।তবে এদিনের এই সংক্রান্ত বিষয়ে কি ঘটেছিলো তা জেনে দেখছি।জয়নগর দু নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সাহা পুরো বিষয়টি জেনে তদন্তের আশ্বাস দেন।

ডিম খাওয়াকে কেন্দ্র করে যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল বন্ধুর বিরুদ্ধে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ঘটনাটি হুগলির কামারপুকুরের। কামারপুকুর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে খুনের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজু মাইতি নামে অভিযুক্তকে আটক করেছে গোঘাট থানার পুলিশ। জগদ্ধাত্রী পুজোর নিরঞ্জন উপলক্ষে ক্লাবে চলছিল খাওয়াদাওয়া। সেইসময় তিনটি ডিম খেয়ে নেন এক যুবক। তা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে বচসা বাধে। আর সেই বচসা থেকে যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বন্ধুর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম রামচন্দ্র ঘোষাল। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে কামারপুকুরের লাহাবাজারে একটি ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর নিরঞ্জন ছিল। রাতে নিরঞ্জনের পর ক্লাবের সামনে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ছিল। সেখানে অন্যদের রাখা তিনটি ডিম খেয়ে নিয়েছিলেন রামচন্দ্র। তার পরই রামচন্দ্রের সঙ্গে কয়েকজনের বচসা হয়। খাওয়াদাওয়া শেষে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় ফের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, বচসার সময় রাজু মাইতি প্রতিবন্ধী একজনের ক্রাচ নিয়ে রামচন্দ্রের ঘাড়ে আঘাত করেন ও তাঁকে মারতে মারতে কামারপুকুরে শ্রীধাম প্রতীক্ষালয়ে নিয়ে আসেন। স্থানীয় লোকজন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। উদ্ধার করে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। মৃত রামচন্দ্রের বাবা তারক ঘোষাল বলেন, ক্লাবের ছেলেরা কোনও পদক্ষেপ করেনি। মারা যাওয়ার পর আমাকে ডাকতে এসেছে। আমার ছেলেকে যারা মেরেছে, তাদের যেন ফাঁসি হয়। সামনেই আমার মেয়ের বিয়ে। এখন মেয়ের বিয়ে কী করে দেব? ছেলের কয়েক বছর আগেই বিয়ে হয়েছে। ক্লাবের সম্পাদক আশিস দে বলছেন, সবাই খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তারপর এই ঘটনা ঘটেছে। কী ঘটেছে, তাঁরা জানেন না। এদিকে যেখানে বচসা চলছিল, তার কয়েক মিটারের মধ্যে রয়েছে পুলিশ ফাঁড়ি। কয়েক মাস আগেই হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার ২৪ ঘণ্টা নজরদারির জন্য একাধিক সিসিক্যামেরার উদ্বোধন করেন। একদিকে সেই ক্যামেরার সামনে অন্যদিকে কয়েক মিটারের মধ্যে পুলিশ ফাঁড়ি ও শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ, তারপরও এই ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও ঘটনার পর এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।

নজরুল মঞ্চে উত্তপ্ত পরিস্থিতি, প্রশিক্ষণ ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছে বিএলওরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ রাজ্যে এসআইআর কার্যকর হওয়ার সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হয়েছে ব্লক লেভেল অফিসার বা বিএলওদের প্রশিক্ষণ পর্ব। কিন্তু ভোট প্রস্তুতির এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ঘিরেই এখন অশান্তির আবহ রাজ্যজুড়ে। কলকাতা থেকে শুরু করে দুর্গাপুর; একাধিক জেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিএলওদের একাধিক দাবিদাওয়াকে ঘিরে। বিশেষত শিক্ষক বিএলওদের ক্ষোভ এখন তুঙ্গে। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসন তাঁদের কাজের মর্যাদা দিচ্ছে না, বরং দায়িত্ব পালন করতে গিয়েও তঅনুপস্থিতদ হিসেবে চিহ্নিত করার হুমকি দিচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নজরুল মঞ্চে শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে চলছিল বিএলও প্রশিক্ষণ। জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে শিক্ষকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সকাল গড়াতেই অভিযোগের ঝড় উঠতে থাকে। একাধিক বিএলও অভিযোগ করেন, প্রশিক্ষণে উপস্থিতির কোনও প্রমাণপত্র দেওয়া হয়নি কমিশনের তরফে। ফলে স্কুলে ফিরে তাঁরা এই দিনটিকে সরকারি কাজে ব্যয় করেছেন তা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। এক শিক্ষিকার বক্তব্য, আজ যে ফর্ম দেওয়া হয়েছে, তাতে কোনও উল্লেখই নেই আমরা বিএলও প্রশিক্ষণে এসেছি। স্কুলে এই ফর্ম দেখিয়ে অনুপস্থিতি মাফ হবে না। আগের দিনগুলিতে স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল, আজ কেন দেওয়া হল না? অন্য এক শিক্ষক ক্ষোভে বলেন, 'আমরা দায়িত্ব নিতে রাজি, কিন্তু আমাদেরও মর্যাদা থাকা দরকার। কাজের প্রমাণপত্র ও নিরাপত্তা; এই দুই দাবি না মানলে আমরা কিভাবে কাজ করব?' প্রশিক্ষণ নিতে আসা বেশ কয়েকজন শিক্ষকেরই দাবি, কমিশন যেন লিখিতভাবে জানায় যে তাঁরা 'অন ডিউটি' আছেন, যাতে স্কুলে তাঁদের বিরুদ্ধে অনুপস্থিতির রিপোর্ট না যায়। অন্যদিকে, এই একই দিনে দুর্গাপুরের মহকুমাশাসকের দপ্তরেও উত্তেজনা ছড়ায়। সেখানে উপস্থিত বিএলওরা একযোগে প্রতিবাদ জানান। তাঁদেরও অভিযোগ, প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও প্রমাণপত্র কোনওটাই দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি কেউ কেউ জানাচ্ছেন, অনেক ব্লকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভিড় এতটাই বেশি যে বসার জায়গাও মিলছে না, ফলে প্রশিক্ষণের পরিবেশ নেই বললেই চলে। ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ চলবে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শত শত বিএলও অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু প্রশিক্ষণের গুণগত মানের পাশাপাশি প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিএলওদের একাংশ বলছেন, 'আমরা প্রশাসনের কাজ করতে এসেছি, কিন্তু প্রশাসনেরই ব্যবস্থাপনা এত দুর্বল যে কাজ করাটা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে নিরাপত্তা। বহু বিএলও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, মাঠে কাজের সময় তাঁদের নিরাপত্তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। নির্বাচনকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী যেমন থাকে, প্রশিক্ষণ পর্বেও তেমন নিরাপত্তা চেয়েছেন তাঁরা। এই দাবিও জানিয়েছে বিএলও সংগঠনের প্রতিনিধি দল। তাঁদের বক্তব্য, প্রশিক্ষণ চলাকালীন বা পরে মাঠে দায়িত্ব পালনের সময় নানা হুমকি ও চাপের মুখে পড়তে হয়। তাই শুধু রাজ্য পুলিশের ভরসায় তাঁরা কাজ করতে রাজি নন। তবে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএলওদের কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার দাবি খারিজ করা হয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, প্রশিক্ষণ চলাকালীন নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানে সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, বড় বুথগুলিতে দুটি বিএলও নিয়োগের দাবিও আপাতত মেনে নেওয়া হয়নি। ফলে একাধিক দায়িত্ব একসঙ্গে সামলাতে হবে একই কর্মীকে। নজরুল মঞ্চের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, প্রশিক্ষণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। প্রশিক্ষণকক্ষে প্রবল শোরগোল, প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান বহু বিএলও। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পরে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়, 'সমস্ত দাবি শোনা হচ্ছে। তবে প্রশিক্ষণ স্থগিত রাখা সম্ভব নয়।' শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশ যদিও ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে, তাঁদের দাবি না মানলে প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকলেও দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবেন অনেকেই। তাদের মতে, তআমরা প্রশাসনের অংশ, অপরাধী নই যে আমাদের উপস্থিতি প্রমাণ করতে হবে। আমাদের 'অন ডিউটি' মর্যাদা দিতে হবে, নইলে এই ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাব।' রাজ্যে ভোটের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে এসআইআর (স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন) শুরু হওয়ার পর থেকেই নির্বাচন কমিশন চায় কাজ দ্রুত শেষ হোক। কিন্তু প্রশিক্ষণ ঘিরে এই অস্থিরতা সেই পরিকল্পনাতেই বড় ধাক্কা। বিএলওদের ক্ষোভ, স্কুল প্রশাসনের অনমনীয়তা, কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা; সব মিলিয়ে প্রস্তুতির শুরুর দিকেই ঘনাচ্ছে অনিশ্চয়তার মেঘ।

রানীগঞ্জের মিলে ফরচুন তেলের টিনে ভেজাল!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ আসানসোলের রানীগঞ্জে ফের ভেজাল তেল কাণ্ডে চাঞ্চল্য। শুক্রবার গভীর রাতে রানীগঞ্জের গির্জা পাড়ায় অবস্থিত এক তেল মিলে অভিযানে নেমে ১০২ টিন ফরচুন কোম্পানির নামে ভেজাল ভোজ্য তেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল ফরচুনের মূল সংস্থা আদানি উইলমার গ্রুপের লিগ্যাল সেল ও রানীগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে মিল মালিক পলাতক। জানা গিয়েছে, ফরচুন (আদানি উইলমার গ্রুপ) সংস্থার লিগ্যাল সেল শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানীগঞ্জ থানার পুলিশের সহায়তায় গির্জা পাড়ার মোদী ওয়েল মিল নামে একটি কারখানায় হানা দেয়। সেখানে কোম্পানির ফরচুন ব্র্যান্ডের নামাঙ্কিত টিনে স্থানীয় তেল ভরে বাজারজাত করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। অভিযানের সময় মিলে বিপুল পরিমাণে তেল ভর্তি টিন উদ্ধার হয়। মোট ১০২ টিন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তবে অভিযানের আগেই মিল মালিক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ফরচুন কোম্পানির লিগ্যাল সেলের আধিকারিকদের দাবি; 'দুটি আলাদা ফরচুন ব্র্যান্ডের টিন ব্যবহার করে তার মধ্যেই ভেজাল তেল ভরে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল। অনেকেই তা আসল ফরচুন তেল ভেবে ক্রয় করছিলেন। এটি সম্পূর্ণ বেআইনি ও গ্রাহক প্রতারণার শামিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রানীগঞ্জ থানা এলাকায় এর আগেও ভেজাল তেল সহ একাধিক কারবার ধরা পড়েছে, কিন্তু কয়েকদিন পরই আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ এখনো এই ধরনের নকল ও ক্ষতিকর তেল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। সাধারণ মানুষের দাবি পুলিশ ও প্রশাসন এই সব বিষয়ে নজর না দিলে আখেরে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ঘটনার তদন্তে নামানো হয়েছে ফরেনসিক টিম। উদ্ধারকৃত তেলের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্থানীয় পর্যায়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্র এই কাজে জড়িত থাকতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযান চালিয়ে তেল মিল থেকে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল তেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। রানীগঞ্জের গির্জা পাড়ায় ধৃত এই ঘটনার পর ফের উঠে এসেছে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। প্রশাসনের কড়া নজরদারি না বাড়ালে সাধারণ মানুষকে নকল ও বিষাক্ত তেলের ঝুঁকির মুখে পড়তে হবে বলেই মনে করছে স্থানীয়রা।

ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে ভয়ঙ্কর ঘটনা, মৃত ৯

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ধর্মের নামে বার বার এমন ঘটনা ঘটছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। তেমনই এক ঘটনা ঘটলো শুক্রবার সকলে অন্ধ্রপ্রদেশে। পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন একাধিক। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে উদ্ধারকারী দল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, একাদশীতে এদিন মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পুজো দিতে গিয়েছিলেন বহু ভক্ত। প্রবল ভিড়ের কারণে সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এরপরই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সেখানে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় ইতিমধ্যে শোক প্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের দফতর একটি বিবৃতিতে ঘটনার জন্য শোকপ্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে জানান হয়েছে, ভক্তদের প্রবল ভিড়ের কারণেই ঘটেছে এই ঘটনা। সূত্রের খবর, অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারা লোকেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছবেন। সূত্রের খবর, অন্ধ্রপ্রদেশের সরকারের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে যে, মন্দিরটি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হয়, ইনডাউনমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে নয়। পাশাপাশি আয়োজকরা সমাবেশের জন্য অনুমোদন নেননি এবং যেখানে ভক্তরা জড়ো হয়েছিলেন সেই এলাকা এখনও নির্মাণাধীন ছিল বলেই জানা গিয়েছে। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন যে তিনি এই ঘটনায় 'শোকাহত'। ''এটি খুবই মর্মান্তি যে ভক্তরা এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় মারা গিয়েছেন। আমি শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

কলকাতায় ডেঙ্গি বেড়েই চলেছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রতি বছরের মতো এই বছরও পুজোর পড়ে ডেঙ্গি বেড়েই চলেছে। সারা বাংলার তুলনায় কলকাতায় ডেঙ্গির প্রভাব অনেক বেশি। আতঙ্কিত মানুষেরা। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, ১৯ থেকে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে শহরে নতুন করে ৮৫ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। দুর্গাপুজোর পর থেকেই সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগ। এ বছর এখন পর্যন্ত মোট ১,০১৭ জন ডেঙ্গি রোগীর খবর পাওয়া গেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২৬ জন বেশি।

জগন্নাথ সরকারের মন্তব্যে তীব্র ক্ষোভ অভিষেকের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রানাঘাটের বিজেপি সাংসদের এক বিশেষ মন্তব্য নিয়ে উত্তাল বাংলার রাজনীতি। তিনি বৃহস্পতিবার বলেছেন, বিজেপি জিতলে বাংলা ও বাংলাদেশের কোনও সীমান্ত থাকবে না। আপাত দৃষ্টিতে মন্তব্যটা ভয়ঙ্কর। স্বভাবিক কারণেই এই মন্তব্যকে হাতছাড়া করতে রাজি না তৃণমূল। সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সাংসদকে সাসপেন্ডের দাবি তুললেন তিনি। জানালেন, তা না করা হলে ধরে নিতে হবে শীর্ষ নেতৃত্বের সম্মতিতেই একথা বলেছেন বিজেপি সাংসদ। অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, বিজেপি দেশের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী হলে সাংসদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুক। জগন্নাথের মন্তব্যকে 'ভণ্ডামি' বলেছেন তিনি। জগন্নাথের ওই মন্তব্যকে বিঁধে অভিষেক সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার ঘোষণা করেছেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোনও সীমান্ত থাকবে না। দুই দেশ আবার এক হয়ে যাবে। অন্যদিকে, যে সীমান্ত বিজেপি সাংসদ মুছে ফেলার কথা বলছেন তা 'রক্ষা'র জন্য রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না বলে বিজেপি সরকার-সহ অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দোষারোপ করে চলেছেন। যদি বিজেপি সত্যিই দেশের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করে, তাহলে আমি অবিলম্বে ওই সাংসদকে বরখাস্ত করার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।' যদিও বিজেপি ইতিমধ্যে সাংসদ জগন্নাথের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তাঁর কথার অপব্যাখ্যা হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মাটিয়ারি বানপুরে বিজেপির এক সভা ছিল। সেই সভাতেই রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বক্তব্য রাখ তে গিয়ে কার্যত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন, 'কথা দিচ্ছি, এবারের ভোটে আমরা জিতলে বাংলাদেশের সঙ্গে আর কাঁটাতার রাখব না। আগেও এক ছিল দুই বাংলা, আবার এক হয়ে যাবে।' তাঁর আরও মন্তব্য, আর তৃণমূল জিতলেও কাঁটাতার আর থাকবে না। কিন্তু ওই দেশটা বাংলাদেশই থেকে যাবে।

বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আবারো ৮ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে খবর কেবল এবং বিয়ারিং এর কাজের রক্ষনা বেক্ষনের জন্য বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। আগামী ২ রা নভেম্বর (রবিবার) সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত যান চলা চল বন্ধ থাকবে বলে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়েছে। সেই সময়ে কোলাঘাট কিংবা ডানকুনির দিক কলকাতাগামী পণ্যবাহী গাড়ি নিবেদিতা সেতু দিয়ে যাবে। কলকাতার দিকে যাওয়ার জন্য নিবেদিতা সেতু এবং হাওড়ার ব্রিজ দিয়ে যাত্রীবাহী গাড়ি যাবে। কলকাতার দিক থেকে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর বদলে হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে যে গাড়ি গুলি যাবে সেগুলো জি টি রোড এবং আন্দুল রোড দিয়ে যাবে। হাওড়ার দিক থেকে কোলাঘাটগামী পণ্যবাহী গাড়ি আন্দুল রোড দিয়ে আলমপুর মোড় হয়ে যাবে।

মিটে গেলো কুনাল-দেব মান অভিমানের পর্ব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই মিটলো এই সমস্যা। শুরুটা সেই প্রজাপতি সিনেমা দিয়ে আর শেষ হয় রঘু ডাকাত দিয়ে। তা নিয়ে জল গড়িয়েছিল বহুদূর! পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয়, খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোন করে খবর নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দেবই আবার পিঠ চাপড়ে দিলেন কুণালের, হাতে তুলে দিলেন পুষ্পস্তবক, আর বললেন, 'খুব ভাল অভিনেতাখ' তাহলে কি সব মিটমাট? ভেনু, টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো। শুক্রবার সন্ধ্যায় সেখানে বসেছিল চাঁদের হাট। নেপথ্যে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেছিল সিনে ফেডারেশন। সেখানে হাজির ছিল 'দুই পৃথিবী'! জিৎ-দেব! সন্ধ্যার কিছু পরে সেই মঞ্চে আসেন কুণাল ঘোষ। জিৎ-দেব-কুণাল সবাই তখন এক মঞ্চে। সবাইকেই সম্বর্ধনা দিচ্ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। আর সেই পর্বেই দেব-কুণাল পাশাপাশি। কুণাল ঘোষের নাম ঘোষণা করেন অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, ' আমরা অনুরোধ করছি দেব কুণাল দা সংবর্ধনা দিক।' আর সে সময়েই দেবকে বলতে শোনা যায়, 'ভাল অভিনেতা কিন্তু, খুব ভাল অভিনেতা'। তারপর দেব এগিয়ে আসে। স্বরূপ বিশ্বাসের দিকে মুখ করে বুড়ো আঙুল (থাম্ব) দেখিয়ে রীতিমতো ইশারা করে বলেন, 'অভিনেতা, দারুণ অভিনয় করছেন।'

গনি খান চৌধুরীর ৯৯ তম জন্ম দিবস পালন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দান সংলগ্ন এলাকায় প্রয়াত গনি খান চৌধুরীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কাউন্সিলর শুভময় বসু, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ দাস সহ পৌর আধিকারিকরা। এদিন প্রয়াত সাংসদ এ.বি.এ. গণি খান চৌধুরীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন পথ চলতি মানুষেরাও। পরে ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, দল-মত নির্বিশেষে গনি খান চৌধুরীকে তার জন্মদিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ইংরেজ বাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে তার ৯৯ তম জন্ম দিবস পালন করা হয়।

সল্টলেকের পিচঢালা স্বপ্ন ভেঙে খানাখন্দ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সল্টলেক ঃ কলকাতা উপকণ্ঠের পরিকল্পিত আধুনিক উপনগরী, আজ রীতিমতো বিপর্যস্ত। মসৃণ রাস্তাঘাটের বদলে চোখে পড়ছে কেবল খানাখন্দে ভরা পিচঢালা রাস্তাগুলির ছিন্নবস্ত্র চেহারা। শহরের গর্ব সল্টলেক আজ যেন এক যন্ত্রণার নগরী; হেঁটে যাওয়া দুষ্কর, গাড়ি চালানো দুঃসাহসের নামান্তর। কবি শঙ্খ ঘোষের কলমে লেখা কোনো শোকগাথার মতোই এই শহরের রাস্তাগুলি এখন 'সমান'; সেক্টর ৩ হোক বা সেক্টর ৫, সর্বত্রই একই দুর্দশা। সড়ক থেকে গলির বাঁক ঘুরলেই চোখে পড়ছে খোঁড়াখুঁড়ির পরিত্যক্ত দাগ, উঠে যাওয়া পিচের টুকরো, ছোট-বড় গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জল। দূর থেকে তাকালে মনে হয়, কেউ যেন রাস্তার ওপর টুকরো টুকরো দ্বীপের মতো করে সুন্দরবনের মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন। গাড়ি উঠছে-নামছে ঝাঁকুনিতে, লাফিয়ে পড়ছে অ্যাম্বুল্যান্স, আর পথচারীরা প্রতিদিনই হোঁচট খাচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সল্টলেকের চেহারা যতই 'এলিট' হোক না কেন, সমস্যার চিত্র ততটাই ভয়াবহ। রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রাক্তন বিচারপতি, সরকারি আমলা, আই পি এস অফিসার; অনেকেই এই এলাকার বাসিন্দা। কিন্তু তাঁদের গলির রাস্তা দেখলে মনে হয়, শহরের 'মডেল টাউনশিপ'-এর মুখে াশ ফেটে পড়েছে ভিতরের পচন। মূল সড়কগুলো তুলনামূলকভাবে মসৃণ থাকলেও, একটু ভিতরে ঢুকলেই শুরু এবড়োখেবড়ো পথ। সেক্টর ৫-এর কলেজ মোড় থেকে আরএস সফটওয়্যার মোড় পর্যন্ত প্রায় কয়েকশো মিটার জুড়ে রয়েছে গর্তের সারি। কোথাও পিচের ছাল উঠেছে, কোথাও নুড়িপাথর উঁকি মারছে। স্থানীয়রা বলছেন, মেরামতির নাম করে পুরনিগম কেবল অ্খায়ে মলমদ লাগাচ্ছে, চিকিৎসা নয়। জিডি ব্লকের বাসিন্দা প্রবীণ নাগরিক এস লাহিড়ির কথায়, 'একদিকে গাড়ি পার্ক করা, অন্যদিকে রাস্তা ভাঙা; আমরা হাঁটব কোথা দিয়ে?' এফই ব্লকের এক টোটোচালক ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, 'এই রাস্তার জন্য টোটোর প্রতিদিনই কিছু না কিছু ক্ষতি হচ্ছে, অথচ কেউ খোঁজ নিচ্ছে না।' সেক্টর ৩-এর আশেপাশে হাসপাতাল, স্কুল, পার্ক, টেনিস অ্যাকাডেমি; সবই রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে ঝুঁকি। বৃষ্টির দিনে রাস্তা পিছল হয়ে যায়, বাইক উল্টে পড়ছে, অ্যাম্বুল্যান্স দুলছে রোগী নিয়ে। মণিপাল হাসপাতালের সামনের রাস্তায় এমন গর্ত যে, রোগীকে নিরাপদে ভিতরে নিয়ে যাওয়াই যেন চ্যালেঞ্জ। হাসপাতালের কর্মীরা বলছেন, 'আমাদের তো কিছু করার নেই, সাবধান থাকা ছাড়া উপায়ও নেই।' রাস্তার এই করুণ অবস্থার জন্য দায় স্বীকার করেছেন বিধাননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অনিতা মণ্ডল। তবে তিনি দায় চাপিয়েছেন প্রকৃতির উপর। তাঁর দাবি, 'প্রতি বছর পুজোর আগে প্যাচওয়ার্ক হয়। কিন্তু এ বার বৃষ্টির জন্য কাজ শুরু করা যায়নি। যতবার কাজের চেষ্টা হয়েছে, ততবারই বাধা এসেছে।' তিনি জানান, ডিপিআর তৈরি হয়েছে এবং আগামী মঙ্গলবারের পুরবোর্ড বৈঠকে রাস্তা মেরামতির প্রস্তাব উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে; শুধু বৃষ্টি হলেই কি রাস্তা ভাঙে? নিউ কেবি ব্লকের বাসিন্দা মন্টু খাঁড়া বলেন, 'পিচ উঠে গিয়ে ধুলো উড়ছে। বৃষ্টি না হলে রাস্তায় দাঁড়ানোই মুশকিল। পিচ এমনভাবে ঢালা হয় যে, কিছুদিনের মধ্যেই আবার রাস্তা করতে হয়। মনে হয়, বরাত দেওয়ার জন্যই এই কাজ।' অনেকের অভিযোগ, রাস্তাঘাটের বরাতে স্বজনপোষণ চলছে, টেকসই কাজ হচ্ছে না। অরণ্য ভবনের সামনে রাস্তা তুলনামূলক ভালো হলেও, এক জায়গায় এমন গর্ত যে, বাইকচালকরা এড়াতে গিয়ে জটলা তৈরি করছেন। করুণাময়ী থেকে উইপ্রো ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার একাংশ সারানো হলেও পাশের গলিগুলোর হাল আগের মতোই। বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'দুটো দিকই সারানোর কথা ছিল, কিন্তু একদিকে কাজ হয়েছে, অন্যদিকে কিছুই নয়।' ডেপুটি মেয়র অনিতা মণ্ডল অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন, 'দুর্যোগ কাটলেই রাস্তা সারাই শুরু হবে। বিটুমিনের প্রধান শত্রু জল, তাই এত বৃষ্টিতে রাস্তাগুলি নষ্ট হয়েছে। ফান্ডের কিছু সমস্যা আছে, তবে জনপরিষেবা থেমে থাকবে না।' তবে সমস্যা কেবল রাস্তার নয়, এর রাজনৈতিক প্রভাবও স্পষ্ট। বিধাননগর পুরনিগম তৃণমূলের দখলে, আর এখানকার বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। তথ্য বলছে, গত লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে ১১ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তিনি। এবার বিধানসভা ভোটের আগে যদি বাসিন্দাদের ক্ষোভ না কমে, তবে খানাখন্দে ভরা এই রাস্তাই হয়তো তাঁর রাজনীতির রাস্তায় বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

বিহারের নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফলের ইঙ্গিত দিলেন পি কে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পি কে নামটার সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত। আমরা জানি তিনি একজন ভোটকুশলি। কিন্তু এবার বিহারে তিনি একজন রাজনৈতিক। তাঁর দল 'জন সূরজ পার্টি' এবার বিহারে কতটা প্রভাব ফেলবে? ভোটের ফল প্রকাশের পড়ে কি এই দল অপরিহার্য হয়ে উঠবে সরকার গঠনের জন্য? বিহারে এবারেও কি ঘোড়া কেনা বেচা হবে? এমন বহু প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছিল তাঁর সামনে। প্রশান্ত কিশোর সাফ জানিয়েছেন, জন সূ রজ পার্টি ভোটের আগে যেমন অন্য কোনও দলের সঙ্গে জোট বাঁধেনি, ভোটের ফল প্রকাশের পরও জোট বাঁধবে না। প্রথমবার নির্বাচনে লড়বে পিকে-র দল জন সূরজ পার্টি। কত আসনে জিতবে তারা? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশান্ত কিশোর বলেন, 'আমি দুটো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। মানুষ জন সূরজকে বিকল্প হিসাবে দেখছে, কিন্তু ভোটদান হল বিশ্বাস।' তাঁর কথায়, জন সূরজ হয় ১০টির কম আসনে জিতবে নাহলে ১৫০টিরও বেশি আসন পাবে। জোট না বাধার সিদ্ধান্তে অনড় থাকছেন তিনি। নিজের মন্তব্যের আরও ব্যাখ্যা করে পিকে বলেন, 'ধরুন জন সূরজের ৩০ জন বিধায়ক রয়েছে এবং সরকার গঠনে ৩০ জন বিধায়কের প্রয়োজন, তাহলে কি বিধায়করা আমার কথা শুনবেন? তবে আমি সত্যনিষ্ঠ থাকব'। ঘোড়া কেনা-বেচা বিহারে চলেই, সে নিয়ে বিজেপিকে পরোক্ষে দুষে প্রশান্ত কিশোর বলেন, 'অমিত শাহের কাছ থেকেও লিখিত নিন যে এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, কোনও বিধায়কের উপরে চাপ সৃষ্টি বা তাঁকে কিনে নেওয়া হবে না। আপনারা আমাদের বলছেন যে বিক্রি হব কিনা, তাদের জিজ্ঞাসা করুন যারা কিনবেন।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২৮, সংখ্যা, রবিবার ১৬ কার্তিক ১৪৩২

পথের পাঁচালীর অপু -দুর্গা

ঠিক বিকেল সন্ধ্যের মাঝামাঝিই এলো পাখিটি। বলল, ও গোপাল, নিত্যদিন সংসারের ভোগরাগে বড্ড অরুচি হয়েছে বুঝি? তা যাও না চলে যাও নিশ্চিন্দিপুরে। অপু দুর্গার বাড়ির ভাঙা রোয়াক। ফাটলে ফাটলে বন বিছুটি আর কালমেঘের ঝোপ। তাদের ঘরের দোর জানালা ভাঙা। নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা। ওইখানে দু'টি স্বর্গের শিশু খেলে বেড়ায়। ওদের ছেঁড়া কাপড়ের কোঁচড় ভরে যায় পটলিদের বাগানের সিঁদুরকোটো আমগাছের তলায় পড়ে থাকা আমের কুসীতে। নুন তেল দিয়ে জারানো সেই একটু তুমি খেও। সে স্বাদে তোমার অরুচি কাটবে। একটু চাল ছোলা ভাজা আর দুটুকরো কচি শসা। তারপর বনবাদাড় ভেঙে ছুটছে ওরা। ওদের ডাগর চোখ, অযত্নের উড়ন্ত চুলে, ছেঁড়া আধময়লা কাপড়ে যে কী মায়া, তুমিও টানে টানে চলবেই ওদের পিছু পিছু। ওই শ্যাওড়া, ঘেঁটু বনে কালসুন্দের জঙ্গলে বনদেবী ওদের জন্য কত কী লুকিয়ে রাখেন। বনের মধ্যে নোনা গাছে পেকে থাকা নোনা ওরা আঁকুসি দিয়ে পাড়তে পারে মাত্র কয়েকটা। অত উঁচু ডাল নাগালে আসে না। ওটুকু ফলের অমৃত স্বাদ কী তৃপ্তি লিখে দেয় ওদের কচি মুখে, কী দেবে স্বর্গের নির্মল হাসি কথার গুঞ্জন ভরে রাখে কেমন বনের বাতাস। স্নেহময়ী দুর্গাদিদি কত যত্নে যে কলমী ফুলের নোলক পরিয়ে দেয় আদরের ভাইটিকে। দিব্য আনন্দে ভরে যায় বনস্থলী। এই নতুন স্বর্গলোকের ঘোর লাগিয়ে। ওদের চোখে আশ্চর্য আলো, নতুন জিভের আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা ছোঁবে ঠিক। ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁকে চলে যায় চিনিবাস ময়রা। লুব্ধ চোখের ওপর দিয়ে। চিনিবাসের বাঁকে থরে থরে সাজানো খাবারের একটিও ওরা ছুঁতে পারে না। দুর্গা যখন ছোট্ট ভাইটিকে রথের দিনে দু'পয়সার মুড়কি কিনে খাওয়ানোর আশ্বাস দেবে। চোখে ভাসবে ঠাকুরঘরে সাজানো কত রকম ভোগের কথা। ওসব রাজকীয় ভোগের অভ্যেসে জিভ মরে গেছে। দু'গ্রাস ভাত আর ক'খানা পলতার বড়া খেয়ে তোমার মুখে রুচি ফিরুক। ওদের খালি থালি আধপেটে ভরে দেন বনদেবী পালিতদের বাগানের পাকা কামরাঙা। সতুদের বাগানের আম, পাকা গাব, পুকুরের পানফল দিয়ে। এরা তো জন্মে অবধি কোনো ভালো জিনিস খেতে পায় নি। তাই তো করুণাময়ী বনদেবী এদের জন্যে ফলে ফুলে এত মিষ্টি রস ভরে রেখেছেন। ওদের নতুন জিভে স্বাদ মিটিয়ে কী আনন্দ লিখে দেন ওদের হাসিমুখে তুমি দেখে এসো।ওদের রোদে রাঙা মুখ, উস্কোখুস্কো চুল, ধুলোমাখা পা , ছেঁড়া কাপড়ে যে বিশ্ব প্রকৃতি কী মায়া বুলিয়ে দিয়েছেন। এই তো সন্ধ্যে লাগলে সর্বজয়া উঠোনের তুলসীতলায় পিদিম জ্বালবে। এই ঝম ঝম বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শাঁখ বেজে উঠবে ঘরে ঘরে। তারপরেই তো রান্না চড়াবে অপুর মা। ভাত আর এক পলা তেলে রাঁধা পাতালকোঁড়ের তরকারি। সন্ধ্যে উতরোলেই ঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে ওরা খাবে। অমৃত যেন অপু-দুর্গার ছেঁড়া কাঁথায় ভালবাসার বিছানা। তুমিও শুয়ো ওদের সাথে। আলোছায়ার গল্প নিয়ে ওদের ঘরে একটিই পিদিম জ্বলবে। ওদের মা সুঁচ সুতোয় ফোঁড় তুলে তুলে কেবলই অনন্ত সেলাই করে যাবে। আর ঘরের খাওয়া খোওয়া দেয়ালে কত মায়াবী রূপকথা। দাওয়ার ভাঙা চাল ফুঁড়ে অঝোর বৃষ্টির শব্দ শুনো।

ইস্টবেঙ্গল শচীনকর্তা

তাঁর সুরের জাদুতে মুগ্ধ ভারতবাসী। বলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক, পরিচালকেরা হাজারো চেষ্টা করেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। বন্ধ হয়ে গিয়েছে গানের রেকর্ডিংও। কিন্তু শচীন দেববর্মন উদাসীন। তাঁর মন জুড়ে শুধুই ইস্টবেঙ্গল। প্রতি বছরই কলকাতায় এসে বহির্জগৎ থেকে নিজেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে নিতেন সুরসম্রাট। সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে চলে আসতেন ইস্টবেঙ্গলের টিম হোটেলে। সেখান থেকেই ম্যাচ দেখতে যেতেন কুপারেজ স্টেডিয়ামে। ইস্টবেঙ্গল জিতলে ফুটবলারদের টিম হোটেলে পৌঁছে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরতেন। যত দিন ইস্টবেঙ্গল দল বম্বেতে (তখনও মুম্বই হয়নি) থাকত, এটাই ছিল শচীনকর্তার রোজনামচা। ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষে শচীনকর্তার কথা স্মরণ করছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন তারকারা। কিংবদন্তি সুরকারের ফুটবলপ্রেমের কথা সুরজিৎ সেনগুপ্ত প্রথম জানতে পেরেছিলেন ১৯৭১ সালে রোভার্স কাপ খেলতে গিয়ে। তাঁর কথায়, ''আমি তখন খিদিরপুর ক্লাবের হয়ে রোভার্স কাপে খেলতে গিয়েছি। এক দিন কুপারেজ স্টেডিয়ামে অনুশীলন করতে গিয়ে ভিআইপি গ্যালারিতে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। সেই সময় চেয়ারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকত। আমি দেখলাম, দু'টো চেয়ারে লেখা রয়েছে শচীন দেববর্মণের নাম। ভাবলাম, হয়তো ছেলের রাহুলের জন্য আরও একটা চেয়ার বুক করে রেখেছেন। মাঠেই এক জনকে জিজ্ঞেস করলাম। আমার প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, দু'টোই শচীন দেববর্মণের চেয়ার। একটায় উনি বসেন। আর একটায় পা রাখেন খেলা দেখার সময়ে।'' তিন বছর পরে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে রোভার্স কাপে খেলতে গিয়ে শচীনকর্তার সঙ্গে আলাপ সুরজিতের। সেই বছরেই মুক্তি পেয়েছে 'সাগিনা মাহাতো', 'প্রেম নগর'-এর মতো ছবি। তার আগের বছরে 'অভিমান'। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, শচীনকর্তার সুরের মূর্চ্ছনায় মজে। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরাও সবাই তাঁর গানের ভক্ত। সুরজিৎ সেনগুপ্ত শুনিয়ে ছিলেন কিংবদন্তি সুরকারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হওয়ার আশ্চর্য কাহিনি- ''তখন ইস্টবেঙ্গলের কোচ ছিলেন প্রদীপদা (পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়)। ম্যাচের দিন সকালে হঠাৎ সবাইকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। কী ব্যাপার, প্রদীপদা কি টিম মিটিং করবেন? ওঁর রুমে গিয়ে দেখলাম, শচীন দেববর্মণ বসে আছেন। উনি আসলে দেখতে চাইতেন, আমরা ফিট কি না। ম্যাচের আগে কার্যত ফিটনেস টেস্ট দিতে হত শচীনকর্তার কাছে।''

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শিক্ষা দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে সেবা করা কাজ করতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

নিবেদিতা দর্শন

ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকলে তবেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর দান কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচে রয়েছে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি হয়ে থাকে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার

বনেদি কলকাতার বনেদি জগদ্ধাত্রী পুজো না দেখলে কলকাতার বনেদিয়ানাকে বোঝা যাবে না

সমীরণ চন্দ্র বণিক

জগদ্ধাত্রী পুজো। পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত আমরা দুজনেই বেড়িয়ে পড়লাম। যাওয়ার কথা ছিল আরও কয়েকজনের। বনেদী বাড়ীর জগদ্ধাত্রী পুজো দেখার।

তো আমি আর সৌমী স্তুতি বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুজনে ঠিক করলাম দুপুর তিনটে নাগাদ

বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে মিট করবো। আমি বাড়ী থেকে বেরোলাম আড়াইটে নাগাদ। আকাশের অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠছে। আমার বাড়ী থেকে বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশন খুব বেশী হলে পনেরো মিনিট লাগার কথা। কিন্তু আকাশের অবস্থা আমাকে আগেই বেরোতে বাধ্য করলো। যখন বেরোচ্ছি তখন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি মাথায় মানে ছাতা মাথায় নিয়েই বেরোলাম। পঞ্চাশ মিটার যেতে না যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। অগত্যা পাড়ায় এক বাড়ীর দরজার শেডের তলায় আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টির পরিমান এতটাই যে না পারছি এগোতে, না পারছি বাড়ী ফিরে যেতে!

একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা! যাইহোক মিনিট পনেরো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বৃষ্টি অনেকটাই থামতে রওয়ানা হলাম বাস স্ট্যান্ডের দিকে। ইতিমধ্যে সৌমীর সাথে ফোনে কথা হয়েছে, ও পৌঁছে গেছে বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে। কিছুটা সময় পড়ে বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে দেখা হলো।

আগেই ঠিক ছিল, জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমা শুরু করবো জানবাজারে রানী রাসমণি বাড়ীর পুজো দিয়ে। এসপ্ল্যানেড স্টেশনে নেমে মেট্রো গলিতে একটু কাজ ছিল। কারণ, গিম্বলটা ঠিকঠাক কাজ করছে না, সেটা দেখানোর ছিল। আর ক্যামেরার একটা ব্যাটারী কেনার ছিল। কারণ, আমরা তিন বন্ধু আগামীকাল বেরোচ্ছি একটা অভিযানে, কয়েকদিনের জন্য। তো কাজ সেরে চলে গেলাম তালতলা। সেখান থেকে রাস্তা পাল্টে চলে গেলাম এস এন ব্যানার্জী রোডে। তার আগের স্টপেজে নামলে সুবিধা হতো। কিন্তু, কথায় কথায় যে বাস স্টপেজ পেরিয়ে যায়, হিসেব থাকে নাকি! যাইহোক, এস এন ব্যানার্জী রোডে এসে এসপ্ল্যানেডের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাসে উঠলে হতো। কিন্তু সৌমী বললো, চলো তো দাদা, এইটুকু রাস্তা। গল্প গল্প করতে করতে চলে যাবো। যাচ্ছিলামও কিন্তু হঠাৎ কানে এলো ঢাকের আওয়াজ। তাহলে আশেপাশে নিশ্চয়ই পুজো হচ্ছে। পায়ে পায়ে গিয়ে দেখি একটা বহুতল বাড়ীর নীচে, একটা দেওয়ালে ফ্লেক্সের ব্যানার। জগদ্ধাত্রী পুজো, নীচে লেখা রায় পরিবার। দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। ভেবে ছিলাম, আবাসনের পুজো, এতো দেখছি বাড়ীর পুজো। ঢুকে পড়লাম। অচেনা মুখ দেখে সাদরে আমাদের ভেতরে নিয়েই গেল বলতে হবে। তখন অঞ্জলি দেওয়া চলছে। ঘড়ির কাঁটা তখন চারটে পার হয়ে গেছে। সবাই ব্যস্ত। সিনিয়র কাউকে পেলাম না। কয়েকজন জুনিয়র অঞ্জলি দিতে যাবার আগে জানালো। তাদের পুজোটা এই বছর পঁচিশ বছর হবার কথা। কিন্তু করোনা কালে এক বছর বন্ধ থাকায়, এ বছর চব্বিশতম বছর। বড়সড় বাড়ীর একতলায় ছোট্ট জায়গায় পুজোর আয়োজন। পরিবারের লোকজন ছাড়াও পরিচিতরাও এসেছেন। সুতরাং ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী। ভীড়ের মধ্যে দু চারটে ছবি তুলে চললাম পরবর্তী গন্তব্যে, আগামী বছরে পুজোতে অবশ্যই আসার নিমন্ত্রণ নিয়ে।

অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায়, ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। এস এন ব্যানার্জী রোডের ডানদিকের ফুটপাথ ধরে এসপ্ল্যানেড মুখী হাঁটছিলাম। হঠাৎ ডান দিকে একটা বোর্ড চোখে পড়ল। তারপর অনেক দিন আগে দেখার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। বাড়ীটা সাবেকি আমলের হলেও এখন নানান কারণে বাড়ীটা তার সৌন্দর্য হারিয়ে কিম্ভুত টাইপের হয়ে গেছে, বিশেষ করে সামনের দিকটা। সদর দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই সামনে বিরাট উঠোন। উঠোনের অপর প্রান্তে পাঁচ খিলানের ঠাকুরদালান। উঠোনের তিন দিকে দোতলা বাড়ী, ওপর নীচে সারি সারি ঘর। একটা অফিস মতো চোখে পড়ল। যে দু একজনের দেখা পেলাম, তাদের কাছ থেকে সেরকম উত্তর পেলাম না। এটা যে মহেন্দ্র লাল সরকারের ঠাকুরবাড়ী, প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয়, এসব তথ্য তো আমি জানি। শুধু এটুকু তথ্যই পেলাম। যাইহোক, এরপর একে একে যেসব জগদ্ধাত্রী পুজো দেখেছি, তার তালিকা দিলাম। ১) রানী রাসমণীর বাড়ী, হাজরা পরিবার। এ বাড়ী আপনারা সবাই চেনেন। ২) সেন বাড়ী, বউবাজার। ২০২২ সালে এনাদের বাড়ী এসেছিলাম। নীলমণি দের ঠাকুরবাড়ী থেকে ফেরার সময়। এবারে আগেই ঢুকলাম। তার কারণ, কয়েকদিন আগে কলকাতায় বনেদী পরিবারের জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে লেখা পোস্টে ওই বাড়ীর এক গৃহবধূ মন্তব্য করেছিলেন, এবারেও আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে। ভদ্রমহিলার নাম কাকলি সেন। বাড়ীতে গিয়ে ওনার নাম বলতেই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ওনার স্বামী। শোনামাত্রই আদর আপ্যায়ন শুরু হয়ে গেল। বললেন, এতক্ষণে ধুনো পোড়ানো শেষ হল। আপনারা একটু বসুন। বলে ঘরে নিয়ে গেলেন। এনাদেরও ছোট্ট জায়গায় পুজোর আয়োজন। মায়ের পুজোর আয়োজনে, আমার মনে হয় কতটা জায়গা নিয়ে পুজো হচ্ছে সেটা কোনো ম্যাটার নয়, আসল হচ্ছে, ভক্তি, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। মূর্তির মুখ আগের মতনই। একেবারে ঘরের মেয়ে। ভীড়ের মধ্যেই কয়েকটা ছবি তুললাম। ভদ্রলোক তার ছেলেকে দিয়ে ওনার স্ত্রীকে ডেকে আনলেন মূর্তির কাছ থেকে। কারণ ওখানেই হচ্ছিলো ধুনো পোড়ানো অনুষ্ঠান। আপনারা জানেন যে, সন্তান ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় বিবাহিত রমণীরা এই অনুষ্ঠান পালন করেন। ভদ্রমহিলাকে ফেস বুকের পোস্টের কথা বলতেই আপ্যায়নের মাত্রা গেল বেড়ে। পাশের ঘরে চেয়ার এল বসার জন্য। প্রসাদ পেলাম। আবার বাড়ীর জন্য আমাদের দুজনকে দুটো করে গোটা ফল (আপেল) দিলেন। কোনো কথা শুনলেন না। আলাপ হল ওনার ছেলে, সদ্য বিয়ে হয়ে আসা পুত্রবধূ ও তার বাবার সাথে। জানা গেল উনিও আমাদের দিকেই থাকেন বাগুইআটিতে। কথায় কথায় যে সময় বয়ে যায়, কি আর করি, আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে। উঠে পড়লাম নীলমণি দের ঠাকুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। তবে সেন বাড়ীর মানুষদের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার কথা কখনো ভুলব না। ভার্চুয়াল পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে বাস্তব জগতের মেলবন্ধন আরো বেশী মধুর, আরো বেশী দৃঢ়। আগামী বছর যেতেই হবে, কথা আদায় করে নিয়েছেন। প্রত্যেকেই ভীষণ ভালো মানুষ। তাই আলাদা করে আর বললাম না। ৩) নীলমণি দের ঠাকুরবাড়ী। প্রতি বছরের মতো এ বছরের আয়োজন একই রকম। ৪) কোকোলা বাড়ী, বউবাজার। পুজো তখন শেষ লগ্নে। লোকজনও কম। বিশাল বাড়ীর মাঝখানের উঠোনের একদিকে ডেকরেটরের বড় বড় বাসনপত্র জড়ো করে রাখা। এরপর পথে পড়লো একটা বাড়ীর পুজো। চুণিমণি দাসীর ঠাকুরবাড়ীর ঠিক উল্টো দিকে। সেটা আবার সৌমীর স্কুলের জুনিয়র বন্ধুর বাড়ী। সেখানেও কিছুক্ষণ কাটিয়ে প্রসাদ পেলাম। তার আগে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে অবস্থিত, সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র চন্দ প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত জিউ ঠাকুরবাড়ীতে ঢুঁ দিলাম। সৌমীরা একটা সময় এখানে থাকতো, তাই এটা ওর পাড়া। অনেক কিছু দেখালো, ওর ছেলেবেলার গল্প হলো। ৫) মদন গোপাল দের ঠাকুর বাড়ী। সারাদিনের পুজোর ব্যস্ততার পর সবাই একটু গা এলিয়ে দিয়ে ছেন। ঘড়িতে তখন সাড়ে ছটা।

সেখান থেকে বেড়িয়ে বিধান সরণীতে এসে বাস ধরে যাবো ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী দিয়ে মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটে। কিন্তু ইডেন হসপিটাল রোডকে ডান হাতে রেখে মেডিকেল কলেজের দিকে বাসের জন্য দাঁড়ালাম। অনেক গাড়ী আসছে কিন্তু কোনো বাসের দেখা নেই। অধৈর্য হয়ে ফাঁকা ট্যাক্সির আশায় কিছুক্ষণ সময় কাটল। ক্যাবের আশা ছেড়ে। শেষে একটা শিয়ালদহগামী অটোতে কলেজ স্কোয়ারের কাছে এসে দেখি রাস্তায় ব্যারিকেড করা। ওইজন্যই সমস্যা। শেষে হেঁটে গেলাম কলেজ স্ট্রীট মোড়। ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হল। যাইহোক, ঠনঠনিয়া নেমে এগিয়ে গেলাম মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের দিকে। ৬) মৈত্র বাড়ী, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট। চোর বাগান। তার আগে গন্ধবণিক মহাসভার ঠাকুর মন্দিরে মায়ের মূর্তি দর্শন করলাম। এর আগে ২০২২ সালে গন্ধবণিক মহাসভার পাশে একটা বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে।

মান্না ও রাহুলের উত্থানের মূলে শচীনকর্তার উৎসাহ

রানা সরকার

একবার কৃষ্ণচন্দ্র দে নিয়ে এসে হাজির হলেন এক ছিপছিপে তরুণকে। এ নাকি ভাল গায়। কিন্তু কেউ এর জন্য গান লিখতে রাজি না। হেমেন্দ্রকুমার রায় গান শুনলেন। মুগ্ধ হলেন। রাজি হলেন গান লিখতে। চণ্ডীচরণ সাহা তখন নতুন রেকর্ডিং কোম্পানি খুলে ছেন। হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস। সেখান থেকেই প্রথম রেকর্ড বেরল ছেলেটির। লোকগান 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে'। গীতিকার হেমেন্দ্রকুমার রায়। সুরকার সে নিজেই। ছেলেটির নাম শচীন। শচীন দেববর্মন। হিন্দি সিনেমায় গাইতে গিয়েই বিপত্তি। ইয়াহুদি কি লেড়কির সব গান রেকর্ডের পরেও সুরকার জানালেন এই নাকি গলা চলবে না। ফলে তিনি বাদ। ভাবলেন সুরকার হবেন। কেউ তার সুরে গান গাইতে চায় না। শেষে সামসেদ বেগমের হাতে পায়ে ধরলেন। কিছু গানে সুর দিয়েছেন। কিন্তু সে সব গান প্রযোজক তখনই নেবেন, যদি সেই গান সামসেদের গলায় হয়। আসলে প্রযোজক ভেবেছিলেন সামসেদ ভাগিয়ে দেবেন তাঁকে। কিন্তু তিনি এক কথায় রাজি। গাইলেন কুছ রঙ বদল রহি হ্যায়দ। কে জানত কয়েক বছর পরে এই তরুণের সুরে তাঁর গাওয়া তসইয়াঁ দিল মে আনা রেদ ছমছমিয়ে, বৈজয়ন্তিমালার লাস্য নিয়ে সামসেদের সিগনেচার সং হয়ে উঠবে! পরেও কত নতুনদের সুযোগ দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিশোরের গল্প তো সবাই জানি। কী জানি তরুণ কাইফি আজমির মধ্যে কী দেখেছিলেন শচীন কত্তা। গুরু দত্তের জীবনের সবচেয়ে ডার্ক ছবি কাগজ কে ফুল তৈরি হচ্ছে। সেই ছবির সবচেয়ে ইন্টেনস এক দৃশ্য এগিয়ে চলবে শুধু গানে। একেবারে আনকোরা কাইফিকে সে গান লেখার দায়িত্ব দিলেন বর্মন সাহেব। আর কী গানই না লিখলেন কাইফি। প্রায় অন্ধকার স্টুডিও, স্পট লাইট আর গীতা দত্তের মাদকতা ভরা গলায় গাওয়া ওয়ক্ত নে কিয়া কেয়া হাসিন সিতম ভারতীয় ছবির অন্যতম সেরা কাল্ট গান হয়ে রয়েছে আজও। জীবনের শেষ দিকে কাইফি নিজেও স্বীকার করেছিলেন, এই একটা গানের জন্য তিনি গর্ববোধ করবেন চিরকাল। গান কাল্ট হল।

সেদিন মিলি সিনেমার গানের রেকর্ডিং। শচীন কত্তার শরীরের খুব বাড়াবাড়ি। এই যান কি সেই যান। তবু সিনেমার কাজ ফেলে রাখা যাবে না। রিলিজ ডেট এগিয়ে আসছে। যথারীতি ছেলে রাহুল উপস্থিত থেকে তার সুর দেওয়া গান রেকর্ড করালেন। কিশোর গাইলেন বড়ি শুনি শুনি হ্যায়/ জিন্দেগী ইয়ে জিন্দেগী...। গান না কান্না? কে জানে! তাঁর কণ্ঠের বুক ভাঙা বেদনায় চোখে জল এসে গেছিল স্টুডিয়োর সব্বার। রাহুলের চোখও শুকনো ছিল না। তার কিছুদিন আগেই ছেলের ওপর চরম অভিমান করেছিলেন বাবা। স্টুডিওতে পঞ্চম সেদিন 'দম মারো দম' গান করাছিলেন আশাজিকে। পাশেই ছিলেন কত্তামশাই। দু'লাইন শোনার পরেই রাগে মুখ লাল এস ডি বর্মনের। চেঁচিয়ে উঠে পঞ্চমকে বললেন, 'আমি এই গান তরে শিখাইছি? মাঠের গান ভুইল্যা, বাংলার গান ভুইল্যা, তুই অবিকল বিদেশি সুর নকল কইরা সুর করস! আমার সব শিক্ষা বৃথা গেল। তুই আমার কুলাঙ্গার ছেলে । রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে কর্তা যখন মাথা নিচু করে স্টুডিও বেরিয়ে এলেন, সবার দেখে মনে হল, রাজা যুদ্ধে হেরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মিলির রেকর্ড সেরে ফিরে এসে ছেলে দেখলেন বাবার শেষ সময়। প্রায় কোমাচ্ছন্ন। বাবাকে শেষ মূহুর্তের শান্তি দিতে কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন সেই খবর। ৫-০ তে জিতেছে তাঁর প্রিয় দল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল কত্তার ঠোঁটের কোণায়. চোখ খুললেন,অস্ফুট স্বরে বললেন, ইস্টবেঙ্গল জিতসে- এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। ১৯৭৫ সালে আজকের দিনে ৬৯ বছর বয়সে চলে গেলেন শচীন দেব বর্মন।

শচীন দেববর্মন শিল্পী মান্না দে'কে ভালোবাসতো। শচীন দেববর্মন মান্না দে'কে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে যে কোনও গান যে কোনও রকম পরিস্থিতিতে মান্না দে গাইতে প্রস্তুত থাকতেন। আশ্চর্য ছিল তার টেকনিক্যাল ভয়েস যা ঈশ্বর প্রদত্ত বলা যেতে পারে। গলার এতো বেশি কাজ ছিল মান্না দে'র যা তৎকালীন আর কারোর মধ্যে বেশি দেখা একেবারে অসম্ভব ছিল। ১৯৬৮ সালে আবার আর ডি বর্মন, মেহমুদ এবং মান্না দে আবার একটি ছবিতে মিলিত হলেন। সেই ছবির নাম 'পরোসান'। এই ছবিতে একটি গানটি কিশোর কুমারের সঙ্গে মান্না দে যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'আও ও ট্যুইস করে'- গানটি প্রথম র‍্যাপ সং। আর 'এক চতুর না' গানটি একেবারে ক্লাসিক্যাল। দুটি ভিন্ন স্বাদের গান। শুদ্ধ ক্লাসিক্যাল গান থেকে শুরু করে আধুনিক গানের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল মিশ্রিত বহু গান গেয়েছেন মান্না দে। তিনি প্রায় কয়েক হাজার গান গেয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়। এমনকী তিনি নজরুল গীতি থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে মান্না দে নিজেই বলতেন, কবিগুরু গান তিনি বেশি গাইতে পারেন নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ধর্মী গলার জন্য। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

ছবির শুটিং আর ফ্যানদের ভিড়ে উত্তম

অলোকানন্দা দাশগুপ্ত

কম্পার্টমেন্টে জানলার ধারে বসে আছি। ট্রেন চলছে। গন্তব্যে পৌঁছাতে আর মাত্র কিছুক্ষণ। গন্তব্য আমার রাঁচি স্টেশন। চলেছি 'অন্ধ অতীত' ছবির আউটডোরে। ট্রেন ছুটে চলেছে কখনও উঁচু, কখনও নীচুতে। ঘষা কাচের মত কুয়াশা জানলার বাইরে। কুয়াশা কেটে কেটে ট্রেনটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ট্রেনভর্তি ঘুম, কামরা নিঝুম।

বোধহয় একাকী আমি রাতের নীল অন্ধকার সরে যেতে দেখলাম। ভোরের আলো দেখলাম। শীত -শীত করল। চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট ছবির মত স্টেশনে এসে ট্রেনটা থামল। প্ল্যাটফর্ম যাত্রীশূন্য। স্টেশনের টিমটিমে গ্যাসবাতিটা তখনও জ্বলছে। চা-ওয়ালাদের ব্যস্ততা শুধু। এক জানালা থেকে আরেক জানালায়। স্টেশন থেকে কুয়াশাটা তখন অনেকটা দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। চারপাশে প্রকৃতি দেখছিলাম। সম্বিৎ ফিরল। আমার জানালায় চা-ওয়ালার হাঁকডাকে। মনে পড়ল খাটিয়ায় বসে ভাঁড়ে চা খাওয়ার কথা। শ্রীরামপুর থেকে ফিরছিলাম কি একটা ছবির শুটিং সেরে। নির্জনে একটা চায়ের দোকান দেখে লোভ হল। গাড়ি থামিয়ে খাটিয়াতে গিয়ে বসলাম। সেদিন যে কি চা খেয়েছিলাম আজ ও আমার মুখে লেগে আছে। ভাঁড়ে চা খাওয়ার ব্যাপারে আমার চিরকালই ভীষণ দুর্বলতা। সুতরাং জানালা দিয়ে হাত বাড়ালাম। এক ভাঁড় চা। মুখে দিলাম। ট্রেনটা দুলে উঠল। আস্তে আস্তে সেটা জোরে ছুটতে শুরু করল। ক্রমশ এগোচ্ছি আর কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। আমার চোখ গাছপালা ছাড়িয়ে দূরে অনেক দূরে ছুটে যাচ্ছিল। আবার ফিরে আসছিল সজীব অনুভূতি নিয়ে। এই অনুভূতি একা একা নিজের মধ্যেই উজাড় করে দিলাম।

দেখতে দেখতে এসে গেল রাঁচি স্টেশন। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমার সঙ্গীরা দেখে এলেন, বাইরে কোনও ভিড় আছে কি না। না, সাতসকালে একজন ফ্যানও আসেননি আমাকে রিসিভ করতে। বুঝলাম বাতাসের গতিটা বিপরীতমুখী ছিল। খবরটা ভেসে আসেনি। মনে মনে স্বস্তি পেলাম। একেবারে নির্জ স্টেশন। সকালের খাপছাড়া রোদ। ট্রেন থেকে সবার শেষে নামলাম আমি। পুরো প্ল্যাটফর্মটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। গা-হাত-পা ছেড়ে অনেক দিন পর অনেকটা হাঁটলাম। স্টেশন পেরিয়ে বাইরে এলাম। রাস্তাঘাটও প্রায় জনশূন্য। এদিক-ওদিক একটা দুটো সাইকেল রিকশা। মাথার উপর নীল আকাশ,আমার চারপাশে স্বাভাবিক পৃথিবী,আমি সকলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। ভাবতে বেশ লাগল। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম অপেক্ষমাণ গাড়ির দিকে। গাড়িতে উঠে বসলাম। এতক্ষণ যে দু-চোখ ভরে চারপাশের খোলা মেলা পৃথিবী দেখছিলাম, তার পরিধি ছোট হয়ে গেল এক মুহূর্তে। গাড়ির মধ্যে বন্দি হলাম। জানলার চতুস্কোণ শূন্যতা ছাড়া আমার চোখের সামনে অবশিষ্ট কিছু নেই। চোখের পলকে গাড়িটা আমাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আউটডোর প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেল। এবার ফেরার পালা। সবাই আমাকে বললেন, রাঁচি স্টেশনে ভিড় হতে পারে সুতরাং আগের স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে ওঠা ভাল। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলাম। কয়েকদিন আগে সকালের রাঁচি স্টেশনের চেহারার কথা বললাম আমি। বললাম, না না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাঁচিতে উত্তমকুমারের ফ্যান নেই বললেই হয়। যাও দু-চারজন ছিল তারা এখন এখানকার বিখ্যাত মেন্টাল অ্যাসাইলামে। অতএব কোনও চিন্তা নেই। নিরাপদেই ফেরা যাবে। সন্ধ্যের সময় ট্রেন। গোছগাছ করা হয়ে গেল। গাড়িটা যেন আমাকে এক নিঃশ্বাসে নিয়ে এল। স্টেশন পর্যন্ত। আমার সঙ্গীরা দেখলেন, সত্যিই স্টেশন ফাঁকা। নেমে এলাম গাড়ি থেকে। সন্ধ্যের রাঁচি শহরে ব্যস্ততা কম নেই। সাইকেল রিক্সা, ট্যাক্সি, বাস, লোকজন ।প্ল্যাটফর্মে এলাম পায়ে পায়ে। সত্যি প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। কুলি,টি স্টল আর বুক স্টল ছাড়া অন্য কিছু এল না চোখের আওতায়। হঠাৎ কিসের একটা আওয়াজ কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম। বেশ কোলাহল। শুধু গুঞ্জন কানে এলো, এসে গেছে। বুঝলাম, আমার হয়ে গেছে। অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়।গ্ধ পিছন ফিরে দশ পনেরো গজের মাত্র ব্যবধান। তারপর ক্রমশ ভিড়টা আমাদের গোল করে ঘিরে দাঁড়াল। আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। না পারছি এগোতে , না পারব ফিরে যেতে। যাকে বলে ঘেরাও। ফ্যানদের কথাবার্তা শোনার মত মানসিক পরিস্থিতি আমার ছিল না। অনেকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। একজনকে দেখলামচোখের পলক পড়ছে না। একজনকে দেখলাম, আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। আনন্দের কথা এরা সবাই বাঙালী। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। তখন আমার ফ্যানদের ব্যবধান মাত্র ইঞ্চি কয়েকের। স্টেশন ভর্তি মাথা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মাত্র কয়েকমিনিট আগে স্টেশনের যে মৃতপ্রায় চেহারা দেখেছিলাম তার সঙ্গে এই চেহারার কোনও মিল নেই। এখন মনে হল আমি যেন অন্য কোনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। সময় পেরিয়ে চলেছি কোনোক্রমে। লোকসংখ্যা বাড়ছে ক্রমশ। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গীরা আমাকে ওই বেষ্টনী থেকে উদ্ধার করলেন। তখন সব গোলমাল হয়ে গেছে। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমি আমার কামরায় উঠতেও পারছি না। গাড়ির করিডোর, কামরা জুড়ে আমার সহৃদয় ফ্যানেরা। অনেক চেষ্টা করে কম্পার্টমেন্টে উঠে এলাম। আমার বসবার জায়গা আমার ফ্যানেরাই করে দিল। আমার চারপাশে ফ্যান। ট্রেনের দু-দিকের জানলায় কাচ বলে কোনও বস্তু চোখে পড়ল না। শুধু মুখ শুধু মুখ আর মুখ। এমনকি মেয়েদের মুখও।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রতিভাময়ী শিল্পী

বিশেষ প্রতিবেদক

সমকালীন সমাজের চেয়ে মাইল কয়েক এগিয়ে ছিলেন মননে। কখনও ভেঙে পড়েন নি,বরং তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন ক্ষমতা-স্বাধীনতার স্বাদ। অপূর্ব সুন্দরী, গায়ের রং, হাবভাব কথা বার্তা, সব একেবারে মেম সায়েবদের মত। লন্ডনে বড় হয়ে ছেন, হিন্দির তুলনায় ভাল ইংরেজি বলতেন। ১৯২৮ সালে হিমাংশু রায় ও দেবিকারানির বিয়ে হয়। সরোজিনী নাইডু দেবিকাকে বলতেন ভারতীয় ছবির নাই টিঙ্গেল। দেবিকার মত প্রতিভা কুঁড়ির মত সুপ্ত হয়েছে,তার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে লন্ডন শহরে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় প্রতিভাবান বাঙালি যুবক হিমাংশু রায়ের।

শুধু প্রথম বাঙালি নয় প্রথম ভারতীয় হিসেবে ১৯৬৯ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন দেবিকারানি। পিতামহ ছিলেন পাবনার জমিদার। পিতা কর্নেল মন্মথনাথ চৌধুরীকে কে না চেনেন! ভারতের প্রথম শল্য চিকিৎসক। বাবা ও মা দু'দিক দিয়েই রবি ঠাকুরের আত্মীয়া তরুণী দেবিকারানি টেক্সটাইল ডিজাইনিং শিখে ইংল্যান্ডের স্টুডিয়োয় কাজও করছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি হয়ে ওঠেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'ফার্স্ট লেডি'। অশোককুমারকে গম্ভীর মুখে হিমাংশু রায় বললেন, - আমার বউ দেবিকা সম্পর্কে রবি ঠাকুরের নাতনি,তুমি বলতে চাও সে ছোটলোক? অশোককুমার বললেন না না তিনি তা বলছেন না, তাঁকে থামিয়ে হিমাংশু রায় চালিয়ে গেলেন, বর্ধমানের মহারাজার মেয়ে সুধারানি আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। সে ছোটলোক? জ্ঞান মুখার্জি এসেছে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে। সে ছোটলোক? হিমাংশু যখন তাঁর নিজের ছবি 'জীবন নাইয়া'য় অশোককুমারকে নায়ক হওয়ার প্রস্তাব দিলেন, অশোক কিন্তু রাজি হতে পারেন নি। অথচ তিনি সেখানে কাজ করেন। বলেন, দেখুন যারা অভিনয় করে তারা সব সমাজের নীচতলার মানুষ। আমি ফিল্মে অ্যাকটিং করতে চাই না। শেষ পর্যন্ত হিমাংশু রায়ের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তাঁর মনের ধারণা বদলে দেয়। আক্ষরিক অর্থেই তখন অধিকাংশ অভিনেত্রীরা আসতেন নিষিদ্ধ পল্লী থেকে। ভদ্র সমাজের কাছে ব্যতিক্রমী উদাহরণ প্রয়োজন ছিল। অভিনয়ের ক্ষেত্রে দুর্নাম দূর করার জন্য একটা সময়ে অনেকেই চেষ্টা শুরু করলেন। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়,মধু বসু, হিমাংশু রায়ের আগ্রহে তাদের জায়ারা অভিনয়ের জগতে এসেছেন। অশোককুমার বলেন, তিনি রিহার্সাল কি দেবেন লজ্জায় মরে যাচ্ছিলেন। অবশ্য অশোককুমার - দেবিকারানি জুটি প্রচণ্ড জনপ্রিয় । একে একে নির্মিত হয় 'অচ্ছুত কন্যা', 'জন্মভূমি', ইজ্জত, সাবিত্রী, নির্মলা, বচন,সর্বত্র দেবিকারানি আশ্চর্য আধুনিক। সবাক যুগের প্রথম অভিনয় করতে এসে তিনি এত স্বাভাবিক অভিনয় কিভাবে করতেন কে জানে! তিনি শুধু অসাধারণ অভিনয় করতেন না ভাল গান গাইতেন। 'অচ্ছুত কন্যা' সুপারহিট ছবি,আর দেবিকারানি সুগায়িকা প্রমাণ ওই ছবির ' ম্যায় বন কি চিড়িয়া' গান। এই গানটিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

অন্যদিকে বাণিজ্যিক ভাবে ভারতে যথেষ্ট সফল হয় দেবিকারানি ও হিমাংশু রায় অভিনীত 'কর্ম'। দেবিকা এবং হিমাংশু তখনকার দিনে আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্য সিনেমা বানিয়েছিলেন।

ভারতীয় সিনেমার বিশ্বায়নের স্ব

পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতে রাস পুজো পারমিশন প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১ নভেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতে এলাকার বিভিন্ন রাস পুজো কমিটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা পারমিশনের কাগজ তুলে দেওয়া হলো ব্লক কার্যালয়ের নজরুল মঞ্চ প্রাঙ্গণে।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, ব্লকের বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্বরূদ্র চট্টরাজ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা দেবনাথ সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, রাস পুজো আমাদের এলাকার ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা চাই উৎসব আনন্দে ও নিরাপত্তার সঙ্গে পালিত হোক। বিডিও অনন্যা বিশ্বাস সকল পুজো কমিটিকে নিয়মবিধি মেনে পুজো পরিচালনার আহ্বান জানান। এদিন প্রায় ১০১ টি রাস পুজো কমিটি-র হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পারমিশনের কাগজ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যায়। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাস উৎসব চলাকালীন এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে, যাতে সবাই নির্বিঘ্নে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব উপভোগ করতে পারেন।

মেট্রো রেলের 'ওয়াকাথন' আয়োজন

কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ' পালন করছে। এই বছরের সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হল "সতর্কতাঃ আমাদের যৌথ দায়িত্ব"। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে সপ্তাহে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, ৩১.১০.২০২৫ তারিখে সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে দুর্নীতির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য একটি 'ওয়াকাথন' আয়োজন করা হয়েছিল। মেট্রোর কর্মকর্তা ও কর্মীরা বিপুল সংখ্যক এই ওয়াকাথনে অংশ নিয়েছিলেন।

এস আই আর নিয়ে সুর চড়ালেন জামালপুরের ব্লক সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১ নভেম্বর ঃ জামালপুরের প্রবীণ তৃণমূল নেতা দিলীপ গুহ এবং জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের সদ্যপ্রয়াতা সদস্যা মিঠু রক্ষিতের স্মরণসভা হয়ে উঠল একদিকে আবেগঘন, অন্যদিকে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ারও মঞ্চ। শনিবার জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের জামালপুর বাজার বুথের কালীতলায় আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, যুব সভাপতি উত্তম হাজারী, মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, অঞ্চল সভাপতি আলিম শেখ, পঞ্চায়েত প্রধান ডলি নন্দী, উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব, বুথ সভাপতি শোভন বসু, প্রয়াত নেতাদের পরিবারের সদস্যসহ বহু কর্মী- সমর্থক। সভায় প্রথমে দিলীপ গুহ ও মিঠু রক্ষিতের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় পালন করা হয় নীরবতা। এই সময় দিলীপ গুহকে স্মরণ করে মেহেমুদ খাঁন বলেন, দিলীপ দা শুধু নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক। বিরোধী সময়েও একসঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি, বহু স্মৃতি আজও মনে পড়ে। খেতে খুব ভালোবাসতেন দিলীপ দা। তার বক্তব্যেই উঠে আসে সাম্প্রতিক এস আই আর (Statewide Intensive Revision) প্রসঙ্গ। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এস আই আর নিয়ে কেউ আতঙ্কিত হবেন না। বিএলওরা ৪ নভেম্বর থেকে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাবেন। তাঁদের দেওয়া ফর্ম ভালো করে পূরণ করে জমা দিন। আমাদের সাংসদ ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নির্দেশ দিয়েছেন- তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থাকবে। কোনো বৈধ ভোটার যদি বাদ পড়েন, দলের পক্ষ থেকে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ব্লক সভাপতি আরও জানান, প্রতিটি অঞ্চলে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে। যেখানে এমপি, এমএলএ, অঞ্চল সভাপতি থেকে শুরু করে দলের সব স্তরের নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। দলের বি এল এ ২-এরাও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবেন। উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব বলেন, আমি দিলীপ দার সঙ্গে সরাসরি রাজনীতি করিনি, কিন্তু মেহেমুদ খাঁনই আমাকে রাজনীতিতে এনেছেন। দিলীপ দা ছিলেন জামালপুরের তৃণমূলের স্তম্ভ। তাঁর ও মিঠু রক্ষিতের পরিবারের পাশে আমরা আছি এবং থাকব। তিনি সাধারণ মানুষকেও আশ্বস্ত করে বলেন, এস আই আর নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই। জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের পাশেই তিন মাস ধরে চলবে সহায়তা ক্যাম্প। যেকোনো সমস্যায় মানুষ পাশে পাবেন আমাদের। আবেগ, শ্রদ্ধা ও রাজনৈতিক বার্তা মিলিয়ে শনিবারের এই স্মরণসভা পরিণত হল তৃণমূলের জনসংযোগ ও আশ্বাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে।

নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর রুটে বাড়ছে মেট্রো পরিষেবা, বদল সময়সূচিতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ শহরের যাত্রীদের জন্য সুখবর। ক্রমবর্ধমান জনচাপ ও যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কলকাতা মেট্রোর ইয়েলো লাইন-নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে পরিষেবা। আগামী ৩ নভেম্বর, সোমবার থেকেই চালু হচ্ছে নতুন সময়সূচি। বাড়ছে ট্রেনের সংখ্যা, পাল্টাচ্ছে প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়ও। এমনকি রবিবারেও মিলবে বেশি মেট্রো। শুক্রবার মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জারি হয়েছে এই সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি। গত আগস্টে চালু হয় নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত এই নতুন ইয়েলো লাইন। তারপর থেকেই যাত্রীদের সাড়া নজর কেড়েছে। দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছানোর ঝঞ্ঝাট কমাতে এখন বহু মানুষ বেছে নিচ্ছেন মেট্রোকে। দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবার কারণে অল্পদিনেই এই রুটে যাত্রীর সংখ্যা লাফিয়ে বেড়েছে। সেই কারণেই যাত্রীদের আরও আরামদায়ক অভিজ্ঞতা দিতে পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এই রুটে চালানো হবে মোট ১২০টি মেট্রো। এতদিনের তুলনায় পরিষেবা প্রায় দ্বিগুণ। পাশাপাশি পরিবর্তন হচ্ছে প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়। এতদিন নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দরগামী প্রথম মেট্রো পাওয়া যেত সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে। এবার তা এগিয়ে আনা হয়েছে সকাল ৭টা ১৮ মিনিটে। অপরদিকে, বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়ামুখী প্রথম মেট্রো ছাড়ত সকাল ৮টায়-এখন তা পাওয়া যাবে সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে। দিনের শেষ মেট্রোর সময়ও বাড়ানো হয়েছে। এতদিন রাত ৮টার মধ্যেই শেষ মেট্রো ট্রেন ছেড়ে যেত নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দরের দিকে। এবার সেই সময় বাড়িয়ে করা হয়েছে রাত ৮টা ১৮ মিনিট। একইভাবে, বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়ার দিকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ১৮ মিনিটে, যা আগে ছিল রাত ৮টা ৫ মিনিট। অর্থাৎ, প্রায় এক ঘণ্টা বেশি সময় ধরে যাত্রীদের জন্য খোলা থাকবে পরিষেবা। শনিবারের ক্ষেত্রেও মিলছে সুখবর। এতদিন এই রুটে শনিবার মাত্র ৪৪টি মেট্রো চলত। নতুন সিদ্ধান্তে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৯২-এ। সকাল ৭টা ১৮ মিনিট থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এই পরিষেবা মিলবে, যা আগে ছিল সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩২ মিনিট পর্যন্ত। অর্থাৎ, বাড়ছে শুধু ট্রেনের সংখ্যা নয়, পরিষেবার সময়ও। রবিবারের ছুটির দিনেও এবার যাত্রীরা পাবেন আরও বাড়তি সুবিধা। এতদিন রবিবারে এই রুটে মাত্র ৪০টি মেট্রো চলত। এখন সেই সংখ্যা বেড়ে হবে ৭৮।

শান্তিনিকেতনের মাটিতে দাঁড়িয়ে, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বাংলা বিরোধিতার প্রতিবাদ

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১ নভেম্বর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও রেহাই দিলো না বিজেপি শাসিত অসম সরকার। বাংলা বিরোধিতা করতে করতে বাঙালি বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলা সঙ্গীত গাওয়ার অপরাধে হিন্দু তালিবানি ফতোয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার নির্দেশ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মার। অসমের শ্রীভূমি এলাকার কংগ্রেস নেতা বিধুভূষণ দাসের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান গাওয়ার 'অপরাধে' রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার প্রতিবাদে শনিবার বোলপুর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে এস এফ আইয়ের তরফে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সোনার বাংলা গান গেয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি, বিজেপি ও আর এস এসের ঘৃণ্য বিভেদকামী চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তুল দাহ করা হয়। এস এফ আইয়ের তরফে আন্দোলনকারীরা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা যাবে না। তিনি সবার। হতে পারে সোনার বাংলা গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু সেটি বিশ্ব কবির রচিত। সেটা গাইলে কেউ দেশদ্রোহী হয়ে যায়? আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানালাম সোনার বাংলা গান গেয়েই। উল্লেখ্য, গত সোমবার অসমের বাঙালি অধ্যুষিত বারাক উপত্যকায় শ্রীভূমিতে জেলা কংগ্রেসের একটি সভাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আমার সোনার বাংলা

গানের প্রথম দুই লাইন গান গেয়ে এবং তারপর ভাষণ শুরু করেন অসমের শ্রীভূমি এলাকার কংগ্রেস নেতা বিধুভূষণ দাস। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিজেপির তরফে কংগ্রেস নেতাকে সরাসরি আক্রমণ করা হয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ওই কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। শ্রীভূমি জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ, বিজেপি আর এস এস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সঙ্গীতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের ইন্ধন খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের মধ্যে বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সুরে আবিষ্ট মানুষ মনের শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালি বিরোধিতা এতো বেশি যে বাংলা ভাষা বললেই তাদের উপর অত্যাচার, বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে। বর্তমানে এই বাঙালি বৈরিতা এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে রবীন্দ্রনাথকেও রেহাই দিচ্ছে না বাঙালি ও বাংলা বিরোধী বিজেপি। বিজেপির দাবি, বাংলাদেশ লাগোয়া এই জেলা থেকে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস নেতার এমন মন্তব্য বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ভারতকে নিজেদের দাবিকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে। যদিও ওই কংগ্রেস নেতার দাবি, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বন্দে মাতরম গেয়ে সভা শুরু হয়েছিল, শেষ হয়েছিল জন গণ মন গেয়ে। অসম কংগ্রেসও জানিয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হলেও, এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান। কেন এই গান ভারতে গাওয়া যাবে না? বিজেপি এই ইস্যু নিয়ে বিতর্ক তৈরি করে বাঙালি বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ করছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির আবেগ, তা মনে করিয়ে দিয়েছে বিজেপিকে। তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব বলেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী বারবার নতুন নতুন রাস্তা খুঁজে বের করছেন অসমের বাঙালিদের বাংলাদেশি সাজানোর। আমি যে ভিডিয়ো দেখেছি, তাতে সভার শেষে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শেষ করা হচ্ছে। হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে বলব, আপনি বাঙালিদের অপমান করছেন। উনি পুরো তথ্য পাওয়ার আগেই পদক্ষেপ করছেন। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এই প্রসঙ্গে বলেন, স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের গান এখানে গাওয়ার কী দরকার? এটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এগুলো একটা প্যান- ইসলামিক চক্র, যারা ভারতকে খণ্ড করতে চায়। ভারতের সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করতে চায়। তাদের দোসর হিসাবে কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেস ও আরও অনেক শক্তি। ঘরে বাইরে লড়াই লড়তে হবে আগামিদিনে। অসম পুলিশ একদম ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কেও ভাগ করা যায়?

বাসে কন্টেনারের ধাক্কা আহত ১৯ জন বাংলাদেশি পুণ্যার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১ নভেম্বর ঃ গয়া যাত্রার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় জখম হলেন একদল বাংলাদেশি পুণ্যার্থী। শনিবার ভোররাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার মুসুন্ডা গ্রাম সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে এই দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি টুরিস্ট বাসে প্রায় ৫৮ জন বাংলাদেশি পুণ্যার্থী কলকাতা থেকে গয়া যাচ্ছিলেন। সেই সময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি কন্টেনার ট্রাক বাসটিকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসের সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। বাসচালকসহ মোট ১৯ জন আহত পুণ্যার্থীকে প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, পরে তাদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও অধিকাংশের আঘাত তুলনামূলকভাবে হালকা বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। চিকিৎসার পর পুলিশ তাদের পুনরায় ঘটনাস্থল মুসুন্ডায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। জনৈক পুণ্যার্থী জানান, তারা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে গত ২৯ অক্টোবর দুটি টুরিস্ট বাসে করে গয়া যাত্রা শুরু করেন। মোট ১১৭ জন পুণ্যার্থী এই সফরে অংশ নেন। তারা কলকাতা হয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গয়া যাচ্ছিলেন। মুসুন্ডা এলাকায় পৌঁছানোর পরই ঘটে এই দুর্ঘটনা। জামালপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত কন্টেনার ট্রাকটি আটক করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দায়িত্ব নিয়েই গঙ্গাসাগর পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর, ১ নভেম্বর ঃ কয়েকদিন আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার নতুন জেলা শাসক হিসেবে দায়িত্ব পান অরবিন্দ কুমার মিনা। দায়িত্ব নেবার পর গঙ্গাসাগর পরিদর্শন এবং কপিলমুনি মন্দিরে পূজা দিতে এলেন জেলাশাসক। শনিবার দিন নামখানা পয়েন্ট থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদ এর সহ-সভাধিপতিকে সাথে নিয়ে গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। মূলত যেভাবে সাগরের একাংশ ভেঙে পড়েছে সেখানে প্রশাসনের কাছে এবারে বড় চ্যালেঞ্জ কপিলমুনির মন্দিরকে রক্ষা করা ও পুর্ণ্যার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পুণ্য স্নান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Sixty one (61) nos**. works vide **E-NIT No:16/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026 & 17/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026**, **Dated-31/10/2025** of **Haripur Kinkarbati Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

বিশাখাপত্তনম - বব্বিলি সেকশনে ইন্টার-জোনাল সেফটি অডিট পরিচালনা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও-এর একটি উচ্চ-স্তরীয় সেফটি অডিট টিম, যার নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী উত্তম প্রকাশ, প্রিন্সিপাল সিফ সেফটি অফিসার, সম্প্রতি সাউথ ক'স্ট রেলওয়ের (এসসিওআর)

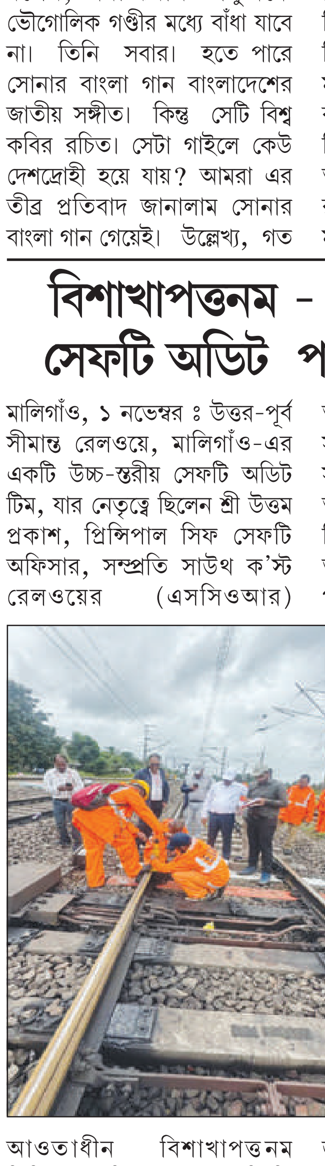

আওতাধীন বিশাখাপত্তনম ডিভিশনের বিশাখাপত্তনম-বব্বিলি সেকশনে একটি ব্যাপক সুরক্ষা অডিট পরিচালনা করেছেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্থাপনা, স্টেশন এবং লেভেল ক্রসিংগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা মূল্যায়ন এবং শক্তিশালী করা যায়। ইন্টার-জোনাল সেফটি অডিট, মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের দ্বারা পরিচালিত একটি নিয়মিত এবং ব্যাপক অনুশীলন, যার লক্ষ্য হল সুরক্ষা মানগুলির কঠোরভাবে মেনে চলাটা নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত সমস্ত পরিচালনগত নির্দেশিকা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা। এই অডিট সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং সমস্ত রেলওয়ে জোনে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি সমানভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিকাঠামো, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রোটোকলের বিস্তারিত মূল্যায়ন করে, এই অনুশীলন ট্রেন পরিষেবার সামগ্রিক নির্ভরযোগ্যতা এবং সুরক্ষা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বিভিন্ন জোনের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত অডিট দলগুলি ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন সেকশন পরিদর্শন করে স্থল পর্যায়ের সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে, ইন্টার- জোনাল অভিজ্ঞতা এবং সুগম ও দক্ষ ট্রেন পরিচালনের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে। এই সহযোগিতামূলক পদ্ধতির ফলে ভারতীয় রেলওয়ের উপকার হয়, ধারাবাহিক উন্নতির সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে যাত্রী ও মালবাহী উভয়ের জন্য সুরক্ষামূলক ভ্রমণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিস্তারিত পরিদর্শনের সময়, অডিট টিম গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো পরীক্ষা করে, যার মধ্যে পেন্ডুর্তি- কোট্টাবলাসা (৮৫৫.২৩৬ থেকে ৮৫৫ কিলোমিটার) এর মধ্যে কার্ভ নং ৮, কোট্টাবলাসা স্টেশন ইয়ার্ড (পয়েন্ট এবং ক্রসিংস), আলমন্ডা- কোরুকোন্ডার (মিডিল লাইন) মধ্যে প্রধান সেতু, কোমাটিপল্লি- ডোনকিনাভালাসার মধ্যে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং-পরিচালিত লেভেল ক্রসিং গেট, সেইসাথে বব্বিলি স্টেশন এবং এর রিলে রুম, কোমাটিপল্লি ইয়ার্ড, কোমাটিপল্লিতে ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন, লেভেল ক্রসিং গেট আরভি-৩২৩, কোচিং ক্রু লবি, এ্যাক্সিডেন্ট রিলিফ মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ভ্যান, এ্যাক্সিডেন্ট রিলিফ ট্রেন, নতুন কোচিং কমপ্লেক্স, রানিং রুম এবং বিশাখাপত্তনমে রুট রিলে ইন্টারলকিং (আরআরআই) কেবিন। অডিট টিমে ওয়াল্টেয়ার ডিভিশনের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ট্রাফিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল ও টেলিকমিনিউকেশ্যন, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক এবং সুরক্ষা সহ বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ছিলেন। ললিত বোহরা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার ওয়াল্টেয়ার ডিভিশনের অডিট টীমের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই ধরনের পর্যাযক্রমিক ইন্টার- জোনাল পরিদর্শন সুরক্ষা কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, সিস্টেমিক গেপ চিহ্নিতকরণ এবং কর্মক্ষম সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রস্তাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অডিটের ফলাফলগুলি বিস্তারিত প্রতিবেদনে সংকলিত করা হবে, তারপরে রেল মন্ত্রণালয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নেটওয়ার্ক জুড়ে রেলওয়ে সুরক্ষা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য এগুলি বিশ্লেষণ করা হয়।

ঝাড়গ্রামে ফের হাতির তান্ডব, নষ্ট ফসল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১ নভেম্বর ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ফের হাতির তান্ডব। শুক্রবার রাতে ঝাড়গ্রাম ব্লকের আমদই এলাকায় প্রায় ৪৫ থেকে ৫০টি হাতির একটি দল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের গুরগুরিপাল এলাকা থেকে কংসাবতী নদী পেরিয়ে হাতির দলটি আমদই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, শসা- সহ একাধিক শীতকালীন ফসলের ক্ষেত তছনছ করে দেয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বনদফতরকে খবর দেওয়া হলেও সময়মতো কেউ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। পরে স্থানীয়রা একত্রিত হয়ে হাতির দলটিকে তাড়া করলে তারা ফের কংসাবতী নদী পেরিয়ে গুরগুরিপালের দিকে চলে যায়। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানিয়েছেন, প্রতি বছর হাতির দাপটে ফসলের বিরাট ক্ষতি হয়, কিন্তু বনদফতরের দেওয়া ক্ষতিপূরণ সেই তুলনায় অনেক কম। বনদফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেসব কৃষকের ফসলের ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা আবেদন করলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রায় সারা বছর ধরেই দলছুট ও স্থায়ী হাতির তান্ডব লেগে থাকে। ফসলের পাশাপাশি অনেক সময় খাবারের সন্ধানে গ্রামেও ঢুকে পড়ে হাতির দল, ফলে বছরের পর বছর আতঙ্কে দিন কাটছে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির মানুষের।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of **N.L.e.T No-16/HPS/APAS/2025-26, 17/HPS/APAS/2025-26 & 18/HPS/APAS/DGP/2025-26.** Documents and other details is available in the website tenders.gov.in. The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours on dated 25/11/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/-
Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Open tender for the 1 (One) No . work of "Repair to the ghouges & raincuts inbetween Gabtala RCC Bridge(ch.13.07 Km) & Jirangachhi RCC Bridge (ch.14.013 Km) of Lower Bagjola Khal (R/B), Block - Bhangar II, Dist. - North 24 Parganas.. " is invited vide SNIT No. 16/EE/MDD- I/2025-26 under MDD-I. Details of SNIT and documents may be downloaded from **www.wbiwd.gov.in** on and from 02/11/2025 at 16:00 Hrs. and last date and time of application of tender 06/11/2025 up to 15:00 Hrs.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I.
Jalasampad Bhavan, 4 th Floor, Kol. -91

UNITY Small Finance Bank

Unity Small Finance Bank Limited
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনী, সান্তাক্রুজ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখলের নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন

যদিও, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে উল্লেখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণকে বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের উপর নিম্নে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা ৮ এর বিধানাবলী, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম এবং ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর চাহিদা বিজ্ঞপ্তির	তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. সিনিয়র এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) নীলাদ্রি গোলদারের মাধ্যমেদ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ২. নীলাদ্রি গোলদার (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকগ্রহীতা) ৩. রূপালী গোলদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) গ্রাম - উত্তর কাঁকুরিয়া, পোঃ - খলিসাদি হরিপুর, পিএস - হাওড়া, কাঁকুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৫। এছাড়াও গ্রামে - উত্তর কাঁকুরিয়া, দাগ নং ১৫০৩ জে এল ৯, খতিয়ার নং- ৪৭০৩ মৌজা হরিপুর, গ্রাম - শালিপুর পঞ্চায়েত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৫। লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর-CFSLKOLLOAN000005002449। প্রতীকী দখলের তারিখ-২৮-১০-২০২৫	**০৯.০৪.২০২৫ তারিখে প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ১২,৯৪,০৯৭.৫২ টাকা (বারো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতান্ন পয়সা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) পরিমাণের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি, ১০.০৪.২০২৫ তারিখে।**

বন্ধককৃত / সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ প্রায় ৫ দশমিক পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, প্রায় ২০০ বর্গফুট স্থায়ী থেরিয়নের কাঠামো পরিমাপের সাথে সামান্য বেশি বা কম হবে, যা মৌজা - হরিপুর, জে.এল. নং ৯, তৌজি নং ২৩-এ অবস্থিত, যা আর.এস.-এর অধীনে এল.আর. খতিয়ান নং ৪৭০৩ এবং থানা-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১৫০৩-এর সাথে সম্পর্কিত। শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে হারোয়া, জেলা ২৪ পরগণার (উত্তর) মধ্যে, যা নীচের মতো বেষ্টিতঃ সীমানা- পূর্বঃ কাজল গোলদারের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমঃ সূর্য গোলদারের সম্পত্তি দ্বারা, উত্তরঃ বাবুরাম গোলদারের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণঃ ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম এবং ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর চাহিদা বিজ্ঞপ্তির	তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১.সুপ্রিয় গমের দোকান (ঋণগ্রহীতা) সুপ্রিয় মন্ডলের মাধ্যমে / দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন ২. সুপ্রিয় মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধক) ৩. বেচারাম মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৪. মাধবী মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) গ্রাম - হরিপুর পাড়া হরিপুর, থানা- হাড়োয়া, পোঃ খালিসাদি, শালিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৪৭৪৩৪২৫. এছাড়াও মৌজা হরিপুর জে এল নং ০৯ এলআর দাগ নং ৬ খতিয়ান নং ৫২৮২, থানা- হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৪৭৪৩৪২৫। এছাড়াও গ্রাম হরিপুর থানা- হাড়োয়া, পোঃ খালিসাদি দাগ নং ৬ / ৮৭১ জে এল নং ০৯ মৌজা হরিপুর, খতিয়ান নং ৫২৮২, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৪৭৪৩৪২৫ । ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ-USFBKOLLOAN000005006015। প্রতীকী দখলের তারিখ- ২৮.১০.২০২৫	০৯.০৪.২০২৫ তারিখে প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ৩৯,৫২,৮৫৫.৯৫ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার আটশো পঞ্চান্ন এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র) পরিমাণের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি ১০.০৪.২০২৫ তারিখে।

বন্ধকী / সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ সম্পত্তি ১. - বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনের সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল যার স্থল তলা পরিমাপ করা হয়েছে প্রায় ৬৬৪ বর্গফুট। একই রকম কম বা বেশি এবং প্রথম তলা পরিমাপ করা হয়েছে প্রায় ৭৫৬ বর্গফুট। জমির উপর নির্মিত এবং নির্মিত হযেছে ৪.৯৪ দশমিক পরিমাপ করা হয়েছে মৌজায়ঃ হরিপুর, জে.এল. নং ৯, আর.এস. নং ৭৯, তৌজি নং ২৩, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৬ এর অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং ১৯০৫, এল.আর. খতিয়ান নং এর সাথে সম্পর্কিত। ১৪৩৭ বর্তমান ৫২৮২ হরিপুরান্দরে অবস্থিত এবং অবস্থিত। খালিসাদি, থানা- হাড়োয়া, পিন ৭৪৩৪২৫ উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় সালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে। নীচের মতো সীমানাযুক্তঃ- সীমানা- পূর্বঃ আর.এস. দাগ নং ৫ এর সম্পত্তি অনুসারে, পশ্চিমঃ আর.এস. দাগ নং ৭ এর সম্পত্তি অনুসারে, উত্তরঃ ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ এবং সুব্রত মন্ডলের সম্পত্তি অনুসারে, দক্ষিণঃ আর.এস. দাগ নং ১৮৮ এর সম্পত্তি অনুসারে। সম্পত্তি ২ঃ - প্রায় ১৪৬৫ বর্গফুট আয়তনের দুই তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, যার ভূমির পরিমাপ প্রায় ৮১৮ বর্গফুট আয়তনের, একই রকম সামান্য বা কম এবং প্রথম তলার পরিমাপ প্রায ৮১৮ বর্গফুট আয়তনের, একই রকম সামান্য বা কম জমিতে নির্মিত এবং নির্মিত, পরিমাপ ৪.৯৪ দশমিক, মৌজায় গঠিত হরিপুর, জে.এল. নং ৯, আর.এস. নং ৭৯, তৌজি নং ২৩, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৬৮৭১, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯০৫, এল.আর. খতিয়ান নং এর সাথে সম্পর্কিত। ১৪৩৭ বর্তমানে ৫২৮২ হরিপুরান্দরে অবস্থিত এবং অবস্থিত। থানা- খলিশাদি, থানা হাড়োয়া, পিন-৭৪৩৪২৫ উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় সালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে। নীচের অংশে অবস্থিত- সীমানাঃ- পূর্বঃ ৫ নম্বর আরএস দাগের সম্পত্তি, পশ্চিমঃ ৭ নম্বর আরএস দাগের সম্পত্তি, উত্তরঃ ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ এবং বেচারাম মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণঃ ১৮৮ নম্বর আরএস দাগের সম্পত্তি।

তারিখঃ ০২ ।১১ ।২০২৫, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /- অথোরাইজড অফিসার, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক — **West Bengal Gramin Bank**
(সরকারী মালিকানাধীন শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক) — (Scheduled Bank Owned by Government)
ওয়েবসাইট : www.wbgb.co.in — Website: www.wbgb.co.in

হাওড়া আঞ্চলিক অফিস
দ্বিতীয় তলা, গজানন অ্যাপার্টমেন্ট, ইচ্ছাপুর মোড়, অসীম রায় সরণি, কদমতলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১

এতদ্বারা একটি নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) সনাকা রায়, পুত্র পঞ্চু রায়, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের (পূর্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক) নুন্তিয়াহাট শাখা থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণগুলিকে অ-কার্যকর সম্পদ (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি অকার্যকরভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং তাই তাদের এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে।

ক্রম নং.	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম ও ঠিকানা	জমাকৃত সম্পদের সম্পত্তি / ঠিকানার বিবরণ বলবৎ করা হবে	১) নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ-র তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুসারে)
১	**ঋণগ্রহীতা ঃ সনকা রায় ডব্লু /ও পঞ্চু রায়** **ঠিকানা ১**-আকুভাগ পশ্চিম হলিয়ান, বাগনান, হাওড়া- ৭১১৩১২ **ঠিকানা**-২- আকুভাগ, রূপাসগরি, হলিয়ান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৩১২ **জামিনদার- পঞ্চু রায় এস /ও সুনীল রায়** **ঠিকানা ১**-আকুভাগ পশ্চিম হলিয়ান, বাগনান, হাওড়া- ৭১১৩১২ **ঠিকানা**-২- আকুভাগ, রূপাসগরি, হলিয়ান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৩১২ A/C-10370610011617	বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ০৫০৬-২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬২৭৩ থেকে ৩৬২৮৫ পর্যন্ত ২০২২ সালের দলিল নং ০৫০৬০১৫৫৪ তারিখ ২৯.০৩.২০২২, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, এ.ডি.এস.আর. বাগনান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গের অফিসে নিবন্ধিত। ১৩-১০-২০২২ তারিখের অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে আংশিকভাবে নির্মিত কাঠামো (প্রস্তাবিত একতলা আবাসিক ভবনের জন্য প্লিন্থ পর্যন্ত) সহ সমস্ত জমির টুকরো এবং অংশ যার মেঝের ক্ষেত্রফল ১০৩০.৭৭ বর্গফুট (অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তাবিত), এবং জমির ক্ষেত্রফল ৭.০৩ দশমিক, জমির প্রকৃতি বাস্তু, ঠিকানা - গ্রাম - মির্জাপুর, পোস্ট অফিস - মুগকল্যাণ, থানা - বাগনান, জেলা হাওড়া - ৭১১৩১২, দাগ নং. সাবেক - ৫২৫ এবং এইচএএল - ৫৮০ সাবেক- ৫২৬ এবং এইচএএল - ৫৮১ খতিয়ান নং এইচএএল - ১১৩৭ ১৩৭৯, জেএল নং ৯০, মৌজা- চন্দ্রভাগ, জিপি- শ্রীমতি সনকা রায় স্ত্রী পঞ্চু রায়ের নামে চন্দ্রভাগ। বাটযুক্ত এবং সীমানাঃ উত্তরে- ৪' প্রশস্ত পথ, দক্ষিণে- ড্রেন, পূর্বে- কল্পনা সেনের সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৪' প্রশস্ত পথ।	১) ১৬.০৯.২০২৫ ২) ২৯.১১.২০২৪ ৩) ৩১.০৫.২০২৫ তারিখের হিসাবে ৪.৯৯,৬০৩.৭৮ টাকা (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শ তিন টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) মাত্র ০১.১১.২০২৪ থেকে ৩১.০৫. ২০২৫ সময়কালের জন্য প্রযোজ্য সুদ সহ ২৩,৭৩৮.৬৩ টাকা, আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ ইত্যাদি।
	ঋণগ্রহীতা ঃ সনকা রায় ডব্লু /ও পঞ্চু রায় **ঠিকানা ১**-আকুভাগ পশ্চিম হলিয়ান, বাগনান, হাওড়া- ৭১১৩১২ **ঠিকানা**-২- আকুভাগ, রূপাসগরি, হলিয়ান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদার- পঞ্চু রায় এস /ও সুনীল রায়** **ঠিকানা ১**-আকুভাগ পশ্চিম হলিয়ান, বাগনান, হাওড়া- ৭১১৩১২ **ঠিকানা**-২- আকুভাগ, রূপাসগরি, হলিয়ান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৩১২ A/C-10370610010733	বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ০৫০৬-২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬২৭৩ থেকে ৩৬২৮৫ পর্যন্ত ২০২২ সালের দলিল নং ০৫০৬০১৫৫৪ তারিখ ২৯.০৩.২০২২, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, এ.ডি.এস.আর. বাগনান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গের অফিসে নিবন্ধিত। ১৩.১০.২০২২ তারিখের অনুমোদিত পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে আংশিকভাবে নির্মিত কাঠামো (প্রস্তাবিত একতলা আবাসিক ভবনের জন্য প্লিন্থ পর্যন্ত) সহ সমস্ত জমির টুকরো এবং অংশ, যার মেঝের ক্ষেত্রফল ১০৩০.৭৭ বর্গফুট (অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তাবিত), এবং জমির ক্ষেত্রফল ৭.০৩ দশমিক, জমির প্রকৃতি বাস্তু, ঠিকানা - গ্রাম - মির্জাপুর, পোস্ট অফিস - মুগকল্যাণ, পোস্ট অফিস - বাগনান, জেলা। হাওড়া- ৭১১৩১২, দাগ নং সাবেক- ৫২৫ ও এইচএএল - ৫৮০ সাবেক- ৫২৬ ও এইচএএল - ৫৮১ খতিয়ান নং এইচএএল - ১১৩৭ ১৩৭৯, জেএল নং ৯০, মৌজা- চন্দ্রভাগ, জিপি- শ্রীমতি সনাকা রায় স্ত্রী পঞ্চু রায়ের নামে চন্দ্রভাগ। বাটযুক্ত এবং সীমানা- উত্তরেঃ ৪' প্রশস্ত পথ, দক্ষিণে- ড্রেন, পূর্বে- কল্পনা সেনের সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৪' প্রশস্ত পথ।	১) ১৬.০৯.২০২৫ ২) ২৯.১১.২০২৪ ৩) ৩১.০৫.২০২৫ তারিখের হিসাবে ২,৬২,৭৪২.৭২ টাকা (দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ টাকা এবং মাত্র বাহাত্তর পয়সা) ০১.১১.২০২৪ থেকে ৩১.০৫.২০২৫ সময়কালের জন্য প্রযোজ্য সুদ সহ ১৩,১১৪.৭৫ টাকা। আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ ইত্যাদি সহ।

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং / অথবা তাদের জামিনদার(গণ) (যখনই প্রযোজ্য) কে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান করা হচ্ছে, অন্যথায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

তারিখ- ০২ ।১১ ।২০২৫
স্থান- হাওড়া
(অথরোইজড অফিসার)
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাঙ্ক, হাওড়া রিজিওন

খাওয়া-দাওয়া

ভাপার চেয়ে চিতই পিঠার ক্যালরি মূল্য অনেক কম

শীতকালে সবচেয়ে সহজলভ্য পিঠা হলো ভাপা আর চিতই। রাস্তার ধারের দোকানগুলো থেকেও এই দুই পিঠা কিনে খেতে পারেন। অধিক তাপে তৈরি হয় বলে এই দুই পিঠা থেকে জীবাণু সংক্রমণ হয় না বললেই চলে। চিতই পিঠায় শুধু চালের গুঁড়ার পুষ্টিগুণ পাওয়া যায়। আর ভাপা পিঠায় চালের গুঁড়াসহ গুড় ও নারকেলের পুষ্টিগুণ মিলবে। তাই চিতই পিঠা অপেক্ষা ভাপা পিঠার পুষ্টিগুণ বেশি।

তবে ক্যালরি মূল্যে হিসাব করলে ভাপার চেয়ে চিতই পিঠার ক্যালরি মূল্য অনেক কম। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণ ও হজমের সুবিধার জন্য চিতই পিঠা খাওয়া ভালো।

শুধু স্থূলতার জন্যই নয়, ডায়াবেটিস ও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ভাপা পিঠা বেশি খেলে রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। যাঁরা কিডনির জটিলতায় ভুগছেন, তাঁরা ভাপা পিঠা খেতে চাইলে ক্লিনিক্যাল প্যারামিটারগুলো জেনে ও বুঝে খাবেন, যেমন শরীরে পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম এসবের বর্তমান অবস্থা বুঝে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খেতে হবে।

ভাপা পিঠা

ভাপা পিঠা প্রধানত চালের গুঁড়া ও মিষ্টি গুড় দিয়ে তৈরি হয়। স্বাদ আরও বাড়াতে নারকেল কোরা ব্যবহার করা হয়। সব মিলিয়ে একটি ভাপা পিঠায় কমপক্ষে প্রায় ৬০০ ক্যালরি থাকে। চালের গুঁড়া এ পিঠার মূল উপাদান। এতে প্রায় ৯০ শতাংশ শর্করা, ২ শতাংশ প্রোটিন ও চর্বি থাকে। ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন ইত্যাদি ভালো উৎস হিসেবেও আতপ বা সাদা চালের গুঁড়া কাজ করে।

ভাপা পিঠাকে মিষ্টি করার জন্য খেজুরের গুড় দেওয়া হয়। খেজুরের গুড়ে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও খনিজ পদার্থ (আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি), যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। রক্তস্বল্পতা, বাতের ব্যথা, হজমের সমস্যা ও ঠান্ডা কাশি উপশমে সাহায্য করে। ভাপা পিঠায় ব্যবহৃত নারকেলে ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও পলিফেনলস থাকে, যা শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এর সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম শরীরে জলীয় ভারসাম্য ঠিক রাখে।

চিতই পিঠা

সাধারণত চিতই পিঠা আতপ চালের গুঁড়া থেকেই তৈরি হয়। যে কারণে এতে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে। চালের গুঁড়া দ্রুত হজমে সাহায্য করে এবং তাড়াতাড়ি পেট ভরায়। এ ছাড়া চালের গুঁড়া থেকে ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন পাওয়া যায়। সামান্য পরিমাণে অন্যান্য উপাদানও থাকে।

চিতই পিঠার ক্যালরি মূল্য ভাপার চেয়ে কম। তবে চিতই পিঠা মিষ্টি গুড় বা চিনি সহযোগে দুধে ডুবিয়ে খেলে ক্যালরি মূল্য বেড়ে যায়। চিতই পিঠা ঝালজাতীয় বিভিন্ন ভর্তা দিয়ে খাওয়া হয়, যেমন শুঁটকি, ধনেপাতা, শর্ষে ভর্তা ইত্যাদি। এতেও ক্যালরি বাড়ে।

পিঠা খাওয়ার নিয়ম

১. ভারী খাবার খাওয়ার পর পিঠা খাবেন না। পিঠাকে নাশতা হিসেবে না খেয়ে যেকোনো এক বেলার প্রধান মিল বা খাবার হিসেবে গ্রহণ করবেন। চিতই পিঠা দুপুরে বা রাতের ভাত বা রুটির পরিবর্তে দুই থেকে তিনটি খেতে পারেন। ভাপা পিঠাও কোনো বেলার মূল খাবারের পরিবর্তে এক থেকে দুটি খেতে পারেন।

২. যেহেতু পিঠা উচ্চ ক্যালরিযুক্ত, তাই বেশি খেয়ে ফেললে ৩০ মিনিট অতিরিক্ত হাঁটবেন বা কায়িক পরিশ্রম করে নেবেন।

ফুলকপি দিয়ে কোড়াল মাছ রান্না

উপকরণঃ কোরাল মাছ ১ কেজি, কাঁচা মরিচ আধা কাপ, শর্ষের দানা ২ চা-চামচ, রসুনের কোয়া ৪টি, হলুদগুঁড়া ২ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, ফুলকপি আধা কেজি, শর্ষের তেল ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, টমেটো ৩-৪টি, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি ফালি করা।

প্রণালিঃ কোরাল মাছের টুকরা ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। কাঁচা মরিচ সেদ্ধ করে নিন। কাঁচা মরিচের সঙ্গে রসুনের কোয়া, শর্ষের দানা ও লবণ দিয়ে শিলপাটায় পিষে নিন। ফুলকপি টুকরা করে ধুয়ে নিন। সসপ্যানে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কষিয়ে নিন।

হলুদের গুঁড়া দিন। পেঁয়াজের কাঁচা ভাব চলে গেলে রসুনবাটার মিশ্রণ আর অর্ধেক টমেটো দিয়ে কষাতে হবে। ফুলকপি দিয়ে সামান্য জল দিয়ে কষিয়ে নিন। প্রয়োজন অনুযায়ী লবণ দিন। মাছ দিয়ে আরেকটু কষান। টমেটো দিয়ে বসা ঝোল করুন। মৃদু আঁচে কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে রেখে দিন। ধনেপাতা ও কয়েকটা কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। ধোঁয়া ওঠা ভাত দিয়ে পরিবেশন করুন। এ রান্না নতুন ফুলকপি দিয়ে করতে হয়।

ছোট ট্যাংরা মাছে পুতা বেগুন

উপকরণঃ কয়েক রকমের ছোট মাছ আধা কেজি, গোটা শুকনা মরিচ আধা কাপ, রসুনের কোয়া ৩-৪টি, শর্ষের তেল ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, শর্ষের দানা ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, টমেটো ২-৩টি, জল পরিমাণমতো, পুতা বেগুন ২টি (গোল সবুজ বেগুন), ছুরি শুঁটকি ১টির অর্ধেক, কাঁচা মরিচ প্রয়োজনমতো, ধনেপাতা পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ ছোট মাছ ভালো করে বেছে নিন। ধুয়ে নিতে হবে। শুকনা মরিচ জলেতে ভিজিয়ে নিন। এবার রসুন, জলে ভেজানো মরিচ, শর্ষে শিলপাটায় পিষে নিতে হবে। প্যানে তেল গরম করে নিন। পেঁয়াজ দিয়ে কষাতে হবে। পেঁয়াজের কাঁচা ভাব চলে গেলে রসুনবাটার মিশ্রণ, হলুদগুঁড়া, লবণ দিয়ে দিন। কয়েক টুকরা টমেটো দিয়ে কষাতে হবে। প্রয়োজনে একটু জল দিতে হবে। এরপর টুকরা করা পুতা বেগুন, শুঁটকি দিয়ে কষিয়ে নিন। মাছ ও বাকি টমেটো দিয়ে দিন। মাখা মাখা ঝোল করে রান্না করতে হবে। কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা দিয়ে নামান।

আমডালের পাতুরি করে আপনি খেয়েছেন, রইল নতুন রেসিপি

উপকরনঃ বুটের ডাল মিহি বাটা আধা কাপ, নারকেল মিহি বাটা আধা কাপ, কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ বা স্বাদমতো, লবণ পরিমাণমতো, আস্ত কাঁচা মরিচ প্রয়োজনমতো, হলুদের গুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা আমবাটা ৩ চা-চামচ, শর্ষের তেল সিকি কাপ, সাদা শর্ষেবাটা আধা চা-চামচ, ভাজা জিরাগুঁড়া ১ চিমটি, কলাপাতা পছন্দমতো আকার করে কাটা ৭৮ টুকরা।

প্রণালিঃ প্রথমে বুটের ডাল ভালো করে ধুয়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর মিহি করে বেটে নিতে হবে বা ব্লেন্ড করে নিন। একটা বাটিতে শর্ষের তেলসহ ওপরের সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে মেখে নিন। এবার কলাপাতাগুলো একটু সেঁকে নিতে হবে। কলাপাতার ওপরে ডালের মিশ্রণ থেকে ২ চা-চামচ নিয়ে চারকোনা আকার করে বিছিয়ে দিতে হবে। আস্ত কাঁচা মরিচ ১টি আর সামান্য একটু শর্ষের তেল দিয়ে কলাপাতা ভাঁজ করে নিন। একটা প্যান চুলায় বসিয়ে গরম করে নিতে হবে। চুলার আঁচ কমিয়ে কলাপাতাগুলো প্যানে বিছিয়ে দিয়ে ঢেকে রাখুন। এভাবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। এক পিঠ হলে উল্টে আর এক পিঠ ভেজে ফেলুন। হয়ে গেলে গরম-গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

তন্দুরি পরোটার

উপকরনঃ ময়দা ৩ কাপ, ডালডা আধা কাপ, লবণ ১ চা-চামচ, কিশমিশ ও পনির প্রয়োজনমতো, চিনি সিকি কাপ, জল পরিমাণমতো, তেল ২ টেবিল চামচ, চিজ আধা কাপ, ডিম ১টা এবং গুঁড়া দুধ আধা কাপ।

প্রণালিঃ ময়দা, লবণ, তেল, চিনি, দুধ দিয়ে খুব ভালো করে ময়ান করে নিতে হবে। এবার ডিম ও জল দিয়ে মোটামুটি নরম খামির বানিয়ে নিন। এই খামির ৩০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। ৩০ মিনিট পর ওই খামিরকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে একটি প্রশস্ত জায়গায় ফাঁকা ফাঁকা করে তেলে ডুবিয়ে ২ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এবার একটি বড় পিঁড়িতে তেল মাখিয়ে নিন। তেলে ভেজানো একটি করে ডো নিয়ে হাত দিয়ে চেপে ও টেনে পাতলা করে বড় করতে হবে। ডালডা ভালোভাবে ময়ান করে অল্প তেলের সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা রুটির ওপর প্রলেপ দিন। প্রলেপের ওপর চিজ ও কিশমিশ ছড়িয়ে দিতে হবে। রুটিটি চার ভাঁজ করে নিন।

একই নিয়মে ওই ভাঁজের ওপর ডালডার হালকা প্রলেপ দিয়ে চার ভাঁজ করে গোল করে ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর ওভেন ট্রেতে ঘি ব্রাশ করে চেপে চেপে পরোটার আকার করে ওভেন ১৮০ ডিগ্রিতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করে নামিয়ে ওপরে ঘিয়ের ছিটা দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

সোনার টয়লেট নিলামে উঠছে আমেরিকা, কত জানেন

নিলামঘর সদবিস গতকাল শুক্রবার ইতালীয় শিল্পী মরিজিও ক্যাটেলানের তৈরি সম্পূর্ণ সোনার টয়লেটটি নিলামে তোলার কথা ঘোষণা করেছে। এ ভাস্কর্যটির নাম 'আমেরিকা'। সদবিস জানিয়েছে, এ শিল্পকর্ম এটাই দেখাতে চায়, কখনো কখনো শিল্পের 'মূল্য' আর তার বাজারে বিক্রির 'মূল্য' এক নয়। এটি শুধু শিল্পকর্মই নয়, একটি পুরোপুরি ব্যবহারযোগ্য টয়লেটও। এ টয়লেটেরই অনুরূপ একটি সংস্করণ ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ব্লেনহাইম প্রাসাদ থেকে চুরি হয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় আসে। ১৮ নভেম্বর নিউইয়র্কে এ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। টয়লেটটির সর্বনিম্ন দর ধরা হয়েছে এর সোনার বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী। এতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ১০১. ২ কিলোগ্রাম (২২৩ পাউন্ড) খাঁটি সোনা, যার দাম এখন প্রায় ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) মার্কিন ডলার (প্রায় ১২২ কোটি টাকা)। সদবিসের নিউইয়র্ক শাখার সমসাময়িক শিল্প বিভাগের প্রধান ডেভিড গ্যালপারিন বলেন, ক্যাটেলান হচ্ছেন এমন একজন শিল্পী, যিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে সবাইকে ভাবাতে ও চমক দিতে

পছন্দ করেন। ক্যাটেলান শুধু বিতর্ক সৃষ্টিকারীই নন বরং অত্যন্ত সফল শিল্পী। তাঁর আরেকটি কাজ, 'কমেডিয়ান'। অর্থাৎ দেয়ালে টেপ দিয়ে আটকানো একটি কলা। গত বছর নিউইয়র্কের এক নিলামে ৬২ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছিল শিল্পকর্মটি। এর আগে ২০১৬ সালে ক্রিস্টিস নিলামে ক্যাটেলানের আরেকটি ভাস্কর্য 'হিম' ১ কোটি ৭২ লাখ ডলারে বিক্রি হয়। ভাস্কর্যটিতে নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলারকে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দেখা যায়। ক্যাটেলান নিজেই বলেছেন, তাঁর 'আমেরিকা' ভাস্কর্যটি অতিরিক্ত সম্পদ ও বিলাসিতাকে ব্যঙ্গ করে তৈরি করা হয়েছে। তিনি একবার বলেছিলেন, 'তুমি ২০০ ডলারের দুপুরের খাবার খাও বা ২ ডলারের হটডগ, শেষ ফলাফল টয়লেটে গিয়ে একই হয়।' 'আমেরিকা'র দুটি সংস্করণ ২০১৬ সালে তৈরি করা হয়েছিল। যেটি এবার নিলামে উঠছে, সেটি ২০১৭ সাল থেকে এক অজ্ঞাত সংগ্রাহকের কাছে রয়েছে। অন্য সংস্করণটি ২০১৬ সালে নিউইয়র্কের গুগেনহাইম জাদুঘরের একটি বাথরুমে প্রদর্শনের জন্য স্থাপন করা হয়। সেখানে ১ লাখের বেশি দর্শক সার বেঁধে এসেছিলেন।ওই সময় গুগেনহাইম ভাস্কর্যটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর প্রথম দফায় ক্ষমতায় থাকাকালে ধার দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কারণ তিনি জাদুঘর থেকে একটি ভ্যান গঘ চিত্রকর্ম ধার নিতে চেয়েছিলেন।

২০১৯ সালে 'আমেরিকা' প্রদর্শিত হয় উইনস্টন চার্চিলের জন্মস্থান হিসেবে বিখ্যাত ব্লেনহাইম প্রাসাদে। কিন্তু প্রদর্শনীর কয়েক দিনের মধ্যেই একদল চোর ভবনে ঢুকে সেটি পাইপলাইন থেকে খুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। চলতি বছরের শুরুতে দুই ব্যক্তিকে ওই চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে সোনার টয়লেটটি আজও উদ্ধার করা যায়নি।

তদন্তকারীরা ধারণা করছেন, এটি সম্ভবত ভেঙে গলিয়ে ফেলা হয়েছে। গ্যালপারিন বলেন, তিনি অনুমান করতে চান না 'আমেরিকা' শেষ পর্যন্ত কত দামে বিক্রি হতে পারে। তবে তাঁর ভাষায়, ক্যাটেলানের 'ডাকটেপে আটকানো কলা' শিল্পকর্মটি যেমন 'অমূল্য ধারণা থেকে মূল্য তৈরি করা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, 'আমেরিকা' ঠিক তার উল্টো। এখানে মূল উপকরণটিই (সোনা) অত্যন্ত মূল্যবান, যা বেশির ভাগ শিল্পকর্মে থাকে না। আমেরিকা' প্রদর্শিত হবে সদবিসের নতুন নিউইয়র্ক কার্যালয় ব্রয়্যার বিল্ডিংয়ে, ৮ নভেম্বর নিলাম শুরু হওয়ার আগপর্যন্ত। এটি একটি বাথরুমে স্থাপন করা হবে, যা দর্শকেরা কাছ থেকে দেখতে পাবেন। তবে গুগেনহাইম ও ব্লেনহাইম প্রাসাদের মতো এবার দর্শকদের টয়লেটটি ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে না। তাঁরা শুধু দেখতে পারবেন, কিন্তু ফ্লাশ করতে পারবেন না।

'যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে নতুন কোনো বাণিজ্য আলোচনা নয়'

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে নতুন করে কোনো বাণিজ্য আলোচনা হবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডার অন্টারিও প্রদেশ থেকে প্রচারিত একটি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন, 'শুল্ক বিপর্যয় ডেকে আনে।' এ বিষয়ে শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, ওই বিজ্ঞাপনের জন্য কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ক্ষমা চেয়েছেন। এরপরও দুই দেশের মধ্যে নতুন করে কোনো বাণিজ্য আলোচনা শুরু হবে না। ট্রাম্প বলেন, 'আমি তাঁকে (মার্ক কার্নি) খুব পছন্দ করি। কিন্তু তাঁরা যা করেছেন, তা ভুল ছিল। তিনি বিজ্ঞাপনের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কারণ, এটি ছিল একটি ভুয়া বিজ্ঞাপন (ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্যসংবলিত বিজ্ঞাপন)।' এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেননি মার্ক কার্নি। গত সপ্তাহে ট্রাম্প অন্টারিও প্রদেশের ওই বিজ্ঞাপনের কারণে কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করেন এবং দেশটির ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেন। রিগ্যান রিপাবলিকান পার্টির জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তবাজার ও স্বাধীন বাণিজ্যনীতির সমর্থক। অন্টারিও সরকারের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, রোনাল্ড রিগ্যান বলছেন, বিদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ বাণিজ্যযুদ্ধ ডেকে আনে এবং চাকরি হারানোর সংখ্যা বেড়ে যায়। ট্রাম্প এ বিজ্ঞাপনকে 'ভুয়া' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলজাজিরার খবরে বলা হয়েছে, অন্টারিও রাজ্য সরকারের প্রধান ডগ ফোর্ডের দল রিগ্যানের ভাষণ থেকে কিছু অংশ কেটে বিজ্ঞাপনটি তৈরি করেছে। তবে ব্যবহার করা বক্তব্যগুলো রিগ্যানের মূল ভাষণেরই। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনায় অগ্রগতির জন্য ডগ ফোর্ড পরে ওই বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেন। মার্ক কার্নি বলেছেন, কানাডা আলোচনার জন্য প্রস্তুত।

Name Change

I, Bajius Saman S/O–Naosad Ali resident of Mahalandi, Mahalandi, Kandi, Murshidabad, 742136 . That my original name is Bajius Saman, S/O-Naosad Ali recorded in my Aadhar Card No & Voter Identity card no , But in my above noted name have been recorded as Bajius Saman , S/O-Naosad Ali in voter list year 2002 of Kandi assembly constituency bearing part no.- 131, Sl. No.- 152 (Old Epic no. WB/10/065/378186) declared by notary public Berhampore court dated on 31/10/2025

মায়ানমারে বিদ্রোহীদের ধাক্কা! 'চৈনিক চালে' কোণঠাসা আরাকান আর্মি?

১ নভেম্বর ঃ মায়ানমারে জোর ধাক্কা খেল সরকার-বিরোধী বিদ্রোহী জোট ' অ্যালায়েন্স'। চিনের মধ্যস্থতায় সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নিল জোটের অন্যতম বড় গোষ্ঠী টিএনএলএ (তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি)। মঙ্গলবার টিএনএলএ ঘোষণা করেছে, তারা চিনের কুমনিং শহরে মায়ানমারের সামরিক সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর জেরে কি তাহলে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ল আরাকান আর্মি? এই প্রশ্নটিই এখন উঠতে শুরু করেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, মায়ানমারের চুনি খনির শহর মোগোক এবং শান রাজ্যের উত্তরাংশের মোমেইক থেকে টিএনএলএ তাদের সেনা প্রত্যাহার করা শুরু করবে। কিন্তু ঠিক কতদিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, তা স্পষ্ট নয়। তবে সূত্রের খবর, বুধবার থেকেই দু'পক্ষই নিজেদের সেনা প্রত্যাহার করা শুরু করে দিয়েছে। এর আগে চিনের চালেই বিদ্রোহী জোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী এমএনডিএএ (মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি) যুদ্ধ থামানোর কথা ঘোষণা করে। এবার সেই পথে হাঁটল টিএনএলএ। বিশেষজ্ঞদের মতে, জোটের দুই সদস্যের সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্তে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ল তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পর সেখানে সরকার গঠন করে জুন্টা। গত আ।াই বছর ধরে তারাই চালাচ্ছে দেশ। সেই থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে বার বার বিদ্রোহ হয়েছে মায়ানমারে। এর পর জোট বাঁধে তিন বড় বিদ্রোহী গোষ্ঠী টিএনএলএ (তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি), আরাকান আর্মি ও এমএনডিএএ (মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি)। এই জোটের নাম ' অ্যালায়েন্স'। ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে বিদ্রোহী জোট শুরু করে ' ১০২৭'। এর জেরে মায়ানমারের বেশ কয়েকটি প্রদেশে প্রবল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। মায়ানমারের উত্তরের রাজ্য রাখাইনের দখল নিয়ে নেয় আরাকান আর্মি। এই রাখাইনই এখন গৃহযুদ্ধের কেঃদ্রবিঃদু।

হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেখুন', ভ্যান্সকে আহ্বান মার্কিন হিন্দু সংগঠনের

১ নভেম্বর ঃ স্ত্রী হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্মের পথে আসুক। গত বুধবার একটি সভায় এমনটাই ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। তাঁর এই মন্তব্যের পরই বিতর্কের ঝড় ওঠে। এবার ভান্সকে একহাত নিল আমেরিকার একটি হিন্দু সংগঠন। ' আমেরিকান ফাউন্ডেশন' নামের ওই সংগঠনটি এক্স হ্যান্ডেলে ভান্সকে সরাসরি প্রশ্ন করল, আপনি কেন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন না? গত বুধবার একটি সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভ্যান্স বলেন, এখন অধিকাংশ রবিবারই উষা আমার সঙ্গে গির্জায় যায়। আমি ওকেও বলেছি, আজ সকলের সামনেও বলছি, আমি আশা করি একদিন উষাও আমার মতো করেই খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আমি খ্রিস্টান সুসমাচারে বিশ্বাস করি, আশা করি সেই একইভাবে আমার স্ত্রীও একদিন বিশ্বাস করবে। ভান্সের এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেছে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন। সেখানে বলা হয়েছে, হিন্দুরা কাউকে ধর্মান্তরিত করতে চান না। হিন্দধর্মের ব্যক্তির অন্যের ধর্মের প্রয়োজনও হয় না।

ধর্মান্তরণ বিষয়টির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন তরফে বলা হয়েছে। বিষয়টি সকলের জন্যই ' ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরণের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, হিন্দু বিশ্বাসকে অবমাননা করা এবং অনৈতিক উপায়ে ধর্মান্তরণের চেষ্টার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

কার্যত রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমর প্রবচন-' মত তত পথ' মনে করিয়ে দিয়েছে হিন্দু সংগঠনটি। এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে বলা হয়েছে-মুক্তির একটিই পথ এবং সেটা খ্রিস্টের মাধ্যমে, এমন মনে করে না হিন্দু ধর্ম। বরং একাধিক পথে বিশ্বাসী তারা। সংগঠনটি আরও বলেছে, আপনার মতো একজন খ্রিস্টান জনপ্রতিনিধির হিনন্দুধর্ম নিয়ে মন্তব্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়াই যুক্তিসঙ্গত। তা না হওয়াই নজিরবিহীন। বিতর্কের মধ্যে অবশ্য কিছুটা সুর নরম করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। ভ্যান্স তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ' আন্ত ঃধর্মীয় বিবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। যিনি করেছিলেন তিনি সম্ভবত একজন বামপন্থী। অন্যদিকে, আমি একজন জন প্রতিনিধি। প্রশ্নটির পর মানুষও কৌতূহলী ছিলেন। আমি প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে চাইনি।' তাঁর দাবি, তিনি কোনও ধর্মকেই অসম্মান করেননি। এরপরই ভ্যান্স লেখেন, ' স্ত্রী একজন হিন্দু। তাঁর খ্রিস্টান হওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি, আন্ত ঃধর্মীয় বিবাহ অথবা আন্ত ঃ ধর্মীয় সম্পর্ক নিয়ে তিনিও একদিন আমার মতো ভাববেন।' মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের আরও দাবি, তাঁর স্ত্রী উষা চিলুকুরি ভ্যান্সই তাঁকে বহু বছর আগে ধর্মীয় বিশ্বাসের পথে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। উল্লেখ্য, প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসাবে আমেরিকার সেকেন্ড লেডি হয়েছেন উষা। তাঁর পূর্বপুরুষ অন্ধ্রের গোদাবরী টাউনের টানুকুর বাসিন্দা ছিলেন। প্রায় ৫০ বছর আগে ভারত ছেড়ে তাঁরা পাকাপাকিভাবে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন। ইয়েল ল স্কুলে পড়াশোনা করতে গিয়ে জেডির সঙ্গে উষার আলাপ। ২০১৪ সালে খাঁটি ভারতীয় কায়দায় গাটছড়া বাঁধেন তাঁরা। নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে একাধিকবার স্ত্রী উষার অবদানের কথা স্বীকার করেছেন ।

Name Change

I, Manwar Saikh (Old Name) S/O– Fazlur Rahaman resident of Vill-Gakunda , PO-Gajdharpara , PS-Berhampore , Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Manwar Saikh to Manuar Seikh and henceforth I shall be known as Manuar Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Manuar Seikh & Manwar Saikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Alamgir Hossain Ansari (Old Name) S/O– Anisur Rahaman Ansari resident of Paschim Malopara , Juginda , PS- Domkal, Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Alamgir Hossain Ansari to Alamgir Hossain Ansary and henceforth I shall be known as Alamgir Hossain Ansary (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Alamgir Hossain Ansary & Alamgir Hossain Ansari both are same and one identical person.

Name Change

I, Afroja Bibi Ansari (Old Name) W/O– Sahabuddin Ansari resident of Vill & PO- Juginda Malopara , PS- Domkal, Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Afroja Bibi Ansari to Afroja Ansari and henceforth I shall be known as Afroja Ansari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Afroja Ansari & Afroja Bibi Ansari both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdur Rezzak (Old Name) S/O– Ahamad Shaikh resident of Vill- Patenda , Po-Gobarhati , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Abdur Rezzak to Abdul Rejak and henceforth I shall be known as Abdul Rejak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025.My name Abdul Rejak & Abdur Rezzak both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Momin (Old Name) S/O– Musha Sk resident Vill-Upardiha , PO- Mukundapur , PS-Berhampore , Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Momin to Abdul Momin Sk and henceforth I shall be known as Abdul Momin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Abdul Momin Sk & Abdul Momin both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Sarifuddin Sk (Old Name) S/O– Marful Hoque resident of Paschim Tofi , Rajnagar, Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732201 do hereby declared that I have changed my name from Md Sarifuddin Sk to Sarifuddin Sekh and henceforth I shall be known as Sarifuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Sarifuddin Sekh & Md Sarifuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Sekh Samsul Hoda (Old Name) S/O– Late Badruddin Sekh resident of Vill – Mahammadpur , Po-Jangipur , PS- Raghunathganj , Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742213 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Samsul Hoda to Samsul Hoda and henceforth I shall be known as Samsul Hoda (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Samsul Hoda & Sekh Samsul Hoda both are same and one identical person.

Name Change

I, Sagora Bibi Ansari (Old Name) W/O– Anisur Rahaman Ansary resident of Vill-Paschim Malopara , PO- Juginda , PS-Domkal, Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Sagora Bibi Ansari to Sagora Bibi and henceforth I shall be known as Sagora Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Sagora Bibi & Sagora Bibi Ansari both are same and one identical person.

Name Change

I, Rubi Bibi W/O–Md. Abjal Hossain resident of Vill & Po-Saiyadpur , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206. That my original name is Rubi Bibi, W/O- Md Abjal Hossain recorded in my Aadhar Card bearing No. 2958-4676- 6132, & Voter Identity card bearing no. CKS0644039, But in my above noted name and husband's name have been erroneously recorded as Rokiya , W/O- Abjal in voter list year 2001 of Kalichak assembly constituency bearing part no.- 135, Sl. No.- 289 (Old Epic no. WB/07/049/402456). That the above noted Rubi Bibi, W/O- Md Abjal Hossain and Rokiya , W/O-Abjal is the same and one identical person declared by Executive Magistrate at Malda, dated on 08th oct 2025

Name Change

I, Nur Hoque Sk (Old Name) S/O– Ramjan Sekh resident of Vill –Hanumamtanagar , Po-Bhairabpur , PS- Daulatabad ,Dist- Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Nur Hoque Sk to Nur Haque Sk and henceforth I shall be known as Nur Haque Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Nur Haque Sk & Nur Hoque Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Murshida Begam (Old Name) W/O– Golam Gous resident of Vill-Jhaudia , Po -Jaykrishnapur, Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Murshida Begam to Murshida Bibi Mandal and henceforth I shall be known as Murshida Bibi Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/10/2025. My name Murshida Bibi Mandal & Murshida Begam both are same and one identical person.

ঘূর্ণিঝড়ের ‘লেজের’ ঝাপটায় বিপর্যস্ত মুর্শিদাবাদ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ নভেম্বর ঃ হঠাৎ করে তৈরি হওয়া মেঘ এবং তার থেকে হওয়া বৃষ্টিতে সম্প্রতি বেনজিরভাবে বানভাসি হয়েছিল কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকা। জমা জলে বিদ্যুতের ছেঁড়া তার পড়ে থাকায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন এলাকায় মৃত্যু হয়েছিল একাধিক ব্যক্তির। আর এবার ঘূর্ণিঝড় মান্থার ‘লেজের’ ঝাপটায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অংশ। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক স্কুল ছাত্রের। বহু এলাকায় ভেঙে পড়েছে বাড়ি। জলের তলায় ডুবে গেছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। ঘূর্ণিঝড় মান্থার প্রভাবে সম্প্রতি প্রবল বর্ষণ হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। এই ঘূর্ণিঝড় ক্রমশঃ উত্তরবঙ্গের দিকে সরতে থাকায় শুক্রবার সন্ধ্যে থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অংশে শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টিপাত, যা শনিবার সকালেও থামেনি। শুক্রবার রাতে প্রবল বর্ষণের সময় সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ধুলিয়ান পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিধান সরণি এলাকায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই কিশোরের নাম আবুল হাসান (১৩)। তার বাড়ি ফরাক্কার মহাদেবনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধুলিয়ান হাইমাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবার চালানোর জন্য ওই কিশোর ধুলিয়ানের একটি সাইকেলের দোকানেও কাজ করত। শুক্রবার রাতে বৃষ্টির প্রবল বৃষ্টি চলার সময় ওই কিশোর দোকানের পাশে একটি ইলেকট্রিক পোলের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা নিজের সাইকেলটি নিতে যায়। সেই সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে আবুল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, যে বিদ্যুতের খুঁটিতে আবুল নিজের সাইকেলটি ঠেস দিয়ে রেখেছিলো, ‘মান্থা’ ঝড়ে প্রভাবে সেখানে একটি বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে। বিদ্যুতের খুঁটিটি যে ‘শক’ হয়েছিল ওই কিশোর বিষয়টি বুঝতে না পেরে নিজের সাইকেলটি ছুঁতেই সে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়। স্থানীয়রা আবুলকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবুলের পরিবারে পাঁচ ভাই এবং পাঁচ বোন রয়েছে। ইতিমধ্যেই সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ওই কিশোরের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ধুলিয়ান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমিত সাহা বলেন, ‘এই ঘটনা কীভাবে ঘটলো আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি। ওই পরিবারের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস সব সময় থাকবে।’ অন্যদিকে শুক্রবার থেকে টানা বৃষ্টিতে নতুন করে গঙ্গা নদীর ভাঙন শুরু হয়েছে সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড এলাকায়। গঙ্গা নদীর ভাঙনে শুক্রবার গভীর রাতে সেখানে একটি আইসিডিএস কেন্দ্র ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ওই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই ভাঙন চলছে। নিরাপত্তার কারণে অস্থায়ীভাবে আইসিডিএস কেন্দ্রটি অন্যত্র সরানো হয়েছিল। সেই কারণে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণে সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে নিমতিতা আন্ডারপাস। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ওই আন্ডারপাসে এখন এতটাই জল রয়েছে যে তার ভেতর দিয়ে কোনও ছোট চার চাকা গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কিছু বাসিন্দা সাইকেলে করে অথবা হেঁটে ওই আন্ডারপাস দিয়ে যাতায়াত করছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে ‘মান্থা’ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় খারিফ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই মুহূর্তে মাঠে আমন ধান ছাড়াও সর্ষে, বিভিন্ন রকমের শীতকালীন সব্জি, টমেটো, ছোলা সহ নানা রকম শস্য রয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যে থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণের ফলে মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচটি মহকুমার কয়েক হাজার হেক্টর জমি জলের তলায় চলে গেছে। সূত্রের খবর, প্রবল বর্ষণের ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন জঙ্গিপুর এবং সংলগ্ন লালবাগ ও কান্দি মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশের চাষীরা। সুতির কাশিমনগর এলাকার চাষী রহমাতুল্লাহ শেখ বলেন, ‘আমার চাষের জমিতে ফুলকপি, টমেটো সহ কয়েক রকমের শীতকালীন সবজি লাগিয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল রাত থেকে যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে চাষের জমিতে প্রচুর জল দাঁড়িয়ে গেছে। এর ফলে সমস্ত সবজি নষ্ট হয়ে গেছে।’ জেলার বেশ কিছু প্রান্তে প্রবল বর্ষণের কারণে কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। ফরাক্কার বাহাদুরপুরে একটি কাঁচা বাড়ি ভেঙে বেশ কয়েকটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

আবারও বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ, বিপদসীমার ওপরে বইছে নদী! পাহাড়ে জারি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর ঃ আবার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর। বিপদসীমার ওপরে বইছে নদী। ফুঁসছে তিস্তা, তোর্সা, বালাসন। পাহাড়ে জারি হয়েছে সতর্কতা। এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে কালিম্পংয়ের ২৯ মাইলে ধস নামে। বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা। আবহাওয়া উপেক্ষা করেই প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। অতিরিক্ত বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দার্জিলিংয়ের চুংথুংয়ের মেরিবং প্রাথমিক স্কুলে গাছ ভেঙে পড়ে। এই সময় স্কুলে কোনও পড়ুয়া না থাকায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। গত দুদিন ধরে উত্তরের পাহাড়-সমতলে চলছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। তবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে থাকে। শুক্রবারও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দার্জিলিংয়ের সরস মেলা। তবে সতর্কতার কারণে মেলা বন্ধ করা হলেও আবহাওয়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ফের মেলা বসবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পাহাড় সমতলে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই তুষারে ঢাকল সিকিম। পাহাড়ি অঞ্চল জুড়ে আবার শুরু হয়েছে মৌসুমি তুষারপাত। শুক্রবার সকাল থেকে পূর্ব ও উত্তর সিকিমের একাধিক উচ্চভূমি অঞ্চলে। বিশেষ করে ছাঙ্গু, নাথু-লা ও লাচুং সাদা বরফে ঢেকে গেছে। রাতভর চলা তুষারপাতের জেরে শুক্রবার সকাল নাগাদ সড়ক ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের গায়ে পড়েছে বরফের স্তর, যার প্রভাব পড়েছে যান চলাচলেও। উত্তর সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাচুং ও ইয়মথাং উপত্যকাতেও তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য ধরা পড়েছে। ইউমিসামডংয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাদা চাদরে ঢাকা, রাস্তাঘাট ও গাড়ি ঘন বরফে ঢেকে গেছে। অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে দুধিয়ায় বালাসন নদীর উপর অস্থায়ীভাবে নির্মিত বেইলি ব্রিজ সাময়িকভাবে শুক্রবার বিকেল ৩ টা থেকে বন্ধ করে দেওয়ায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমও এই রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়। সংস্থার একটি গাড়ি ওপারে আটকে যাওয়ায় আপাতত সেটিকে মিরিকেই রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বলে জানিয়েছেন পার্থ প্রতিম রায়, চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম।

এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে তৃণমূল সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে ঃ মিঠুন চক্রবর্তী

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১ নভেম্বর ঃ শনিবার বিকেলে হাওড়ায় তিনি বলেন, ‘২০২৬ এর লড়াই আমাদের কাছে মরণবাঁচন লড়াই। সবাইকে একসাথে লড়তে হবে। এ লড়াই আমাদের শেষ লড়াই। এরাজ্য যদি বাংলাদেশ হয়ে যায় আমরা বাঙালিরা কোথায় যাব ? আমাদের জন্য কি কোনও রাজ্য আছে ?’

এদিন কর্মী সম্মেলনে সমর্থকদের এমনই বার্তা দেন মিঠুন। এদিন হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন হলে আয়োজিত এক কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের বিশিষ্ট অভিনেতা তথা ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ‘পদ্মশ্রী’ মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মিঠুন বলেন, রাজ্যে এসআইআর লাগু হতেই শাসক দল ভয় পেয়েছে। পুরোপুরি এসআইআর হলে তৃণমূল বিপদে পড়বে। তাই এখন তারা ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। এসআইআর এর মাধ্যমে কোনও ভারতীয় মুসলিমকে বেনাগরিক করার চেষ্টা হচ্ছে না। যারা অভারতীয় মুসলিম তাদের এখানে থাকতে দেওয়া হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের অভারতীয় মুসলিমদের জন্যে এতো দরদ কিসের ? আমার কিন্তু তাঁদের প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। সম্প্রতি এসআইআর ‘আতঙ্কে’ রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনায় তিনি সরাসরি রাজ্যের শাসক দলকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, এমন একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে যাতে মানুষ মারা যাচ্ছে। যারা মারা গেছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। তৃণমূল এসআইআর নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। এদিন তিনি আরও বলেন, ‘২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন আমাদের কাছে অ্যাসিড টেস্ট। যেমন প্রত্যেকটা নির্বাচনই অ্যাসিড টেস্ট হয়। তবে আমরা লড়াই করব।’ বিএলও’দের হুমকি দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ভয় দেখানো ছাড়া আর তো কিছু নেই। এখানে সবকিছুই পরিষ্কার। কোথাও যদি বৈধ ভোটারের বিরুদ্ধে এসআইআর কিছু করে তাহলে খোলাখুলিভাবে বলছি আমাকে ডাকুন, আমি আপনার জন্য লড়ব। ভৌতিক ভোট, ডুপ্লিকেট ভোট যা ওদের হাতিয়ার ছিল সেইসব ভোট এবার চলে যাবে। এসআইআরে কোথাও বলা নেই যে তাড়িয়ে দেওয়া হবে বা ভোট দিতে পারবে না। একমাত্র অভারতীয় যদি হয় তাহলে কিছু বলার নেই। আমার প্রশ্ন অভারতীয়দের প্রতি এত ভালবাসা কেন ? এতো অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টা বিধানসভা কেন্দ্রেই এসআইআর করা সম্ভব যদি সবাই সমর্থন করেন তাহলে সম্ভব। আসলে এসআইআর নিয়ে তৃণমূল সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে।’ আগামী ৪ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুরুর দিনেই কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। যে মিছিলে হাঁটবেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে এদিন মিঠুন চক্রবর্তী ওই মিছিলকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘অভারতীয়দের জন্য কি এই মিছিল হচ্ছে ?’ প্রসঙ্গতঃ এদিনের কর্মী সম্মেলনে রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি সঞ্জয় সিং, হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কচুরিপানা থেকে তৈরি হচ্ছে ট্রেন্ডিং ড্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১ নভেম্বর ঃ কচুরিপানা নামের সঙ্গে গ্রামগঞ্জে থেকে শুরু করে শহরতলী প্রায় সব শ্রেণীর মানুষ পরিচিত। আমাদের আশেপাশের পুকুর অথবা জলাশয়ে বেশ অনাদরেই পড়ে থাকে এই কচুরিপানা। কিন্তু সেই অবহেলিত বস্তু যে বস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটাই করে দেখালেন বোলপুর শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপক ও এক পড়ুয়া।

জলাশয়ের সেই কচুরিপানা থেকে তৈরি সুতো দিয়ে তাঁরা বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করেছেন টি- শার্ট ও অন্যান্য পরিধান। তাঁদের এই ধরনের শিল্পকর্মকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক, পড়ুয়া এবং প্রাক্তনীরা। শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা শঙ্কর রায় মৌলিক তিনি বিশ্বভারতীর শিল্প সদনের টেক্সটাইল বিভাগের অধ্যাপক। বোলপুরের বিশ্বভারতীতে তাঁর স্নাতকোত্তরের ছাত্রী বাঁকুড়ার বাসিন্দা সৌমিলি পাল তাঁর প্রজেক্ট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন জলাশয়ের কচুরিপানা। সেই কচুরিপানা সংগ্রহ করে কী ভাবে সেটি থেকে সুতো তৈরি ও তা থেকে কাপড় তৈরি করা যায় সেটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আমরা অনেকেই সেই কচুরিপানা জল থেকে তুলে পরিষ্কার করে ফেলেদিই। পুকুরে জন্মানো কচুরিপানা তেমন কোনও কাজে লাগে না বলে মনে করেন অনেকেই। এবার সেই কচুরিপানা সংগ্রহ করে ওই ছাত্রী তাঁর অধ্যাপকের সহযোগিতায় কচুরিপানা তত্ত্ব থেকে বোনা হয় এমন কাপড়, পরবর্তীকালে সেই তত্ত্ব থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুতো বানিয়ে তা দিয়ে টি-শার্ট তৈরি করেন। শিল্পসদনের বার্ষিক শিল্পোৎসবেও সেই কচুরিপানা-মিশ্রিত সুতো থেকে তৈরি টি-শার্ট প্রদর্শিত হয় সেটির যথেষ্ট প্রশংসা হয়। শঙ্কর রায় মৌলিক বলেন, যার কোনও মূল্য নেই সেই জিনিস থেকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা একটি ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তৈরি করতে পেরেছি, যা প্রকৃতিবান্ধব। আশা করি, এই ধরনের কাজ দেখে অনেকেই এই কাজের প্রতি উদ্যোগী হবেন। এছাড়াও কচুরিপানা থেকে তত্ত্ব নিষ্কাশনের সময় যে বর্জ্য পদার্থ পড়ে থাকে সেটি দিয়েও হ্যান্ডমেড পেপার তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষক-ছাত্রীর এই উদ্যোগে খুশি কর্তৃপক্ষও।

চাষীরা ধান ও সবজির চাষের পাশাপাশি প্রধানত শীতকালীন ফুল চাষের দিকে ঝুঁকছেন

অশোক দাস, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৯ অক্টোবর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর এলাকার দাদপুর গ্রামে বেশিরভাগ ক্ষেতেই এখন গাঁদা ফুলের চাষ ও চারা তৈরির কাজ চলছে। না কোনও নার্সারিতে চারা গাছ বা ফুল লালন পালন নয়। সাধারণ চাষীরা ধান ও সবজির চাষের পাশাপাশি প্রধানত শীতকালে ফুল চাষের দিকে ঝুঁকছেন। ফুল চাষে লাভের হার বেশি। আর গাঁদাফুল বাঁচেও বেশিদিন আর শীতকালে ফুল এবং ফুল গাছের চারা দুই এরই চাহিদা থাকে তুঙ্গে। আর বিক্রিরও সুবিধা রয়েছে কোলাঘাট সহ আশেপাশের বিভিন্ন হাটেবাজারে কাজেই সবদিকের সুবিধা বিবেচনা করেই সাধারণ চাষিরা ফুলচাষের দিকে একটু বেশি ঝুঁকছেন। শীতকালজুড়ে বাহারি ফুলের নেশা অনেকেরই আছে। বহু মানুষ এই সময় রঙবেরঙের ফুলগাছ লাগান বাড়িতে। বাঙালির বাড়িতে শীতকালজুড়ে গাঁদা গাছ থাকেই। অনেকেই বাজার থেকে গাঁদা গাছের চারা কিনে বাড়িতে লাগান। আবার অনেকেই গাছ লাগান ও পরিচর্যা করার ঝক্কি থেকে বাঁচতে বাজার থেকেই ফুল কিনে তা পুজো বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঘর সাজানোর কাজে লাগান। আর সেই কারণে গাঁদা ফুলের চাহিদাও থাকে এইসময় ভাল। তাই চাষীরা ধান- আলু চাষের পাশাপাশি জোর দিচ্ছেন গাঁদা ফুলের দিকে। মাঠ জুড়ে প্রচুর চারা লাগিয়েছেন। রক্ত গাঁদা, চাপ গাঁদা, শীতকাল হল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আর গাঁদা ফুলের চাহিদা বেশি থাকে বাজারে, বিশেষ করে পুজো ও বিবাহের মরশুমে এই চাষের খরচ কম, তাই এটি একটি

বাসন্তী গাঁদার চাষ হচ্ছে ক্ষেত জুড়ে। আবার ছোটো ছোটো চারাও তৈরি হচ্ছে বাজারে খুচরো বিক্রির জন্য। ইতিমধ্যেই ফুল আসা শুরু হয়ে গেছে। এগুলো বড় হলেই বাজারে পাইকারি ও খুচরো বিক্রি করবেন চাষীরা। সাধারণত পশ্চিম মেদিনীপুরের কোলাঘাট সহ আশাপাশের বাজারে, হাটে এইসব ফুল ও চারাগাছ বাজারজাত করেন চাষীরা। চাষীদের মতে গাঁদা ফুলচাষ লাভজনক বিশেষ করে যখন চাষীরা সঠিক পদ্ধতি ও যত্ন নিয়ে চাষ করেন। শুধু শীতকাল বলে নয় গাঁদা ফুল সারা বছর চাষ করা যায়, তবে লাভজনক ব্যবসা। এক চাষী জানান, বছর দশেক আগে থেকেই ফুল গাছের চাষ তিনি শুরু করেছেন। ধান চাষ ও আলু কিংবা সবজি চাষের খাটনি ও খরচের তুলনায় ফুল চাষে লাভটা একটু বেশি তাই তার দেখাদেখি অনেকেই এখন গাঁদা ফুলের চাষ করছেন। বর্তমানে তার বাগানে রক্ত গাঁদা, চাপ গাঁদা আর হলুদ গাঁদার চাষ হচ্ছে। গাঁদা ফুল চাষ করে অনেক কৃষক লাভবান হচ্ছেন। তাই গাঁদা ফুল চাষ একটি ভাল বিকল্প হতে পারে যারা কৃষিকাজে আগ্রহী এবং লাভজনক ব্যবসা খুঁজছেন তাদের জন্য।

ঘূর্ণিঝড় ‘মান্থা’-র প্রভাবে উত্তরবঙ্গে ‘রেড অ্যালার্ট’! দার্জিলিংয়ে ধস, সিকিমে তুষারপাত, বন্ধ পর্যটন কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১ নভেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড় ‘মান্থা’-র প্রভাবে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও পার্বত্য এলাকায় বিপর্যয়কর

আবহাওয়া দেখা দিয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, ও সিকিম জুড়ে প্রবল বৃষ্টির পাশাপাশি উত্তর সিকিমের লাচুং ও ইয়মথাং উপত্যকায় শুরু হয়েছে তুষারপাত। এরই মধ্যে দার্জিলিংয়ের ২৮ মাইল এলাকায় ধস নেমে বন্ধ হয়ে গেছে জাতীয় সড়ক এনএইচ-১০। ফলে দুই দিকেই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে, ভোগান্তিতে পর্যটক ও স্থানীয়রা। দুধিয়ার হিউম পাইপ সেতুতেও প্রশাসনের উদ্বেগ বেড়েছে। লাগাতার বৃষ্টিতে সেতুর আশেপাশের মাটি ধসে পড়ার আশঙ্কা থাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও সড়ক দপ্তর পরিস্থিতির ওপর বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে। প্রয়োজনে বিকল্প পথ ব্যবহারের নির্দেশ জারি হতে পারে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে লিজাহিল প্রাইমারি স্কুলের পাশে একটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে স্কুল ভবনের আংশিক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় জিটিএ সদস্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দ্রুত মেরামতির আশ্বাস দিয়েছেন। এলাকাবাসী আপাতত আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন, কারণ পাহাড়ে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জারি হওয়া লাল সতর্কতার জেরে সান্দাকফু, টংলু ও ফালুটের মতো জনপ্রিয় পর্যটন স্থানে ট্রেকিং ও পর্যটন সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে জিটিএ। নিরাপত্তার স্বার্থে রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং ও ক্যাম্পিংসহ সব ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিকে, প্রতিবেশী দেশ নেপালেও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি। মানাং ও উত্তর অন্নপূর্ণা অঞ্চলে তুষারঝড়ে বহু পর্যটক আটকে পড়েছেন। উদ্ধারকাজে নেমেছে নেপাল সেনা ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলেও প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে, যাতে কোনও দুর্ঘটনা বা পর্যটক বিপর্যয় না ঘটে।

ব্যান্ডেল-কাটোয়া বিভাগে পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনার আংশিক পরিবর্তন

কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ ব্যান্ডেল-কাটোয়া বিভাগে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ১৬.১০.২০২৫ থেকে ২২.১১.২০২৫ তারিখের মধ্যে ২৪০ মিনিটের (০২.০৫ ঘন্টা থেকে ০৬.০৫ ঘন্টা পর্যন্ত) একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ধাত্রীগ্রাম স্টেশন এবং সমুদ্রগড় স্টেশনের মধ্যে ১২ দিনের জন্য আপ লাইনে ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আংশিকভাবে তার পরিবর্তন করা হয়েছে। উপরের পরিকল্পনাটি করা হয়েছে ৭ দিনের জন্য, ৪.১১.২০২৫ থেকে ২৫.১১.২০২৫ তারিখের মধ্যে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে ০৪.১১.২০২৫, ০৭.১১.২০২৫, ১১.১১.২০২৫ তারিখে এবং সূচী পুনঃনির্ধারিত হবে ১৪.১১.২০২৫, ১৮.১১.২০২৫, ২১.১১.২০২৫ এবং ২৫.১১.২০২৫। ৩৭৭৪১ / ৩৭৭৪২ ব্যান্ডেল- কাটোয়া- ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। ৩৭৭৪৩ ব্যান্ডেল - কাটোয়া ইএমইউ লোকাল ব্যান্ডেল থেকে নির্ধারিত ০৪.৩০ মিনিটে ছাড়ার পরিবর্তে ০৫.২০ মিনিটে ছাড়বে।

বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে ‘অন্নজ্যোতি’ প্রকল্পের সূচনা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ নভেম্বর ঃ বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো ‘অন্নজ্যোতি প্রকল্প’। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন বিধায়ক নিজে। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক আয়েশা রানী, পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকারসহ এলাকার একাধিক কাউন্সিলর। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্ধমান পৌরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডের গরিব, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে দুপুর ও রাত্রিকালীন খাবার। বিধায়ক খোকন দাস

জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যুক্ত থাকার চেষ্টা করছেন। এর আগে তার উদ্যোগে মাত্র দশ টাকায় ‘অন্নভোগ’ প্রকল্প চালু হয়েছিল, যেখানে এলাকার ইচ্ছুক মানুষ দুপুরে খাবার খেতে পারেন। রাতের খাবারের জন্যও পাঁচ টাকার বিনিময়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে বিধায়কের উদ্যোগে। তবে দেখা গেছে, অনেক বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষ সেই স্থানে এসে খাবার নিতে পারেন না। তাদের কথা ভেবেই নতুনভাবে চালু করা হল ‘অন্নজ্যোতি’ প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিদিন নথিভুক্ত পরিবারের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে দুপুর ও রাত্রিকালীন খাবার, সঙ্গে থাকবে ‘কঙ্কালেশ্বরী’ ব্র্যান্ডের জলের বোতল। উদ্বোধনের দিন প্রায় ৪০-৪৫টি টিফিন ক্যারিতে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পরিবারে। বিধায়ক খোকন দাসের এই মানবিক উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাদের মতে, বর্ধমানবাসীর পাশে থেকে মানুষের প্রয়োজনের সময় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এক অনন্য মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছেন বিধায়ক খোকন দাস।

আঙুল উঁচিয়ে বিডিওকে তিরস্কার, ‘দাদাগিরি’ সাংসদ মনোজ টিগ্গার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১ নভেম্বর ঃ ত্রাণ বণ্টনকে কেন্দ্র করে মাদারিহাটে বিডিওর সঙ্গে তীব্র বিবাদ। আঙুল উঁচিয়ে এবং টেবিল ধাক্কা দিয়ে বিডিওর

সঙ্গে হিংস্র আচরণ। বিডিও দাবি করছেন, এটা আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার-এর দাদাগিরির প্রভাব। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই এবং নানা মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। পুজোর পরপরই হড়পা বানে বানভাসি হয় উত্তরবঙ্গ। চা বাগানের বহু শ্রমিক পরিবার বিপর্যস্ত। তাঁরা এখনও পর্যন্ত ত্রাণসামগ্রী পাননি বলেই অভিযোগ। দাবি, একটি ত্রিপলও দেওয়া হয়নি। গত ২৯ অক্টোবর সেই অভিযোগে মাদারিহাটের বিডিও অমিত চৌরাশিয়ার দপ্তরে যান সাংসদ মনোজ টিগ্গা। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও অনুযায়ী, প্রথম থেকেই দুর্ব্যবহার করতে শুরু করেন বিজেপি সাংসদ। আঙুল উঁচিয়ে, টেবিল চাপড়ে নানা কুকথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। বিডিওকে তৃণমূলের ঝান্ডাধারী বলেও তোপ দাগেন বিজেপি সাংসদ। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেও মেজাজ হারাননি বিডিও। পরিবর্তে সাংসদকে ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। বেশ কিছুক্ষণ ‘দাদাগিরি’-র পর বিডিও দপ্তর থেকে বেরিয়ে যান সাংসদ। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও। গোটা ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান বিডিও। তিনি বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে না জানিয়ে সাংসদ এসেছিলেন। ভিডিও রেকর্ড করে চলে গিয়েছেন। আমি কাজ করতে এসেছি। কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে নয়। সাংসদের এই আচরণ নিয়ে স্বাভাবিকভাবে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আধিকারিকের সঙ্গে কীভাবে দুর্ব্যবহার করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক বলেন, WBCS অফিসারের উপর উনি নিজের ক্ষমতা দেখাচ্ছেন। উনি যে কাজ করেছেন, তা অসাংবিধানিক। আমরা সকলে এটি দেখেছি। এরা কোনও কাজ করে না। মানুষের পাশে থাকে না। এই যে প্লাবন হল সাংসদ কী করেছেন? কী দিল? কিছুই দেয়নি। এর আগে দুই প্যাকেট মুড়ি নিয়ে ত্রাণ দিতে গিয়েছেন কুমারগ্রামের বিধায়ক। সেখানেও বয়স্ক লোককে ধাক্কা দিয়েছেন। পাগল হয়ে গিয়েছে ওরা। এবার উত্তরবঙ্গে তৃণমূল জিতবে নিশ্চিত থাকুন।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরে ‘হরিণঘাটা মিট’

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ নভেম্বর ঃ ‘হরিণঘাটা মিট’ এবার পুরুলিয়া জেলায়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরে ‘হরিণঘাটা মিট’-এর এই সরকারি আউটলেটে স্বল্পমূল্যে পাওয়া যাচ্ছে হরিণঘাটার নামকরা টার্কি মুরগি, হাঁস, ও কোয়েল পাখির মাংস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতর পরিচালিত এই ‘হরিণঘাটা মিট’ শহরবাসীর

কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধু মাংসই নয়, পাওয়া যাচ্ছে হরিণঘাটার মধু, ডিম, বোতলজাত জল, এবং আরও নানা ধরনের প্রাণিসম্পদজাত পণ্য। জানা যায়, ‘হরিণঘাটা মিট’ থেকে প্রসেসিং করা মাংস প্যাকেটিং করে এই আউটলেটে আনা হচ্ছে। বাজারদরের তুলনায় এখানে মাংসের দাম অনেক কম, ফলে সাধারণ মানুষও সহজেই ভাল মানের মাংস কিনতে পারছেন। এছাড়াও, গ্রাহকদের সুবিধার জন্য এখানে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও রয়েছে, যা শহরবাসীর কাছে বাড়তি পাওনা। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা। এর মাধ্যমে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে। রঘুনাথপুরের হরিণঘাটা মিট আউটলেটের ব্যবসায়ী বিশ্বজিত মুখার্জী জানান, ‘হরিণঘাটা মিট হচ্ছে সরকারের একটি বিশেষ উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই আউটলেট খোলা হয়েছে এবং সব জায়গাতেই প্রচুর চাহিদা রয়েছে। রঘুনাথপুরেও সেই ধারাবাহিকতায় মানুষের আগ্রহ ও চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে’। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ‘হরিণঘাটা মিট’ ইতিমধ্যেই একটি বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাস্তার ফাটলেই আগুন আতঙ্কে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১ নভেম্বর ঃ হঠাৎই রাস্তা ফেটে আগুন বের হয়ে এলো, চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল রামপুরহাটে। শনিবার রামপুরহাটের ডাক বাংলো মোড়ের কাছে রাস্তার ফাটল থেকে আগুন নির্গত হতে দেখা যায়। স্থানীয়রা দমকল ও পুলিশকে খবর দেন। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। রামপুরহাট ডাক বাংলো মোড় যথেষ্ট জনবহুল এলাকা। এ দিন হঠাৎই মোড়ের কাছে রাস্তার উপরে একটি ফাটল থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে আগুনের লেলিহান শিখা বাড়তে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। রাস্তার ওই অংশ দিয়ে সাময়িক ভাবে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় রামপুরহাট থানার পুলিশ ও দমকলকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল। দমকল কর্মীদের অনুমান, মাটির নিচে থাকা ইলেকট্রিকাল কেবলে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন বের হয়েছে। দ্রুত আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়। খবর চলে যায় বিদ্যুৎ বিভাগেও, যারা এসে কেবল মেরামত করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যান চলাচলও স্বাভাবিক করা হয়।

চা বাগান থেকে উদ্ধার হাতি শাবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির মেরিভিউ চা বাগানে শনিবার সকালে একটি হাতি শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয়রা প্রথমে কাদায় পড়ে থাকা মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ কর্মীদের খবর দেয়। জানা গেছে, যে গত দুই দিন ধরে বাগডোগরা রেঞ্জের ডালকা বন এলাকায় ১০০ টিরও বেশি হাতির একটি পাল ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই পালটি এলাকার ফসল নষ্ট করেছে। শুক্রবার রাতে, অনেক চেষ্টার পর, বন বিভাগের কর্মীরা দলকা বন এলাকায় পালটি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। ধারণা করা হচ্ছে যে জঙ্গলে ফেরার সময় কাদায় পড়ে এবং দলটির অন্যান্য হাতিদের দ্বারা পদদলিত হয়ে শাবকটি মারা গেছে। বন বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শাবকটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No-WBMAD/C/HCM/ENG/APAS/NIT17/10e/25
Memo No-**2417**/Eng/S.D Date: 31.10.2025
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil, electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_935533_01-18** . Closing date of Bid submission is **22.11.2025 up to 14.50 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Office Of The
Udaynarayanpur Development Block
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-4/BDO/25-26, Dt-31/10/2025 for **19 nos** scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block.**Tender ID-2025_ZPHD_935688_1 to 2025_ZPHD_935688_19.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
SD/-
Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

Office of the
BUDHAKHALI Gram Panchayat
NOTICE INVITING TENDER No. 288/BGP/2025
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total **17(Seventeen) Nos**. different works. Last date of submission of Tender Form on or before **11/11/2025 up to 11am.** Date of Opening of Tender **13.11.2025 at 11.00 am.** For details visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Budhakhali Gram Panchayat

দুই যুগের বর্ণময় টেনিস কেরিয়ারের সমাপ্তি

১ নভেম্বর ঃ ১ নভেম্বর ঃ দুই যুগের বর্ণময় টেনিস কেরিয়ারে সমাপ্তি। অবসর ঘোষণা করলেন রোহন বোপান্না। দীর্ঘ কেরিয়ারে তিনি দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। সোশাল মিডিয়ায় অবসরের কথা জানিয়েছেন তিনি। ২০০২ সালে ডেভিস কাপে রোহনের অভিষেক। যদিও পেশাদার টেনিস জগতে তাঁর পদার্পণ পরের বছর। প্রায় দুই যুগের টেনিস অভিযানের শেষ অধ্যায়টি রচিত হয় প্যারিস মাস্টার্স ১০০০-এ। ৪৫ বছর বয়সি টেনিস তারকা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও শক্তিশালী হয়েছেন। অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে বিশ্বের সর্বত্র ভারতের জয়পতাকা উড়িয়েছে। বিশেষ করে ডবলসে রোহনের সাফল্য বহুল চর্চিত। ২০২৪ সালে ডবলস কেরিয়ারে শীর্ষস্থান দখল করেন। সেই বছরই অস্ট্রেলীয় ওপেনের ডবলসে ম্যাথু এবডেনের সঙ্গে জুটি বেঁধে চ্যাম্পিয়ন হন। তার আগে ২০১৭ সালে গ্যাব্রিয়েলি ডাব্রোওস্কির সঙ্গে জুটিতে ফরাসি ওপেন মিক্সড ডবলসও জেতেন। ২০১৯ সালে ভারতের ক্রীড়া জগতের সর্বোচ্চ পুরস্কার অর্জুন সম্মানে ভূষিত হন। ২০২৪-এ পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। এবডেনের সঙ্গে জুটিতে অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতে সব থেকে বেশি বয়সে প্রথম গ্র্যান্ডস্লাম জেতার রেকর্ড করেছিলেন বোপান্না। ৪৪ বছরে মায়ামি ওপেন জিতে সব থেকে বেশি বয়সে মাস্টার্স ১০০০ খেতাব জয়েরও নজির গ।ছিলেন। গতবছর অলিম্পিকের পর দেশের জার্সিতে আর খেলবেন না ঠিক করেছিলেন। অবশেষে টেনিস র্যাকেটটি তুলে রাখলেন বোপান্না।

সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, ‘ কিন্তু এটাই শেষ নয়। যা আমাকে বাঁচার রসদ জুগিয়েছে, তাঁকে কীভাবে বিদায় বলা যায়? তবু সময় এল। আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে র্যাকেটটা তুলে রাখছি। কুর্গের একটা ছোট্ট শহর থেকে উঠে এসে, কফিবাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে শক্তি বাড়াতে, ভাঙাচোরা কোর্টে স্বপ্ন ধাওয়া করতে করতে বিশ্বের সেরা মঞ্চে পৌঁছনো স্বপ্নের মতো। টেনিস আমার কাছে একটা খেলা নয়। যখন জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলতাম, যখন গোটা বিশ্ব আমার ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করত, তখন টেনিস আমাকে শক্তি দিয়েছে। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের অধ্যায়। ধন্যবাদ ভারত।’ ওই পোস্টে পরিবার, স্ত্রী, কোচ ও ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন বোপান্না। পাশাপাশি পরবর্তী লক্ষ্য, নিজের শহরে টেনিস অ্যাকাডেমির কথা জানিয়েছেন।

সুখবর ভারতীয় শিবিরে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শ্রেয়স

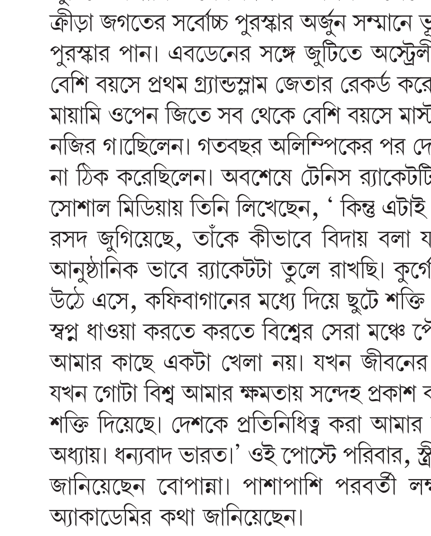

১ নভেম্বর ঃ দিন কয়েক আগেই তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল ক্রিকেটমহল। সিডনিতে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ নিতে গিয়ে ভয়ানক চোট পেয়েছিলেন। চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় শ্রেয়স আইয়ারকে। সেখানে আইসিইউ’তে পর্যন্ত রাখতে হয়েছিল এই তারকা ক্রিকেটারকে। সেই শ্রেয়স এবার সিডনির হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে শ্রেয়স আইয়ারের তৃতীয় মেডিক্যাল বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। সেখানেই দেওয়া হয় এই ‘ তিনি যে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছেন, সে কথা জানানো হয়েছে। দিন কয়েক আগে হাসপাতাল বেড থেকে নিজেই শারীরিক অবস্থার উন্নতির কথা জানিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ওয়ানডে সহ-অধিনায়ক। সোশাল মিডিয়া পোস্টে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক বললেন, আমি এই মুহূর্তে চিকিৎসার মধ্যে রয়েছি। তবে প্রতিদিনই শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। আপনারা যেভাবে এই কঠিন সময়ে আমাকে সমর্থন করছেন, আমার আরোগ্য কামনা করে একের পর এক বার্তা পাঠাচ্ছেন, তাতে আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। সেই শ্রেয়স এখন অনেকটাই সুস্থ। বিসিসিআইয়ের বিবৃতিতে লেখা হয়, ‘ এখন স্থিতিশীল। ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছে। সিডনি এবং ভারতের চিকিৎসকরা তার সুস্থতায় সন্তুষ্ট। আজ তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সিডনির চিকিসক কৌশিক হাগিগি এবং তাঁর দলের পাশাপাশি ভারতের চিকিসক দিনশাও পারদিওয়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে বিসিসিআই। শ্রেয়স আরও কিছু দিন সিডনিতেই থাকবে। এখানেই তার ফলো-আপ চেকআপ হবে। বিমানের ধকলের জন্য তাঁর শরীর তৈরি হলেই ভারতে ফিরে আসবে শ্রেয়স।’ সিডনিতে দু ঃসাহসিক ক্যাচ নিতে গিয়ে ভয়ানক চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। গত সোমবার সকালে তাঁকে আইসিইউ’তে ভর্তি করা হয়েছিল। যদিও উদ্বেগ কাটিয়ে আইসিইউ থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। প্লীহার ক্ষত ঠিক করতে বিশেষ এক পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর চিকিৎসা করেছেন চিকিসকরা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও শ্রেয়সের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বক্ষণ নজর রাখা হবে।

১৪৯ জন রেফারিকে বরখাস্ত করেছে তুর্কি ফুটবল ফেডারেশন

আঙ্কারা, ১ নভেম্বর (হি.স.)ঃ পেশাদার ফুটবল লিগের সঙ্গে জড়িত একটি বাজি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে তুর্কি ফুটবল ফেডারেশন ১৪৯ জন রেফারি এবং সহকারী রেফারিকে বরখাস্ত করেছে। শুক্রবার ফেডারেশন জানিয়েছে যে তারা ১৪৯ জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে আট থেকে ১২ মাসের নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তুর্কি ফুটবলের সুনাম মাঠের প্রচেষ্টার পবিত্রতা এবং ন্যায়বিচারের অটল সততার উপর নির্মিত। এই মূল্যবোধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এমন যেকোনও কাজ কেবল নিয়ম লঙ্ঘন নয়, বরং বিশ্বাস ভঙ্গ, ফেডারেশনের সভাপতি ইব্রাহিম হাকিওসমানোগলু এক বিবৃতিতে বলেছেন।

স্মৃতিদের বিশ্বজয় নিয়ে আশাবাদী ‘কামব্যাক ক্যুইন’ রুমেলি

বিশেষ প্রতিবেদক, ১ নভেম্বর ঃ ২০০৫ বিশ্বকাপের ফাইনাল। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। স্থান সেঞ্চুরিয়ন। সেই দেশেরই জোহানেসবার্গে তার বছর দুয়েক আগে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন তেন্ডুলকরদের। সেই যন্ত্রণার উর্ধ্বে এক নয়া ইতিহাসের রাস্তা খোলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের হাত ধরে। না, কোনও বদলা নয়। নিজেদের ইতিহাস তৈরি করতে হবে নিজেদের মতো করেই। কিন্তু সে যাত্রায় মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামীরা পরাস্ত হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কাছে। সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন রুমেলি ধর। চোখের সামনে স্বপ্নভঙ্গের সাক্ষী ছিলেন বাঙালি অলরাউন্ডার। মাঝে একটা ২০১৭-তে বিশ্বকাপও হাতছাড়া হয়েছে। সেই দলে অবশ্য রুমেলি ছিলেন না। এবার ২০২৫-এ ফের সোনালি মায়ার হাতছানি। তাঁর সাফ বক্তব্য, যদি রবিবার হরমনপ্রীত কউরের হাতে ট্রফি ওঠে, তাহলে তা শুধু এই দলটা জিতবে না। জিতবে অতীত-বর্তমান মিলিয়ে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট। তিনি বলছেন, ২০০৫-এ বিশ্বকাপ ফাইনালে আমরা হেরেছিলাম। আমি সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলাম। তারপর ২০১৭-তে একটা সুযোগ আসে। এবার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ। হরমনপ্রীতরা জিতলে শুধু বর্তমান

সক্রিয় প্লেয়ার নয়, সবাই জিতবে। যেদিন থেকে ভারতে মহিলাদের ক্রিকেট শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, সব মহিলা ক্রিকেটাররাই জিতবে। গোটা দেশের মহিলা ক্রিকেট জিতবে, সবার স্বপ্নপূরণ হবে।

২০০৩ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক হওয়ার পর রুমেলি তিন ফরম্যাট মিলিয়ে খেলেছিলেন ১০০টি ম্যাচ। নিয়েছেন ৮৪টি উইকেট। ব্যাট হাতে করেছেন ১৩২৮ রান। কিন্তু তাঁর কেরিয়ারে বারবার বাধা হয়ে দাঁ।য়েছে চোট-আঘাতের সমস্যা। আবার ৬ বছর পর ২০১৮ সালে জাতীয় দলে কামব্যাক করেছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর। ভারতীয় ক্রিকেটে তিনি ‘ ক্যুইন’ নামেই পরিচিত। এবারের ভারতীয় দলটাও তো ঠিক তাই। টানা তিনম্যাচ হেরে শেষ চারের সম্ভাবনা থেকে অনেকটাই দূরে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে সেমিফাইনাল ও সেখানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট।

জামশেদপুর ম্যাচের পরেই আইলিগের ট্রফি হাতে পাচ্ছে ইন্টার কাশী

শেষ সিজনে যথেষ্ট দাপটের সাথে ফুটবল খেলেছিল ইন্টার কাশী ফুটবল ক্লাব। একের পর এক দলকে টেক্কা দিয়ে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল বারাণসীর এই ফুটবল দল। একটা সময় গোয়ার অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দল তথা চার্চিল ব্রাদার্সকে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হলেও পরবর্তীতে সেই নিয়ে জল গড়িয়েছিল অনেকটা দূর। আন্তজার্তিক আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিল ইন্টার কাশী ম্যানেজমেন্ট। পূর্বে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কমিটির তরফে চার্চিলের পক্ষে রায় গেলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বদলে যায় পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে ইন্টার কাশীকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সেটা মানা সম্ভব ছিল না গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে। এমনকি আদালতের এই রায়ের ফলে আইলিগ জয়ের তকমা হারাতে হয়েছিল গোয়ার এই ফুটবল ক্লাবকে। সেইসাথে বিশেষ জরিমানা ও করা হয়েছিল আইলিগের এই দলকে। এমন অসম্মান যে সহজে মেনে নেবে না চার্চিল ব্রাদার্স সেই আভাস মিলেছিল আগেই। তারপর নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই সম্পর্কিত একটি পোস্ট আপলোড করেছিল গোয়ার এই শক্তিশালী ফুটবল ক্লাবটি। সেখানে বলা হয়েছিল আইলিগ নিয়ে আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটবে চার্চিল। কিন্তু সিএএসের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে পরবর্তীতে আদৌও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কিনা সেই নিয়ে ও উঠতে শুরু করেছিল একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন। সেটাই হয় চূড়ান্ত হয় শেষ পর্যন্ত। পরবর্তীতে। যারফলে আইলিগ জয়ী হিসেবে ইন্টার কাশীকেই গন্য করা হয়ে আসছে সমস্ত ক্ষেত্রে। গত বৃহস্পতিবার রাতেই সেই নিয়ে উঠে এসেছিল নয়া তথ্য। জানা গিয়েছিল, খুব শীঘ্রই এবার আইলিগ ট্রফি হাতে পেতে চলেছে বারাণসীর এই ফুটবল ক্লাব। যা নিঃসন্দেহে খুশি করেছে সমর্থকদের। তারপর থেকেই অপেক্ষার প্রহর গুনতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। অবশেষে আসতে চলেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শনিবার জামশেদপুর এফসি ম্যাচের পরেই ইন্টার কাশীর হাতে উঠতে চলেছে গতবারের আইলিগ জয়ের ট্রফি। বলাবাহুল্য, এবারের সুপার কাপে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা। হতাশাজনক পারফরম্যান্স নিয়েই টুর্নামেন্ট শেষ করছে আইলিগের এই দল। তবে বহু প্রতীক্ষিত এই ট্রফি হাতে পাওয়া নিঃসন্দেহে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে দলের ফুটবলারদের।

রোহিতকে পিছনে ফেললেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০-তে বিশ্বরেকর্ড বাবর আজমের

১ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে পাকিস্তান। সেই ম্যাচে রোহিত শর্মার বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন বাবর আজম। তিনিই এখন টি-টোয়েন্টি র সর্বোচ্চ রানের মালিক। হিটম্যানের থেকে ২৮ ইনিংস কম খেলে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন পাক তারকা।

রোহিতের ৪,২৩১ রানের রেকর্ড ভাঙতে বাবরের প্রয়োজন ছিল ৯ রান। প্রোটিয়া স্পিনার ডোনোভান ফেরেইরার বলে লং অফে সিঙ্গেল নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ককে পিছনে ফেলেন পাক তারকা। লাহোরে তিনি ১১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।

বহুদিন পর টি-টোয়েন্টি তে সুযোগ পেয়েছেন বাবর। রাওয়ালপিণ্ডিতেও তাঁর সামনে রেকর্ড গড়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু শূন্যে আউট হওয়ায় তা হাতছাড়া হয়। তবে শেষপর্যন্ত লাহোরে নজির ড়েন তিনি। ১৩০টি টি-টোয়েন্টিটর ১২৩ ইনিংসে বাবরের রান ৪,২৩৪। রয়েছে ৩৬টি হাফসেঞ্চুরি, তিনটি সেঞ্চুরি। স্ট্রাইক রেট ১২৯। যা নিয়ে প্রায়শই সমালোচিত হন তিনি। রোহিত ১৫১ ইনিংসে করেছেন ৪,২৩১ রান। তালিকায় তৃতীয় স্থানে বিরাট

কোহলি। ১১৭ ইনিংসে ৪১৮৮ রান করেছেন ‘ তালিকায় চতুর্থ জস বাটলার। ১৩২ ইনিংসে তাঁর রান ৩৮৬৯। তাছাড়াও ১৫০ ইনিংসে ৩৭১০ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় পঞ্চম স্থানে পল স্টার্লিং। ভবিষ্যতে বাবরকে ধরতে পারেন এই দুই তারকা। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি তে প্রথমে ব্যাটিং করে পাক বোলারদের দাপটের সামনে মাত্র ১১০ রানে শেষ হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। জবাবে ১৩.১ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় পাকিস্তান। ৩৮ বলে ৭১ রান করেন সাইম আয়ুব।

ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হলো বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম, ১ নভেম্বর (হি.স.)ঃ চট্টগ্রামে টি-২০ সিরিজের তৃতীয় শেষ ম্যাচেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারল বাংলাদেশ। তানজিদ হাসান তামিমের ৮৯ রানে ভর করে বাংলাদেশ তোলে ১৫১ রান। তবে উইন্ডিজ ১৯ বল এবং ৫ উইকেট হাতে রেখে জয় পেয়েছে। তাতে তিন ম্যাচ টি-২০ সিরিজে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হল বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে বড় ভূমিকা নেন চেস, তিনি ২৯ বলে ৫০ রান করেন এবং আগুস্তে ২৫ বলে ৫০ রান করেন।

ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতলেন কিলিয়ান এমবাপে

সান্তিয়াগো, ১ নভেম্বর (হি.স.)ঃ কেরিয়ারে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতলেন এমবাপে। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতাকে এই পুরস্কার দিয়ে থাকে ইউরোপিয়ান স্পোর্টস মিডিয়া। ২০২৪-২৫ মরসুমের জন্য পুরস্কারটি পেলেন এমবাপে। রিয়ালের হয়ে অভিষেক মরসুমে লা লিগায় ৩১ গোল করেন তিনি।

পয়েন্টে র ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় বিজয়ী। এমবাপে পান ৬২ পয়েন্ট। ৫৮.৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হন গত মরসুমে স্পোর্তিং সিপির হয়ে খেলা ভিক্তর ইয়োকেরেস, লিভারপুলের মোহামেদ সালাহ ৫৮ পয়েন্ট পেয়ে হন তৃতীয়। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের প্রেসিডেন্সিয়াল বক্সে শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে এমবাপের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয়। সেখানে রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেস, কোচ শাবি আলোন্সোসহ দলের সব খেলোয়া। উপস্থিত ছিলেন। গতবার ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন হ্যারি কেইন, তার আগের মরসুমে আর্লিং হলান্ড। এই দুজনের আগে টানা দুই মরসুমে জেতেন রবের্ত লেভানদোভস্কি।

রিয়াল মাদ্রিদের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এই পুরস্কার জিতলেন এমবাপে। সবশেষ ২০১৪-১৫ মরসুমে জিতেছিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা মোট চারবার পেয়েছেন এই স্বীকৃতি। রেকর্ড ছয়বার পেয়েছেন বার্সিলোনা কিংবদন্তি লিওনেল মেসি।

৩ বছরে ক্ষতি হয়েছে ভারতীয় ফুটবলের’, মন্তব্য বাইচুংয়ের

১ নভেমম্বর ঃ ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন ভেঙেছিল আগেই। এবার শেষ হয়েছে ২০২৭ এশিয়ান কাপের আশা। গত দেড় বছরে শুধু ব্যর্থতাই সঙ্গী হয়েছে ভারতীয় ফুটবল দলের। আর হতাশা বেড়েছে সমর্থকদের। ভারতীয় ফুটবলের এমন অবস্থার জন্য ফেডারেশনকে দায়ী করছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার অ্যাকাডেমির উদ্যোগে হওয়া দাবা প্রতিযোগিতার সূচনা করতে শুক্রবার টাউন হলে আসেন বাইচুং। সেখানে এই কিংবদন্তি ফুটবলার বলেন, দু ঃখের বিষয়, ক্ষতিটা ভারতীয় ফুটবল ও তার সমর্থকদের হচ্ছে। কল্যাণ চৌবের হচ্ছে না। শেষ তিনটে বছর জাতীয় দলের পারফরম্যান্স সমর্থকদের হতাশ করেছে। সঙ্গে ফেডারেশনের কাজকর্ম নিয়ে বারবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তবে শীঘ্রই ফেডারেশনের পালাবদল হবে বলে মনে করছেন তিনি। বাইচুংয়ের কথায়, এই তিন বছরে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। মাঠে এবং মাঠের বাইরে। তবে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নতুন সংবিধান চালু হয়েছে, সেটাই আশার কথা। হয়তো কয়েক মাস বা এক বছরে নতুন পরিচালকরা আসবেন। তাঁদের হাত ধরে ফের ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে। সঙ্গে আপাতত তিনি জাতীয় কোচ খালিদ জামিলকে সময় দেওয়ার পক্ষে। বলেন, খালিদ আরও একটু সময় কাজ করুক। কঠিন সময়ে দলের দায়িত্ব নিয়েছে। শেষ কয়েকটা ম্যাচে ওর বিশেষ কিছু বদলের সুযোগও ছিল না। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়। এবছর আইএসএল দেরি করে শুরু হওয়ার জন্য শুধু ফেডারেশনকে দায়ী করছেন না বাইচুং। তবে শীর্ষ আদালত বা ফিফা আগে পদক্ষেপ করলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হত না বলে ধারণা তাঁর। আইএসএল শুরুতে দেরির দায় শুধু ফেডারেশনের নয়। বিভিন্ন কারণে পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়েছে। তবে শীর্ষ আদালতের রায় অনেক পরে এসেছে। আমি তিন বছর ধরে সংবিধান চালুর জন্য অপেক্ষা করেছি। ফলে সংবিধান চালু নিয়ে রায়টা শীর্ষ আদালত তিন বছর আগে দিলে হয়তো পরিস্থিতি অন্য হত, বলছিলেন বাইচুং।

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে তৃতীয় খেলায় টসে হেরে বাংলার ব্যাটিং ১৬৮ রান

আগরতলা, ১ নভেম্বর (হি. স.)ঃ রঞ্জি ট্রফির তৃতীয় খেলায় বাংলা ও ত্রিপুরা মুখোমুখি। এদিকে, শনিবার টসে জিতেই ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে ঘরের মাঠে ত্রিপুরা। অন্যদিকে, বাংলাকে ব্যাটিং করার জন্যে স্বাগত জানায়। এরপর গোড়া পত্তন করে ওপেনাররা। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার - এদিন বাংলা দলে প্রথম একাদশে ৪টি পরিবর্তন করা হয়েছে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুরজ সিন্ধু জয়সোয়াল, আকাশদীপ ও সুদীপ চ্যাটার্জির পরিবর্তে দলে অন্তর্ভুক্ত সাকির হাবিব গান্ধী, মহম্মদ কাইফ, রাহুল প্রসাদ ও কাজী জুনায়েদ সইফি। ডেলিভারি বয় একদা রাহুল প্রসাদের এদিন খেলার মাঠে অভিষেক হয়েছে। দলে প্রথম একাদশে সুযোগ মিলতেই তাঁকে টুপি উপহার দেওয়া হয়। মহম্মদ শামি তাঁর হাতে তা তুলে দেয়। উল্লেখ্য, শামির ভাই মহম্মদ কাইফ তৃতীয় খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এই খেলায় দুইভাই একসঙ্গে লড়ছে। পেস বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে ও হাত বেশ ভালো। প্রথম দিকেই উইকেট পতন। এদিন ওপেনিং জুটি’তে সুদীপ চ্যাটার্জির পরিবর্ত খেলোয়াড় কাজী জুনায়েদ সইফি ০ রানে ফিরেছেন। বাংলা দল ১৬ রান (৪ ওভার)। রানের গতি স্লো। সুদীপ ঘরামি ও সাকির হাবিব গান্ধী রয়েছে ক্রিজে। মন্থর গতিতেই এরপর খেলা এগিয়ে চলেছে - ১৬৮,(২৯)ওভার।

সিনার এক নম্বরের দৌড় আরও জোরদার, সেমিফাইনালে জভেরেভের মুখোমুখি

প্যারিস, ১ নভেম্বর (হি.স.)ঃ শুক্রবার প্যারিস মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে বেন শেল্টনের বিপক্ষে আরামদায়ক জয়ের মাধ্যমে জ্যানিক সিনার বিশ্ব র্যাঙ্কিং পুনরুদ্ধারের আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আলেকজান্ডার জাভেরেভের সঙ্গে তাঁদের লড়াই শুরু হবে। ইতালীয় এই খেলোয়াড় তাঁর পঞ্চম বাছাই প্রতিপক্ষকে ৬-৩, ৬-৩ গেমে পরাজিত করেন এবং পরবর্তীতে জাভেরেভের মুখোমুখি হবেন, যিনি শনিবারের সেমিফাইনালে ড্যানিল মেদভেদেভকে ২-৬, ৬-৩, ৭-৬ (৫) গেমে পরাজিত করে দুটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্যামেরন নরির কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারাজের আকস্মিক পরাজয়ের সুযোগ নিতে চাওয়া সিনার ইনডোর হার্ড কোর্টে টানা ২৪টি ম্যাচে জয়ের ধারা বাড়িয়েছেন। লা ডিফেন্স এরিনায় শিরোপা জিতে সিনার র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা আলকারাজকে হটিয়ে দেবেন। এই মুহূর্তে আমি র্যাঙ্কিং নিয়ে ভাবছি না।এটা সব নির্ভর করে আমি কেমন খেলছি তাঁর উপর।

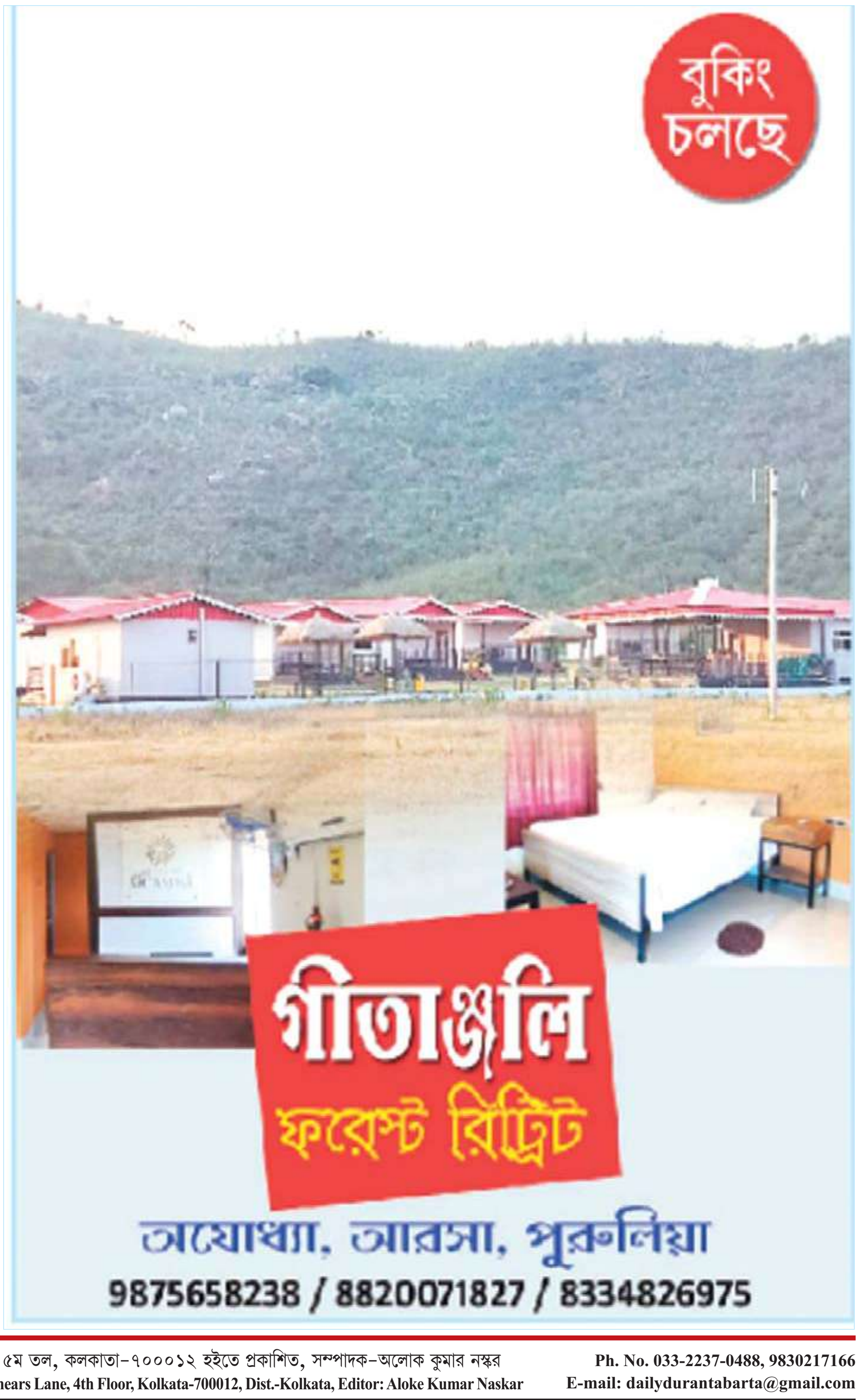

এক-দু’দিনেই চলে আসবে এশিয়া কাপ ট্রফি’, আশাবাদী বোর্ড সচিব

বিশেষ প্রতিবেদক, ১ নভেম্বর ঃ এশিয়া কাপের একমাস কেটে গিয়েছে। এরপর দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ানডে সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও চলছে। গোটা মাসে একটা জিনিসে কোনও বদল হয়নি। তা হল, ভারত এখনও এশিয়া কাপের ট্রফি হাতে পায়নি। এবং তা এখনও পিসিবি প্রধান এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির জিম্মায়। তবে বিসিসিআই সচিব দেবজি সাইকিয়ার আশা, এক-দু’দিনের মধ্যে মুম্বইয়ে বিসিসিআই দপ্তরে ট্রফি চলে আসবে। যদিও এর অন্যথা হলে নকভির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঙ্কার দেন বোর্ড সচিব।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই’কে সাইকিয়া বলেন, একটা মাস কেটে গিয়েছে। এখনও আমাদের হাতে ট্রফি দেওয়া হয়নি। বিষয়টা নিয়ে আমরা অসন্তুষ্ট। এটা নিয়ে বহুবার বলা হয়েছে। ১০ দিন আগেও এসিসি’র চেয়ারম্যানকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তারপরেও বিষয়টা সমাধান হয়নি। এখনও নিজেদের হেফাজতেই ট্রফি রেখে দিয়েছে এসিসি। আশা করি এক-দু’দিনের মধ্যে মুম্বইয়ে বিসিসিআই দপ্তরে ট্রফি চলে আসবে।

কিন্তু এর অন্যথা হলে আইসিসি’র বৈঠকে বিষয়টি জানানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব। তাঁর কথায়, বিষয়টি কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, তা আমরা জানি। ট্রফি ভারতে ফিরবেই। এ ব্যাপারে দেশের জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারি। আমরা পাকিস্তানকে সব ম্যাচে হারিয়েছি। ট্রফি জিতেছি। কেবল ট্রফিটাই আসছে না। আশা করি, শুভবুদ্ধির উদয় হবে। প্রসঙ্গত, ৪ নভেম্বর দুবাইতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের ত্রৈমাসিক বৈঠক।

উল্লেখ্য, এসিসি বৈঠকে কোনও দলেরই সমর্থন পাননি নকভি। যেভাবে তিনি ট্রফি নিয়ে পালিয়েছেন, তা কোনও দেশই সমর্থন করেনি। সূত্রের খবর, ভারতের দুই প্রতিনিধি রাজীব শুক্লা এবং আশিস শেলার ট্রফি ইস্যুকে সামনে রেখে প্রতিবাদও করেছিলেন। এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতীয় দল নকভির কাছ থেকে ট্রফি ও মেডেল নিতে অস্বীকার করেছিল। পরিবর্তে ট্রফি নিয়ে ‘চম্পট’ দেন নকভি। অনেকেই বলছেন, আসলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সজোরে ‘থাপ্পড়’ সহ্য করতে না পেরে ‘প্রতিশোধস্পৃহা’ জেগে উঠেছিল তাঁর। সেই কারণেই হয়তো ভারতকে এখনও ট্রফি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। আর এবার বিসিসিআই সচিবও যা নিয়ে সরব। এক-দু’দিনের মধ্যে ট্রফি ফেরত না পেলে আইসিসি’র সভায় বিষয়টা জানানো হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com